ঠাকুরমার গল্পকথা
প্রমথনাথ
১৩৩২

ছড়া

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাল মেগোর ঘাগর বাজে।
বাজতে বাজতে চললো ডুলি
ডুলী গেল সেই কমলাপুরী
কমলাপুরী টেটা
সূর্য্যি মামার বেটা
ঝাড়ু মড় মড় কেলে জিরে
রসুন কসুন পানের খিলে
একটা পান ভোমরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া
হলুদ বোনে কলুদ ফুল
মামার কপালে টগর ফুল।

উপহার পৃষ্ঠা

আমার—

শ্রী

আমার

শৈশবের-ধূলি কুড়ান নির্ম্মাল

বাংলার আদি স্মৃতি-মালা

গল্প-উপন্যাস—

ঠাকুরমার রূপকথা

আমার

উৎসর্গ

মা !

শৈশবে আপনার কোলে শুইয়া ঠাকুরমার নিকট
হইতে যে গল্প-সুধা পান করিয়াছিলাম,
আজ তাহারই পুনরাবৃত্তি করিবার
প্রয়াসী হইলাম, আশীর্ব্বাদ
করুন, তাহাতে যেন
সফলকাম হই।

অধম সন্তান
"চণ্ডী"

ছড়া

পানকৌড়ি ! পানকৌড়ি ! ডাঙ্গায় ওঠ'সে
তোমার শাশুড়ী ব'লে গেছে বেগুন কুট'সে ।
বেগুন দিয়ে বড়ি দিয়ে টক্ রাঁধসে ॥
বেগুন হ'ল কালা কালা ভাত দিলে বউ দুপুরবেলা
বউ গো বউ ও দুয়ারে যেয়ো না বঁধু এসেছে,
বঁধুর পানে চেও না—ভাব লেগেছে
ভাব—ভাব—কদমের ফুল ফুটে উঠেছে ।
হাত বাড়িয়ে তুল্‌তে গেলুম দাদা বকেছে,
দাদার হাতের বাজুবন্ধ ছুড়ে মেরেছে ।
বোঁটায় লেগে একটী ফুল ঝরে পড়েছে—
ও দাদা বড্ড লেগেছে ।
দেখ না ওই রুই-কাতলা ভেসে উঠেছে ।
একটী নিলেন গুরু ঠাকুর—একটী নিলেন টিয়ে ।
টিয়ের বাপের বিয়ে দেখাব—লাগ গামছা দিয়ে ॥
লাল গামছা ছিঁড়ে গেল তসর কিনে দে,
তসর করে খসর-খসর ধোপার বাড়ী দে ॥
ধোপার গাধা মরে গেল কেচে দেবে কে ?
ঘরে আছে কলার থার তাইতে ধুয়ে নে ॥

আমার কথা।

"ঠাকুরমার ঝুলি রূপকথা" সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার নাই। কারণ যখন ইহার প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় তখন আমার মনে হইয়াছিল যে, প্রকাশক মহাশয় প্রথম সংস্করণেই যখন চারি হাজার ছাপিতেছেন, না জানি ইহাতে কতদূর সাফল্য লাভ করিবেন, কিন্তু আমার সন্দেহ বেশী দীন স্থায়ী হইল না। এক বৎসর শেষ হইতে না হইতে তিনি দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন এবং আরও কয়েকটী গল্প সংযুক্ত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করিতে বলিলেন, কিন্তু আমি দীর্ঘদিন যাবৎ পীড়িত থাকায় প্রকাশক মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই, পরন্তু নানা কারণে পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইতেও বহু বিলম্ব হইল। যাহা হউক, আগামী সংস্করণে ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা রহিল।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ সংশোধন করা হইল এবং স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াও দেওয়া হইল, অধিকন্তু এবার গল্পও প্রায় ৯।১০টী বেশী দেওয়া হইল। ইতি—

বিনীত—গ্রন্থকার।

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন।

অসীম করুণানিলয় ভগবানের অপার করুণায় আজ ঠাকুরমার রূপকথার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মাদৃশ অল্প-বিজ্ঞ লেখকের লেখনী-প্রসূত অকিঞ্চিৎকর অল্প-লহরী যে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে অনন্দদান করিতে সমর্থ হইবে—তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। যাহাই হউক, ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। সকলই মৎপ্রতি পাঠক পঠিকাগণের অসীম অনুকম্পা! এ সংস্করণে গল্পের সংখ্যা আরও ২টী বর্দ্ধিত হইল।

কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩৩২।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

ঠাকুরমার রূপকথা

প্রথম খণ্ড

রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র

এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে মাধব রাও নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার দুই রাণী। ছোট ও বড় রাণী। বড় রাণীর ছেলেপুলে হয় নাই, ছোটরাণী ইন্দুমতীর সাতটী ছেলে। প্রথম পুত্র (যুবরাজ) একদিন সঙ্গিগণের সহিত নগর পরিভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া খুব গোলমাল করিতেছে, ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাঁহারা সেইদিকে যাইতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, একজন পাখীওয়ালা একটা পাখীর খাঁচা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যুবরাজ পাখীওয়ালার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এই খাঁচায় কি আছে?"

"একটি পাখী আছে।"

"তুমি কি এই পাখী বিক্রয় করিবে ?"

"আজ্ঞে হাঁ, বিক্রয় করিব।"

"পাখীটির দাম কত ?"

"পাখীটির দাম হাজার টাকা।"

যুবরাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সামান্য একটি পাখীর দাম হাজার টাকা!"

পাখীওয়ালা বলিল, "আপনি ইহাকে সামান্য পাখী বলিয়া মনে করিবেন না। ইহার এক অদ্ভুত গুণ আছে। আপনি এই পাখীকে যখন যা প্রশ্ন করিবেন, পাখী তখন তার উত্তর দিবে।"

যুবরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পাখীটিকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, পাখীও যথোপযুক্ত উত্তরদানে যুবরাজকে মোহিত করিল।

যুবরাজ তখন পাখীওয়ালাকে বলিলেন, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমার পাখীর মূল্য দিতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি বাড়ী অভিমুখে চলিলেন এবং পাখীওয়ালাকে মূল্য দিয়া বিদায় দিলেন।

কিছুদিন যায়, একদিন যুবরাজ-পত্নী আপন রূপের গরিমা করিয় সহচরীগণের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে বলিতেছিলেন, সই! আমার অপেক্ষা সুন্দরী পৃথিবীতে কে আছে ? সহচরীরা বলিল, "না সই! তোমা অপেক্ষা সুন্দরী এ পৃথিবীতে কেহ নাই।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় পাখীটা সেই ঘরের সম্মুখে ছিল, সে এই কথা শুনিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে হাসিয়া উঠিল।

যুবরাজের স্ত্রী পাখীর উপহাস শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তখনই পাখীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

পাখী প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, যুবরাজ! আমায় যবরাজ! আমায় রক্ষা কর।

রাজকুমার সেই সময়ে অন্দরে আসিতেছিলেন, তিনি পাখীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আরও দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"পাখীকে মারিতেছ কেন, পাখী তোমার কি করিয়াছে ?

স্ত্রী। আপনার পাখীর এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমাকে উপহাস করে। আমি উহার প্রাণদণ্ড করিব।

যুবরাজ পত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, পাখী যদি সেরূপ অপরাধ করিয়া থাকে, অবশ্য তাহার দণ্ড হইবে। এই বলিয়া তিনি পাখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাখি ! তুমি কি অপরাধ করিয়াছ ?

পাখী। যুবরাজ ! আমি কোন অপরাধ করি নাই। রাণী সহচরীগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, উনি অপেক্ষা সুন্দরী পৃথিবীতে আছে কি না ? সহচরীরা বলিল, উহার চেয়ে সুন্দরী পৃথিবীতে কেহই নাই, তাই আমি হাসিয়া ছিলাম। যুবরাজ ! এই পৃথিবীতে এমন সুন্দরী আমি দেখিয়াছি, যাহা কবিগণ কল্পনাতেও আনিতে পারে না।

যুবরাজ। তুমি সেরূপ সুন্দরী কোথায় দেখিয়াছ ?

পাখী। আপনি যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনাকেও দেখাইতে পারি। কিন্তু যুবরাজ, সে অতি দুর্গম পথ। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমি আগে আগে পথ দেখাইয়া আপনাকে লইয়া যাইতে পারি।

যুবরাজ বলিলেন, আচ্ছা আমাকে দেখাইতে হইবে। আমি কল্যই যাত্রা করিব। এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া যুবরাজ পাখীটিকে ছাড়িয়া দিলেন এবং তাঁহার চির-বন্ধু মন্ত্রিপুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে রওনা হইলেন। পাখীটীও পথ নির্দ্দেশ করিতে করিতে চলিতে লাগিল।

দেখিতে কুসুম ফুলের ন্যায় ছিল বলিয়া তাহাকে কুসুমকুমারী বলিয়া ডাকিত। তিনি বারান্দা হইতে রাজকুমারকে দেখিয়া তাঁহার সহচরীকে বলিলেন, দেখ সই! আমাদের বাগানে কাহারা প্রবেশ করিয়াছে। আমার বোধ হয় ইহারা রাজপুত্র। তুমি যাইয়া উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে এস, নিবাস কোথায় এবং কি জন্য বাগানে প্রবেশ করিয়াছেন?

রাজকুমারীর আদেশ মত তাহার সহচরী যাইয়া রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কে এবং কি জন্য গুপ্তভাবে এই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন?"

রাজকুমার কোন উত্তর দিলেন না, মন্ত্রিপুত্র বলিল, আমরা তোমাকে কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। অগত্যা সে ফিরিয়া যাইয়া রাজকুমারীকে বলিল, আমার কথার উহারা কোন উত্তর দিল না।

রাজকুমারী অতিশয় বুদ্ধিমতী। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, রাজকুমার হয় ত সামান্য দাসীর নিকট আত্ম-পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত, সেই জন্য কোন উত্তর দেন নাই। আচ্ছা, আমি নিজেই যাইতেছি, আমার বাগানে প্রবেশ করিয়া আমার কথার উত্তর দিবে না, ইহা কি সম্ভব? এই বলিয়া তিনি সহচরীকে সঙ্গে লইয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন এবং রাজকুমারের নিকট যাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজকুমার দেখিলেন যখন বাগানের মালিক স্বয়ং আসিয়াছেন, তখন উত্তর দিতে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদান করিলেন।

রাজকুমারী বলিলেন, আপনি যখন অধীনীর দ্বারে অতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তখন অধীনীর বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া বাধিত করুন। এ স্থানে অবস্থান করিয়া আমাকে অপরাধিনী করা আপনার ন্যায়

সুবিবেচকের কর্ত্তব্য নহে; আপনি আমার সঙ্গে আসুন, এই বলিয়া রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

রাজকুমার কয়েকদিবস তথায় থাকিয়া রাজকুমারীর শুশ্রূষায় আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। একদিন বৈকালে মন্ত্রিপুত্রের সহিত বাগানে বেড়াইতেছেন, এমন সময় তাঁহায় পাখী নানাস্থান ঘুরিতে ঘুরিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পাখীটী একটী গাছের ডালে বসিয়া দেখিল রাজকুমার আত্ম-বিস্মৃত হইয়া নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন সে গাছের ডালে বসিয়া রাজকুমারকে ইসারায় পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিল। পাখীটীকে দেখিয়া রাজকুমারের সমস্ত কথা মনে হইল। তখন তিনি রাজকুমারীর নিকট যাইয়া বলিলেন, আমি কল্য এখান হইতে যাত্রা করিব।

রাজকুমারী এই কথা শ্রবণ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন কিন্তু যখন শুনিলেন রাজকুমারকে যাইতেই হইবে, তখন তাহার কথাতেই সম্মত হইলেন। যুবরাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আমি ফিরিয়া আসিবার সময় তোমাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিব। আর আমি যতদিন না আসিয়া পৌঁছাইব, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।

রাজকুমারী বলিলেন, আপনি যদি একান্তই যাইবেন, তাহা হইলে যাইবার সময় আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন, রাজকুমার তাহাতেই সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাজকুমারী যুবরাজকে সঙ্গে লইয়া পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

বৃদ্ধ রাজা, তাঁহার কন্যা ও ভাবি জামাতাকে দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তাহার কন্যা রাজকুমারের বিদেশ যাইবার কথা জানাইয়

বৃদ্ধ মহারাজ তখন ভাবি জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে উপঢৌকন স্বরূপ একখানি প্রস্তর দিতেছি, ইহা খুব সাবধানে রাখিবে। যদি কখনও কোন বিপদে পড়, এই প্রস্তরখানি দেখিলেই ভাবি বিপদের প্রতিকারের পথ দেখিতে পাইবে, আর একটী মন্ত্র তোমাকে শিখাইয়া দিতেছি, আবশ্যক বোধে নিজের প্রাণবায়ু যে কোন শবদেহে ইচ্ছা চালানা করিতে পারিবে। কিন্তু সাবধান! এই সমস্ত গুপ্ত-রহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, প্রকাশ করিলে হয় ত সেই-ই তোমার অনিষ্ট করিবে। এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

যুবরাজও ভাবি শ্বশুরের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন এবং পাখীটিও পূর্ব্বমত পথ দেখাইয়া যাইতে লাগিল। বহুদূর যাইবার পর তাহারা কাশ্মীরদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সেখানকার দৃশ্যাবলী অতি মনোহর। চারিদিকে অভ্রভেদী পাহাড়-শ্রেণী শিখর উন্নত করিয়া কাশ্মীরদেশবাসীকে অভয় প্রদান করিতেছে। কোথাও বা স্রোতস্বিনী কলকল রবে কাশ্মীরদেশের পাদধৌত করিয়া আপন গরবে বহিয়া যাইতেছে। রাজকুমার সেই সকল দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে রাজবাড়ী অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

কিছুদূর যাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটি বৃহৎ অট্টালিকা, তাহার চারিদিক প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত। রাজকুমার অনুমানে বুঝিলেন এটী নিশ্চয় রাজবাড়ী। তাঁহারা সম্মুখের দ্বারে যাইয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জানাইলে প্রহরী কাশ্মীরাধিপতির নিকট যাইয়া রাজকুমারের আগমনবার্ত্তা জানাইল। মহারাজ তাঁহাদের আগমনের কথা শ্রবণ করিয়া, তাহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন।

যুবরাজ কাশ্মীরদেশে নূতন আসিয়াছেন। সেখানকার নূতন নূতন দৃশ্যাবলী দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে নূতনত্বের তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল।
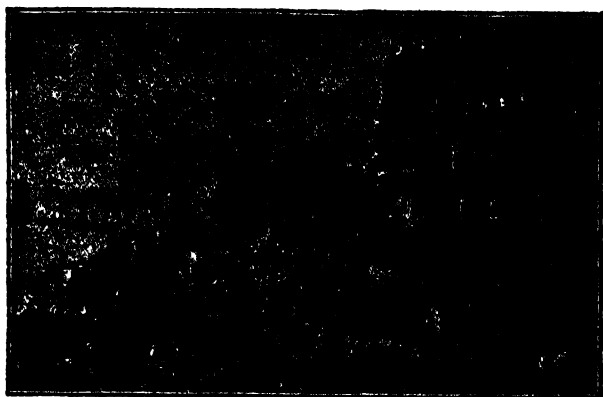
রাজবাড়ী।

তাহারা প্রতিদিন সেই সমুদয় দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া পরমানন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন রাজকুমার শুনিলেন, রাজকুমারী মায়াবী কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে এবং মহারাজ কন্যার শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন।

এই কথা শুনিবামাত্র যুবরাজের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। তিনি যে আশা বুকে লইয়া আজ সেই সুদূর কাশ্মীরদেশে আসিয়াছেন, আজ তাহার সে আশায় কে বাদ সাধিল। তিনি তাড়াতাড়ি মহারাজের নিকট যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আপনি ভাবিবেন না, আমি ইহার প্রতিকার করিতে পারিব।

বৃদ্ধ মহারাজ রাজকুমারের আশ্বাসিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, বৎস! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হউক। তুমি এখনই গমন করিয়া তাহার প্রতিবিধান কর।

যুবরাজ কয়েকজন সৈন্যসহ মন্ত্রিপুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। অনেক অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোন প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া আরও কিছুদূর গমন করিয়া তাঁহার সঙ্গের প্রস্তরখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন, রাজকুমারী কোন মায়াবী দ্বারা অপহৃত হইয়া অনতিদূরে এক জঙ্গলে অবস্থান করিতেছেন।

যুবরাজ তখন সেই পথ ধরিয়া মায়াবীর অনুসন্ধানে চলিতে লাগিলেন, কিছুদূর যাইয়া সেই মায়াবীর বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বাড়ী-খানির চারিদিক রুদ্ধ, কোনদিকেই প্রবেশের রাস্তা নাই, অথচ বাহির হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহার ভিতরে লোক বাস করিতেছে। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া পুনরায় প্রস্তরখানি বাহির করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেই হস্তস্থিত প্রস্তরখানি বাড়ীতে ঠেকাইবা মাত্র দরজা খুলিয়া যাইবে। তিনি তাহাই করিলেন, অমনি দরজাও খুলিয়া গেল।

যুবরাজ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়া সসৈন্যে তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন।

বৃদ্ধ মহারাজ, কন্যাকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার স্নেহের কন্যার সহিত রাজকুমারের বিবাহ দিলেন। রাজকুমার কিছু দিন তথায় অবস্থান করিয়া কাশ্মীরকুমারীকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

কিছুদূর আসিবার পর কুসুমকুমারীর কথা স্মরণ হইলে তিনি কুসুম কুমারীর পিতৃরাজ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় যাইয়া রাজকুমারীকে

বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার সমুদয় ধন ঐশ্বর্য্য লইয়া সসৈন্যে পুনরায় স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বহুদূর আসিবার পর একস্থানে সৈন্যগণের বিশ্রামের জন্য যুবরাজ পর পর তিনটি তাঁবু ফেলিতে হুকুম দিলেন। প্রথম তাঁবুতে তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী কাশ্মীরকুমারী, দ্বিতীয়টীতে তৃতীয় স্ত্রী কুসুমকুমারী এবং তৃতীয় তাঁবুতে সৈন্যগণ এবং যুবরাজের বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রতি তাঁবুতেই খুব আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল। এমন সময় পূর্ব্বোক্ত মায়াবী আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং তাহার সেই অদ্ভুত মায়া-প্রভাবে সকলকেই পরাস্ত করিয়া, অবশেষে সকলেরই অর্দ্ধ অঙ্গ প্রস্তরময় করিয়া ফেলিল। ঠিক সেই সময় কুসুমকুমারীর একজন সৈনিক দূর হইতে মায়াবীর লীলা দর্শন করিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ কুসুমকুমারীর পিতার নিকট যাইয়া তাহাদের বিপদের কথা জানাইল, তিনি তখনই আসিয়া মায়াবীকে পরাস্ত করিয়া সকলকেই উদ্ধার করিলেন এবং কন্যা জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। যুবরাজও সৈন্যগণকে তাঁবু খুলিতে হুকুম দিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই সেখান হইতে রওনা হইয়া অন্য এক রাজ্যে আসিয়া পুনরায় পর পর তিনটী তাঁবু ফেলিতে হুকুম দিলেন।

সেইদিন বৈকালে যুবরাজ মন্ত্রিপুত্রের সহিত বসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন, এমন সময় মন্ত্রিপুত্র যুবরাজকে বলিল, বন্ধু! তুমি আমাকে সমস্ত কথাই বলিয়া থাক, কিন্তু তোমার শ্বশুরের নিকট হইতে যে জিনিষ পাইয়াছ, কই সে কথা ত আজ পর্য্যন্ত বলিলে না?

রাজকুমার বলিলেন, এই কথা! আচ্ছা, তোমাকে সময় মত সমস্তই দেখাইব এবং বলিব, কিন্তু যতক্ষণ না আমরা স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইতেছি ততক্ষণ আর ও সব কথায় আবশ্যক নাই।

মন্ত্রিপুত্র বলিল, যদি আমাকে বলিবার আপত্তি না থাকে তবে আজই বল না কেন ?

যুবরাজ বলিলেন, তোমার যদি একান্ত শুনিবার ইচ্ছা থাকে তবে

রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র।

শোন কিন্তু আমি উহা এখনও সবগুলি পরীক্ষা করি নাই, যদি কোন বিপদে পড়ি তাহা হইলে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে ?

মন্ত্রি পুত্র বলিল, আমি যতক্ষণ জীবিত থাকিব, ততক্ষণ তোমার

কোন ভয় নাই। আমি থাকিতে তোমার বিপদ! আমি নিজের প্রাণ দিয়াও তোমায় রক্ষা করিব। তুমি নির্ব্বিঘ্নে উহা পরীক্ষা করিতে পার।

যুবরাজ বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার পকেট মধ্যস্থিত সেই "প্রস্তর-দর্শন" নামক পাথরখানির সবিশেষ বিবরণ বলিতে লাগিলেন কিন্তু "মৃত-সঞ্জীবনী" মন্ত্রটী গুপ্তভাবে রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সুচতুর মন্ত্রিপুত্র তাহা বুঝিতে পারিয়া যুবরাজকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বারবার অনুরোধ করাতে "মৃত সঞ্জীবনী" নামক মন্ত্রটিও রাজপুত্র চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, অগত্যা সমস্তই একে একে বলিয়া ফেলিলেন।

মন্ত্রিপুত্র বলিল, আপনি এরূপ আশ্চর্য্য জিনিস শিখিয়াও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন না, আপনি আজই পরীক্ষা করিয়া দেখুন, না হয় আমাকে দিন—আমি উহা পরীক্ষা করিয়া দেখি।

যুবরাজ বলিলেন, এই এক বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইলাম, এখন অগ্রে স্বদেশে যাই—তাহার পর দুই বন্ধুতে মিলিয়া সমস্তগুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখিব, আর এখানেও সেরূপ কোন জিনিস পাওয়া যাইবে না।

মন্ত্রিপুত্র বলিল, সে অনেক দিনের কথা, একটু অপেক্ষা কর, আমি একটা শীকার করিয়া আনিতেছি। এই বলিয়া একটী পাখী শীকার করিয়া আনিয়া যুবরাজকে বলিল, এই তোমার সম্মুখে একটা মরা পাখী রাখিলাম, তুমি এখন উহাতে পরীক্ষা করিতে পার।

যুবরাজ বলিলেন, বেশ তবে এখনই তোমাকে দেখাইতেছি, এই বলিয়া অগ্রে প্রস্তরখানি দেখাইলেন। তাহার পর মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রটী মন্ত্রিপুত্রকে শিখাইয়া নিজের প্রাণবায়ু সেই পাখীটার দেহে চালনা করিলেন। পাখী

তৎক্ষণাৎ সজীব হইয়া গাছের উপর উঠিল এবং যুবরাজের কোমল দেহ মাটীতে পড়িয়া গেল।

ধূর্ত্ত মন্ত্রিপুত্র তখনই নিজের প্রাণবায়ু রাজকুমারের দেহে চালনা করিয়া নিজের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিল। এই সমস্ত অভিনয় শেষ করিয়া মন্ত্রিপুত্র রাজকুমারের মত ছোট রাণীর তাঁবু অভিমুখে চলিল।

সুচতুরা ছোট রাণী—কুসুমকুমারী যুবরাজের অন্তকার চাল-চলন দেখিয়া তাহার মনে মনে কেমন সন্দেহ হইল, তিনি রাজকুমারকে বলিলেন, আজ আপনি প্রথমেই আমার তাঁবুতে আসিলেন কেন? আজ ত আপনার আমার তাঁবুতে প্রথমে আসিবার কথা নয়। আজ আপনি আমাদের তাঁবুতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আজকের মতন আপনি নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া যান।

ছোট রাণীর এই কথা শুনিয়া ছদ্মবেশী মন্ত্রিপুত্র যুবরাজের তাঁবুতে ফিরিয়া গেল।

ছোট রাণীর তখন আরও সন্দেহ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন ইনি কি প্রকৃত রাজকুমার? তাই বা কিরূপে সম্ভব, তাহা হইলে তিনি আমার হুকুম শুনিয়া ফিরিয়া যাইবেন কেন? আর না হইলেই বা যুবরাজের মতন ইনি কে? আর যুবরাজই বা কোথায়? যাহা হউক, যতক্ষণ না ইহার সঠিক বিবরণ জানিতে পারিতেছি, ততক্ষণ ইহাকে আমাদের কোন তাঁবুতে প্রবেশ করিতে দেওয়াই হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মেজ রাণীর নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন।

ছদ্মবেশী মন্ত্রিপুত্র দেখিল, তাহার এত পরিশ্রম সবই বিফল হয়। তখন সে-সেই দেশের রাজার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল এবং তাহার

সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া এই দেশের যত পাখী আছে মারিয়া ফেলিবার হুকুম লইল। পরে ঘোষণা করিয়া দিল, অন্য হইতে যে যত পাখী ধরিয়া আনিয়া দিবে প্রত্যেক পাখীতে পাঁচ টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এই ঘোষণা দেশে দেশে প্রচার হইবামাত্র দলে দলে লোক সকল পাখী মারিয়া লইয়া রাজবাড়ী অভিমুখে আসিতে লাগিল এবং এইরূপে দৈনিক সহস্র সহস্র পাখীর প্রাণবলি হইতে লাগিল।

এদিকে পাখিবেশধারী রাজকুমার প্রাণভয়ে এক জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। দৈবযোগে সেইদিন এক ব্যাধ ও ব্যাধিনী সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটি পাখী গাছের ডালে বসিয়া আছে। পাখীকে দেখিতে পাইয়া ব্যাধ ব্যাধিনীর খুব আনন্দ হইল। তাহারা তাহাকে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া নিমেষের মধ্যে আবদ্ধ করিল, পাখী নিরুপায় হইয়া ব্যাধিনীর শরণাপন্ন হইল ও ব্যাধিনীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া বলিল, মা! আমি তোমার ছেলে, তোমার কোন ছেলে-পুলে নাই, তুমি সামান্য টাকার লোভে আমাকে রাজার নিকট পাঠাইও না। আমি তোমাদের কাছে থাকিলে সময়ে অনেক টাকা পাইতে পারিবে।

পাখীর এইরূপ কাতর উক্তি শুনিয়া ব্যাধিনীর প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল, সে তখন পাখীকে কোলে লইয়া পুত্রের ন্যায় আদর করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

প্রতিদিন ব্যাধ ব্যাধিনী শিকার হইতে আসিয়া পাখীর নিকট নানারূপ সৎ উপদেশ শোনে। একদিন সেই দেশের রাজা সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে শুনিলেন, একটি পাখী তাহাদের সহিত কথা কহিতেছে। ইহা দেখিয়া রাজার অতিশয় কৌতূহল জন্মিল।

পরদিন প্রভাতে রাজা ব্যাধ ও ব্যাধিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, কাল রাত্রে তোমরা কাহার সহিত কথা কহিতেছিলে, আমি তাহাকে দেখিতে চাই।

ব্যাধ ও ব্যাধিনী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, মহারাজ! আমাদের বাড়ীতে ত আর কেহ নাই, তবে একটি পাখী আছে, আমরা তাহার সহিত গল্প করি।

রাজা বলিলেন, আমি তোমাদের পাখীটিকে একবার দেখিব, পাখী এমন মানুষের মত কথা বলে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়!

ব্যাধিনী বলিল, মহারাজ! আপনি যদি অভয় দেন যে, আমাদের পাখটিকে কাহাকেও দিবেন না, তাহা হইলে আমরা পাখীকে আপনার নিকট হাজির করিতে পারি।

মহারাজ তাহাই স্বীকার করিলেন। তখন ব্যাধ ও ব্যাধিনী পাখীটিকে কোলে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদের পাখীকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে ছদ্মবেশী যুবরাজ যখন শুনিলেন যে, পাখীতে কথা কয়, তখন তাহার মনে বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল, তিনি তখনই রাজার নিকট সেই পাখী দেখিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন।

রাজা উত্তরে জানাইলেন, আপনি যে পাখী দেখিতে চাহিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট পাঠান অসম্ভব, কারণ—আমি প্রতিশ্রুত হইয়া ঐ পাখী এখানে আনিয়াছি, তবে যখন দেখিতে চাহিয়াছেন অবশ্য আপনাকে দেখাইতে পারি, কিন্তু আপনাকে অগ্রে প্রতিশ্রুত হইতে হইবে যে, পাখীকে যে ব্যক্তি লইয়া যাইবে সে তখনি পাখী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে।

ছদ্মবেশী যুবরাজ তাহাই স্বীকার করিল, রাজা তখন ব্যাধিনীকে

বলিলেন, তুমি আমার বন্ধুর নিকট একবার পাখীটিকে লইয়া যাও, তিনি একবার দেখিবেন।

ব্যাধিনী বলিল, মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ পাখী আমি কাহাকেও দিব না। তবে আপনার হুকুমে যদি আমি পাখীকে লইয়া যাই, তাহা হইলে আমাকে একটি চতুর্দ্দোলা দিতে হইবে। আমি সেই চতুর্দ্দোলা করিয়া পাখীকে লইয়া যাইব এবং অন্যান্য লোকজন আমার সঙ্গে যাইবে। রাজা তাহাই স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে যাইতে আদেশ দিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ছোট রাণী এক প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া লইয়া একটি পাখী ও একটি ছাগল পুষিয়াছিলেন। যেদিন শুনিলেন এক ব্যাধিনী চতুর্দ্দোলা করিয়া একটি পাখী লইয়া তাঁহার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবে, তিনি সেইদিন তাঁহার পাখীকে কোলে লইয়া বারান্দায় আসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্যাধিনীর চতুর্দ্দোলা ছোট রাণীর বাড়ীর দিকে আসিল, যেমন বারান্দার নিকট দিয়া যাইবে অমনি ছোট রাণী তাঁহার পাখীকে মারিয়া ফেলিলেন এবং পাখীবেশধারী যুবরাজ তখনি তাহার প্রাণবায়ু ছোটরাণীর মরা পাখীর দেহে চালনা করিলেন, ব্যাধিনীর পাখী ব্যাধিনীর কোলেতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় ছোট রাণী তাহার ছাগলটাকে মারিয়া ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সেই ছদ্মবেশী মন্ত্রিপুত্র তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাঁদিতেছ কেন?

ছোট রাণী বলিলেন, "আমার ছাগল মরিয়া গিয়াছে, আপনি আমার ছাগলটাকে একবার বাঁচাইয়া দিন।"

ছদ্মবেশী যুবরাজ বলিল, "মরা ছাগল কিরূপে বাঁচিবে?"

ছোট রাণী বলিলেন, কেন, আপনি ত মরা জীবকে বাঁচাইতে পারেন। আমার পিতা ত আপনাকে শিখাইয়াছেন, আপনি মনে করিলেই এখন আমার ছাগলটী বাঁচাইতে পারেন।

ছদ্মবেশী মন্ত্রিপুত্র মনে মনে প্রমাদ গণিল, ভাবিল—আমি যদি এক্ষণে অসম্মতি প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমার সমস্ত উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। তখন একান্ত নিরুপায় দেখিয়া তাহার প্রাণবায়ু ছাগলের মৃতদেহে চালনা করিল। বুদ্ধিমতী ছোট রাণী তখনি তাহার পাখীটিকে বাহির করিয়া রাজকুমারের মৃতদেহের নিকট ছাড়িয়া দিলেন, অমনি যুবরাজও পাখীর দেহ হইতে প্রাণবায়ু চালনা করিয়া নিজের দেহে প্রবেশ করিলেন। ধূর্ত্ত মন্ত্রিপুত্র কিছুদিনের মত ছাগল হইয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া যুবরাজ স্বদেশে যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে পৌছিয়া ছোট রাণী, মেজ রাণী প্রভৃতি সকলেই নামিয়া একে একে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী আসিয়া তাঁহার পুত্রের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুবরাজ তাহাকে কোন কথা না বলিয়া একটি সভা করিবার আদেশ দিলেন। পরদিন সভায় যখন সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল, যুবরাজ তখন ছাগলবেশধারী বন্ধুটীর দড়ি ধরিয়া সভার মধ্যে লইয়া আসিলেন এবং সেই ছাগলের বৃত্তান্ত সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। ছাগল তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই দশা হইয়াছে স্বীকার করিল।

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী

এক সময়ে কলিঙ্গ দেশে সিউরাজ নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্য মধ্যে বসুন্ধরা কখনও অজন্মা হয় নাই, রোগ, শোক, তাপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। পুরাকালে রামচন্দ্রের রাজ্য শাসনকালে তাঁহার প্রজাগণ যেরূপ পারমার্থিক সুখানুভব করিত, তাঁহার রাজ্য শাসনকালেও প্রজাদিগের মধ্যে সেই সুখ-শান্তি পরিলক্ষিত হইত।

একদিন রাজা স্বীয় পাত্র মিত্রাদি স্বজনবর্গের সহিত সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষণ্ণ বদনে আসিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ মহারাজ পুত্রের এরূপ বিষণ্ণ বদন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! আজ তোমার এরূপ মলিন মুখ দেখিতেছি কেন?

রাজকুমার পিতার এরূপ ব্যথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমার মনে বিকার ঘটিয়াছে। আমি কিছুতেই শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারিতেছি না। অতএব আমি একবার মৃগয়া করিতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি। এক্ষণে আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার স্বগণের সহিত মৃগয়া-যাত্রা করিয়া চিত্তবৈকল্য-রোগের প্রতিকার করি।"

মহারাজ পুত্রের এরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে এবং তাহার মনোবিকার শান্তির জন্য সসৈন্যে মৃগয়া করিতে যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন।

যুবরাজ পিতৃ-আজ্ঞা শ্রবণে প্রীতিলাভ করিয়া বিপুল সেনা সমভি-ব্যাহারে গভীর কান্তার সকল অতিক্রম পূর্ব্বক বহুদূরস্থ এক গিরিপ্রস্থে উপনীত হইলেন।

তথায় এক অপরূপ মৃগ তাহাদের নয়নগোচর হইল। রাজকুমার সেই মৃগদর্শনে কৌতূহলী হইয়া সৈন্যগণকে অতি সাবধানের সহিত বিনা অস্ত্রাঘাতে উহাকে ধরিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন এবং নিজেও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মৃগটী সেই বিপুল সৈন্যগণের কোলা-হল শ্রবণ করিয়া, প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রাজকুমার তখন এরূপভাবে পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন যে, সৈন্যগণ কেহই তাঁহার সহিত অনুগমন করিতে পারিল না। এইরূপে রাজকুমার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক নির্জ্জন পর্ব্বতপ্রস্থে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

মৃগটী পাহাড়ের উপর উঠিতে উঠিতে হঠাৎ তাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তখন তিনি ক্লান্ত অশ্বটীকে এক বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং নিজেও সেই বৃক্ষের তলায় বসিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সৈন্যগণ তথায় আসিয়া পৌছিল না। অবশেষে পিপাসায় কাতর হইয়া জল অন্বেষণে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে একটী সুন্দর বাগান, তখন তিনি জল অন্বেষণে সেইদিকে ধাবিত হইলেন। বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাগানটি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। চারিদিকে নানাবিধ ফুলের গাছ। বাগানে প্রবেশ করিবার পথের দুই পার্শ্বে নানাজাতীয় ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া বাগানে শোভাবৃদ্ধি করিতেছে।

রাজকুমার বাগানে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড সরোবর দেখিতে পাইলেন এবং সেই সরোবরের সুশীতল বারিপান করিয়া

দেহের ক্লান্তি অনেকটা দূর করিলেন। পরে উপরে আসিয়া পুনরায় সৈন্যগণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় এক বিকটাকৃতি জটাধারী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, রাজকুমার তাহাকে দেখিয়া ভয়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনারই কি এই বাগান? আমি পিপাসায় কাতর হইয়া ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছি, তজ্জন্য যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

রাজকুমারের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই জটা-বল্কলধারী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কহিল, "মহাশয়! আপনি কে? আপনার নিবাস কোথায়, এবং কি জন্যই বা আপনি এই জনশূন্য স্থানে আসিয়াছেন?"

যুবরাজ আত্মপরিচয় দানে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি বলিতে কোন বাধা না থাকে তবে বলুন, আপনি কে? এবং কেনই বা আপনি এস্থানে বাস করিতেছেন? তখন বৃদ্ধ অতি দুঃখিতভাবে বলিল, আমার পরিচয় কি দিব কুমার! আমার নাম সেলেমান খাঁ। একদা আমার চারি পুত্র কোন এক যুবতীর প্রণয়ে আবদ্ধ হয় এবং তাহার নিকট প্রশ্নে পরাস্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। আমি সেই পুত্রশোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া এই পথ অবলম্বন করিয়াছি।

বৃদ্ধ কহিলেন,—বাবা, এখন তোমার সে কথা জানিবার কোন আবশ্যক নাই, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও।

যুবরাজ বারম্বার অনুরোধ করাতে বৃদ্ধ তখন সমস্ত কথাই একে একে বলিতে লাগিল,—

"কর্ণাটদেশে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা আছে, তাহার নাম হীরাবতী।

তাহার পণ,—যিনি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, রাজকুমারী তাহাকেই স্বেচ্ছায় বিবাহ করিবেন। আর যিনি পরাস্ত হইবেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ ফাঁসি দিয়া তোরণদ্বারে লম্বমান করিয়া রাখিবেন। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় রাজকুমারের অনুচরগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবরাজ তখন বৃদ্ধ সোলেমান খাঁর নিকট বিদায় লইয়া নিজ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর দুশ্চিন্তায় যুবরাজের মুখকান্তি দিন দিন মলিন হইয়া উঠিতে লাগিল। মহারাজ পুত্রের এই ম্লান মুখ দর্শন করিয়া অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যুবরাজের এরূপ বিষণ্ণ ভাবে থাকিবার কারণ কি? কেনই বা সে এরূপ বিমর্ষভাবে থাকে? তখন অমাত্যগণের মধ্যে একজন লোক যুবরাজকে গোপনে তাহার এই বিমর্ষভাবে থাকিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যুবরাজ বলিলেন, আমি মৃগয়া করিতে যাইবার কালে একজন বৃদ্ধ তপস্বীর মুখে শুনিলাম—কর্ণাটদেশে এক অপ্সরীর ন্যায় সুন্দরী রাজকন্যা আছে। তাহার পণ, যে তাহাকে প্রশ্নে পরাস্ত করিতে পারিবে রাজকুমারী তাহাকেই বিবাহ করিবে। আমারও ইচ্ছা যে, আমি সেই কন্যাকে বিবাহ করি। যুবরাজের এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী চলিয়া গেলেন।

একদিন রাজা পারিষদ্‌বর্গের সহিত সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় যুবরাজ যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যুবরাজকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধ মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! আপনি যুবরাজের বিষণ্ণ বদনে থাকিবার কারণ যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। কর্ণাটদেশে এক রাজকন্যা আছেন; তাহার নাম হীরাবতী, তাহার পণ এই, যিনি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, তাহাকেই তিনি বিবাহ করিবেন; আর যিনি পরাস্ত হইবেন, তাঁহাকে ফাঁসি দিয়া তোরণদ্বারে লম্বমান করিয়া

রাখিবেন। মহারাজ তখন পুত্রকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন, তোমার তথায় যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি কর্ণাটরাজের নিকট পত্রের দ্বারা জানাইতেছি, অবশ্য তিনি আমার পত্র পাইলে, আমার প্রস্তাবিত মতের কোনরূপ অন্যথা করিতে পারিবেন না। তথাপি বলিতেছি, যদি তিনি আমার প্রস্তাবে অসম্মত হন, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য করিব। যুবরাজ তখন পিতৃসমীপে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিলেন, মহারাজ! এই সামান্য ব্যাপারের জন্য অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ হওয়া আমার ইচ্ছা নহে, তবে যদি কৃপা করিয়া আমাকে তথায় যাইবার আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি সেই রাজকুমারীকে প্রশ্নে পরাস্ত করিয়া আপনার সমীপে আনাইয়া উপস্থিত করিতে পারি। পুত্রের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মহারাজ তখন প্রচুর পরিমাণে সৈন্যাদিসহ তথায় যাইবার হুকুম দিলেন।

যুবরাজ বাড়ী হইতে রওনা হইয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন। কোন্ দিকে যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে এই রাজার দেশ হইতে অন্য রাজার দেশে যাইতে যাইতে সেই সুদূর কর্ণাট দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া রাজকুমারীর এই অদ্ভুত রহস্যের কথা একটী লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটী যুবরাজকে প্রথমে তথায় যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যুবরাজ তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না, তখন রাজবাটী অভিমুখে যাইবার পথ দেখাইয়া দিলেন।

যুবরাজ রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া মহারাজকে তাহার আগমনের বার্ত্তা জানাইলেন, মহারাজ সসম্মানে যুবরাজকে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

কর্ণাট অধিপতি যুবরাজের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহাকে এই

সঙ্কল্প প্রত্যাহার করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিলেন, যুবরাজ তাঁহার কথায় নিরস্ত হইতে পারিলেন না, অগত্যা তিনি তাঁহার কন্যাকে যুবরাজের আসিবার সংবাদ জানাইলেন। রাজকুমারী তখনই সহচরীকে পাঠাইয়া দিয়া রাজকুমারকে লইয়া গেলেন এবং রাজকুমার তথায় যাইয়া বসিলে, রাজকুমারী তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপুত্র সেই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, এ মিথ্যা প্রশ্ন কাহার নিকট শ্রবণ করিয়া অকারণ প্রাণিহত্যা করিতেছ? তোমার এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে কেহই পারিবে না। রাজকুমারী তখন ক্রোধান্বিত কলেবরে জল্লাদকে ডাকিয়া তাহার শিরচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন।

যুবরাজের বহুদিবসাবধি কোন সংবাদ না পাওয়াতে, দ্বিতীয় রাজপুত্র এই পথ অবলম্বন করিলেন, তিনিও এইরূপ রাজকুমারীর প্রশ্নে পরাস্ত হইয়া জল্লাদকরে মানলীলা সম্বরণ করিলেন। এইরূপে তাহার তিন পুত্র একে একে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

একদিন তাহার কনিষ্ঠপুত্র মহারাজকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে কর্ণাটদেশে যাইবার আদেশ প্রদান করুন। আমি যাইয়া সেই রাক্ষসীস্বরূপা রাজকুমারীকে নিধন করিয়া ভ্রাতৃবিরহ-শোক শান্তি করি?

বৃদ্ধ মহারাজ কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রথমতঃ নিষেধ করিলেন, কিন্তু রাজা পুত্রের একান্ত ইচ্ছা জানিয়া তাহাকে আর কোন বাধা দিলেন না। রাজকুমার তখন বাড়ী হইতে রওনা হইয়া বরাবর কর্ণাটদেশে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া তিনি এক চাষার বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সেই স্থানে অবস্থান করিয়া রাজকুমারীর "গুপ্ত-রহস্য" জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না।. অবশেষে একদিন চাষার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাজবাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজবাড়ীর সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন, চারিদিক

প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত, একটী প্রাণীরও কোন রকমে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তখন তিনি রাজবাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন, রাজবাড়ীর জল পরিপূর্ণ পরিখাটী রাজবাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া ভিতরের এক পুষ্করিণীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তখন তিনি কোন উপায় না দেখিয়া সেই পরিখা অতিক্রম করিয়া এক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

এই উদ্যানটি অতি মনোরম। চারিদিকেই নানাজাতীয় ফুলের গাছ সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলগুলির মনোহর সৌগন্ধ ছড়াইয়া চারিদিক আমোদিত করিতেছে। বৃক্ষের ডালে বসিয়া পক্ষিকুল নানা রবে প্রাণ মাতাইয়া গান করিতেছে। এমন সময় রাজপুত্র সেই বাগানে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন। রাজকুমারী প্রতিদিন সহচরী সহ সেই বাগানে বেড়াইতে থাকেন, সেদিনও সেই সময় রাজকুমারী বাগান পরিভ্রমণে বাহির হইলেন।

রাজকুমারী বাগানে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া একটী শ্বেত পাথরের বেঞ্চের উপর উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার প্রধানা সহচরীকে বলিলেন, আমার জন্য পুকুর হইতে এক গেলাস জল লইয়া আইস। তাঁহার সহচরী হুকুম পাইবামাত্র জল আনিবার জন্য পুষ্করিণীতে যাইয়া যেমন জল তুলিবে, সেই সময় দেখিতে পাইল জলেতে এক রাজপুত্রের ছায়া পড়িয়াছে। সে সেই ছায়া দেখিয়া প্রথমে শিহরিয়া উঠিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এরূপ প্রহরী-বেষ্টিত বাগানের মধ্যে পুরুষ আসিবার সম্ভাবনা কিরূপে? যাই হোক্ রাজকুমারীর নিকট প্রকাশ করিগে, তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। এই বলিয়া সে রাজকুমারীর নিকট আসিয়া বলিল, সখি! আমি আপনার জন্য জল আনিতে যাইয়া দেখিলাম, পুকুরের জলেতে একটী পুরুষের ছায়া পড়িয়াছে—আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আপনার

নিকট আসিলাম। আপনিও তথায় যাইলে এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিতে পারিবেন। এই কথা শুনিয়া রাজকুমারী সহচরীকে উপহাস করিয়া বলিলেন, তোমরা যাইয়া সেই যুবা পুরুষকে আমার নিকটে লইয়া আইস। সখীগণ তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র সেই পুষ্করিণীর নিকট যাইয়া দেখিল যে, পুষ্করিণীর ঘাটের উপর একটী বৃক্ষের ডালে এক সুন্দর যুবা পুরুষ বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার সেই অসামান্য রূপলাবণ্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল—ইনি কি দেবতা না গন্ধর্ব্ব? তাহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে এরূপ প্রহরীবেষ্টিত বাগানের মধ্যে মানুষ আসিবে কিরূপে? এইরূপ চিন্তা করিয়া সহচরীগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে মহাশয়? এবং আপনি কিরূপে এখানে আসিলেন, সত্বর বৃক্ষ হইতে নামিয়া আপনার আত্মপরিচয় দিন। আমরা রাজকুমারীর সহচরা, তাঁহার হুকুম অনুসারে আমরা আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে আসিয়াছি। যুবক এই কথা শুনিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন এবং নীচে নামিয়া পাগলের ন্যায় ইঙ্গিতে কথা কহিতে লাগিলেন। তখন রাজকুমারীর সখীগণ তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত হইল। রাজকুমারী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি কে, এবং কি জন্য আমার বাগান-বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন? যুবক ইঙ্গিতে বলিল, "আমি পথিক, তোমার বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছি।" রাজকুমারী এই কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এইরূপে সকলেই তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; যুবকও তাহাদের কথায় ইঙ্গিতে উত্তর দিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—এমন সুন্দর যুবা পুরুষকে ভগবান্ পাগল করিয়াছেন, আমি ইতিপূর্ব্বে অনেক রাজপুত্রকে দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুন্দর পুরুষ কখনও দেখি নাই; যাই হোক্

ইহাকে এখন গুপ্তভাবে রাখা আবশ্যক। এই বলিয়া তিনি তাঁহার প্রধানা সহচরীকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ দিয়া রাজভবনে চলিয়া গেলেন।

রাজকুমারীর প্রধানা সহচরী যুবরাজের রূপসাগরে মুগ্ধ হইয়া গোপনে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন, যুবরাজ তাহার সঙ্গে গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। একদিন যুবরাজ সহচরীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন সখি! তোমরা রাজকুমারীর গুপ্ত-রহস্যের কথা কিছু জান?

সহচরী বলিল, রাজকুমারীর প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা সঠিক কিছুই জানি না, তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি—মিশরদেশ হইতে এক যুবক আসিয়া রাজকুমারীকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি সেই মত প্রশ্ন করিয়া থাকেন। যুবক এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, যখন মিশরদেশীয় যুবকের প্রশ্ন অনুযায়ী রাজকুমারী প্রশ্ন করেন, তখন মিশরদেশে যাইলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি সহচরীকে বলিলেন, তুমি যদি আমাকে রাজকুমারীর প্রশ্নের বিবরণ বলিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি। এই বলিয়া তিনি সেই দিনকার মত তথায় বিশ্রাম লইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সহচরী রাজকুমারীকে বলিল, সখি! তুমি এই যুবরাজকে বিবাহ কর না কেন?

রাজকুমারী বলিল, না সখি, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে, আমার প্রশ্নের যে যত দিন উত্তর প্রদান করিতে না পারিবে—আমি ততদিন তাহাকে বিবাহ করিতে পারিব না।

সহচরী বলিল, তোমার এমন কি প্রশ্ন সই! যে, এত দিন পর্য্যন্ত কোন রাজকুমার তাহার উত্তর করিতে পারিলেন না? কেহ যে পারিবে বলিয়া মনেও হয় না।

রাজকুমারী বলিল, না সখি! আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহ

পারিবে না। তবে যদি কেহ মিশর দেশে যাইয়া মিশরকুমারীর গুপ্ত-রহস্য জানিতে পারেন, তবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন।

এই বলিয়া তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাহার সহচরী আসিয়া যুবরাজকে তাহার সহিত বিবাহের প্রতিজ্ঞা করাইয়া সকল কথাই বলিয়া দিল। যুবক তখন বলিলেন, আমি অদ্যই মিশরদেশে যাইতেছি এবং সেখান হইতে আসিয়া অগ্রে তোমাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী যাইব।

এই বলিয়া তিনি তথা হইতে বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে আসিয়া পিতাকে বিশেষ ভাবে সান্ত্বনা করিয়া মিশর দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুদূর যাইতে যাইতে দেখিলেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সমুদ্র। তিনি তথায় দাঁড়াইয়া কিরূপে সমুদ্র পার হইবেন ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তিনি তখন কোন উপায় না দেখিয়া এক বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিলেন।

সেই বনে এক ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী বাস করিত। সে দিন ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীকে বলিতেছে,—এই যে যুবক দেখিতেছ; ইনি একজন রাজপুত্র। ইহার তিন ভাইকে এক রাজকুমারী প্রশ্নে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের মারিয়া ফেলিয়াছে। ইনি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া তাহাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

ব্যাঙ্গমা বলিল, যখন উহার তিন ভাই প্রশ্নে পরাস্ত হইয়াছেন, তখন উনি কিরূপে প্রশ্নের উত্তর দিবেন এবং কি জন্যই বা ইনি এখানে আসিয়াছেন।

ব্যাঙ্গমা বলিল, উনি মিশর দেশে যাইতেছেন। এই পর্য্যন্ত আসিয়া রাস্তা না পাওয়ায় এইস্থানে অবস্থান করিতেছেন।

ব্যাঙ্গমা বলিল, তাহা হইলে কিরূপে উনি তথায় যাইবেন?

ব্যাঙ্গমী বলিল, উনি আমাদের সাহায্য পাইলে তথায় যাইতে পারিবেন

এবং তথায় যাইয়া এক বণিকপুত্রের সহিত আলাপ করিলে তিনি মিশর-কুমারীর গুপ্ত রহস্তের অনুসন্ধান জানিতে পারিবেন।

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী এইরূপ কথা বলাবলি করিতেছে, রাজপুত্র তাহা শুনিতে পাইলেন। ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া গেল; ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী বাসা হইতে উড়িয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে যুবরাজ বৃক্ষ হইতে নামিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি রকম করিয়া সেই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর সাহায্য পাইতে পারিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন এক অজগর সাপ আসিয়া সেই বৃক্ষের উপর উঠিল এবং ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর শিশুগুলিকে খাইবার জন্য উদ্যত হইল; ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর শিশুগুলি তখন প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। যুবরাজ নীচে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সাপকে হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শিশুগুলিকে খাইতে দিলেন; তাহারা খাইয়া ঘুমাইতে লাগিল। যুবক তখন সেই গাছের নিকট হইতে দূরে অন্য এক বৃক্ষের তলায় রহিলেন, এমন সময় ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী আসিয়া তাহাদের বাসায় যাইয়া দেখিল শিশুগুলি ঘুমাইতেছে। তাহারা যাইয়া শিশুগুলিকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা এমন অসময়ে ঘুমাইতেছ কেন? শিশুগুলি তখন তাহাদের বিপদের কথা প্রকাশ করিল। ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী সন্তুষ্ট হইয়া যুবককে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিল, হে যুবরাজ! আর তোমার ভয় নাই। আমি তোমাকে মিশরদেশে রাখিয়া আসিব, যুবরাজ তখন তাহার ঐ কথা শুনিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। ব্যাঙ্গমা যুবরাজকে বলিল, যুবরাজ! অদ্য হইতে তুমি শিকারে প্রবৃত্ত হও, প্রতিদিন রাত্রিতে এইস্থানে যথেষ্ট পরিমাণে হরিণ আসিয়া খেলা করে, তুমি আমাদের জন্য এমন শিকার করিও যাহাতে

আমি তোমাকে লইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে আহার চাহিবামাত্র পাইতে পারি।

যুবরাজ সেইদিন হইতে শিকারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দুই এক দিনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শিকার করিলেন।

ব্যাঙ্গমা ও ব্যাঙ্গমী।

একদিন প্রভাতে ব্যাঙ্গমা যুবরাজকে পৃষ্ঠে লইয়া মিশরদেশে যাত্রা করিল, দুইদিন ক্রমাগত যাইয়া তাহারা মিশরের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। পাখী রাজপুত্রকে নামাইয়া দিয়া বলিল, যুবরাজ! তোমার

কার্য্য সিদ্ধ হইলে তুমি এইখানে আসিয়া—আমি যে দুইটী পালক দিতেছি তাহার একটি আগুনে নিক্ষেপ করিবে, তাহা হইলে আমি আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব। আর এই মুক্তাটী তোমাকে দিতেছি গ্রহণ কর, ইহার দাম অমূল্য। এই বলিয়া পাখী তথা হইতে চলিয়া গেল।

যুবরাজ রাজপথে উঠিয়া সেই বণিকপুত্রের অন্বেষণে চলিতে লাগিলেন। নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই বণিকের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। বণিকপুত্রও রাজকুমারকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর দু'জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া গেল। দু'জনে খুব ভাব—এক সঙ্গে আহারাদি করেন, এক সঙ্গে বেড়াইতে যান। এইরূপে কিছুদিনের মধ্যে তাঁহাদের দু'জনের মধ্যে খুব সদ্ভাব জন্মিয়া গেল।

একদিন রাজকুমার তাঁহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ধু! আমি পথিমধ্যে আসিতে আসিতে একটী লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম তোমাদের দেশের রাজকুমারীর কি এক গুপ্ত-রহস্য আছে?

এই কথা শুনিবামাত্র বণিকপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নানারূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং আরও বলিলেন, আপনার সঙ্গে যদি আমার বন্ধুত্ব না হইত, তাহা হইলে আজ আপনার শিরচ্ছেদ করিতাম।

রাজপুত্র বলিলেন, বন্ধু! আমি এমন কি অপরাধ করিলাম, যাহাতে আমার জীবন নাশ হইতে পারে?

বণিকপুত্র বলিলেন, আমাদের দেশের রাজার নিয়ম এইরূপ—যদি কেহ রাজকুমারীর গুপ্ত রহস্যের কথা মুখে উচ্চারণ করে তখনই তাহার মস্তক ছেদন করা হইবে।

রাজপুত্র বলিলেন, তোমাদের দেশের যদি এইরূপ প্রথা হয়, তাহা হইলে অগ্রে আমাকে সেই রহস্যটী ব্যক্ত করিয়া আমার প্রাণদণ্ড কর।

বণিকপুত্র বলিলেন, আপনার যদি একান্তই জানিবার ইচ্ছা থাকে, তবে

আমি আমাদের দেশের রাজার সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিব, তিনি আপনাকে এ বিষয় বলিতে পারেন, এইরূপ কথাবার্ত্তার পর দু'জনে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

দুই এক দিন গত হইলে রাজপুত্র বণিকপুত্রকে বলিলেন, "কৈ ভাই! তুমি আমাকে রাজার নিকট লইয়া যাইলে না?" বণিকপুত্র বলিল, ২।১ দিন অপেক্ষা করুন, আমি লইয়া যাইব। এইরূপে ৪।৫ দিন কাটিয়া গেল। একদিন বণিকপুত্র রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া রাজসদনে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহাদিগকে দেখিবামাত্র সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রাজকুমারের অসাধারণ পরিচয় পাইয়া রাজা তাহাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন। রাজকুমার তখন পকেট হইতে একটী মুক্তা বাহির করিয়া রাজাকে ভেটস্বরূপ প্রদান করিলেন। রাজা সেই বহুমূল্য মুক্তাটী পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং মুক্তাটী তিনি কোথায় পাইয়াছেন তাহাই জানিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

তখন যুবরাজ বলিলেন, আমি এই মুক্তার ব্যবসা করিয়া থাকি। এইরূপ মুক্তা আমার নিকট অনেকগুলি ছিল, আমি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সমস্তগুলি নষ্ট করিয়াছি।

মহারাজ এই কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং যুবরাজকে তাহার নিকট নির্ভয়ে থাকিবার জন্য বলিলেন। যুবরাজ তাহাতে সম্মত হইলেন।

কিছুদিন থাকিবার পর যুবরাজ একদিন মহারাজকে সেই রাজকুমারীর গুপ্ত রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহারাজ এই কথা শুনিবামাত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুবরাজের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন যে, আশ্রিতের প্রাণদণ্ড সামান্য অপরাধে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে; এই ভাবিয়া মহারাজ যুবরাজকে বলিলেন, তোমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে কে বলিল?

যুবরাজ বলিলেন, আমি আপনার নিকট আসিবার সময় একটী লোকের মুখে এই কথা শুনিয়া আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিয়াছি।

মহারাজ বলিলেন, আমার দেশে এইরূপ নিয়ম, যদি কেহ এই কথা মুখ হইতে উচ্চারণ করে, তখনি তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছে বলিয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, পুনশ্চ তুমি এ বিষয়ে সাবধান থাকিবে।

যুবরাজ বলিলেন, আপনার দেশে যদি এরূপ নিয়ম হয়, তাহা হইলে আমার জন্য আপনার নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন কেন? অগ্রে আপনি আমাকে সেই রহস্যের কথাটী বলিয়া আমার প্রাণদণ্ড করুন।

মহারাজ বলিলেন, ভাল—ভাল, তোমার জীবন দিয়াও যদি তাহা শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাকে তাহাই শ্রবণ করাইতেছি; কিন্তু তোমার যদি জীবন যায়, তাহা হইলে তোমার শুনিয়া ফল কি হইবে?,

যুবরাজ বলিলেন, আমি প্রশ্ন জানিবার জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। ইহাতে যদি আমার জীবন যায় তাহাতে আমি দুঃখিত নহি।

মহারাজ তখন এই গুপ্ত-রহস্যের কথা বলিতে স্বীকৃত হইয়া যুবরাজকে অন্দরে এক নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গেলেন এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, এই যে পালঙ্কোপরি জীর্ণ শীর্ণ স্ত্রীলোকটি দেখিতেছ, উনি আমার স্ত্রী। উনি দৈত্য কর্ত্তৃক ভ্রষ্টা হন। একদিন আমি অন্দরে আসিয়া দেখি তিনজন দৈত্য আমার গৃহে রহিয়াছে, আমি আসিবামাত্র একজন পলাইয়া যায়, একজন হত হয়, আর একজন ঐ কোণে মৃতবৎ অবস্থায় শৃঙ্খলাবদ্ধ। আমি ইহাদিগকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়াছি। এই কথা বলা শেষ হইবামাত্র মহারাজ বলিলেন, প্রস্তুত হও, এখনি তোমার প্রাণদণ্ড করিব।

যুবরাজ বলিলেন "মহারাজ! পূর্ব্বকথা স্মরণ করুন, আপনি পূর্ব্বেই

প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, যতদিন আমি আপনার রাজ্যে বাস করিব, ততদিন আপনার অনুগ্রহে নির্ভয়ে সমস্ত কার্য্য করিতে পারিব।"

মিশরাধিপতি তখন আর কোন কথার উত্তর না দিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং পরক্ষণেই আবার আসিয়া বলিলেন, তোমায় যাহা বলিলাম, এ কথা যেন পৃথিবীর কেহ শুনিতে না পায়।

যুবরাজ কোন কথার উত্তর দিলেন না। কিছুদিন তথায় থাকিয়া একদিন বলিলেন, মহারাজ! আমি বহুদিবস হইল আপনার নিকট আসিয়াছি, এক্ষণে বিদায় দিন, কিছুদিনের জন্য আমি স্বদেশে যাইব।

মহারাজ প্রথমে স্বীকার করিলেন না, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, আচ্ছা, যাইতে পার, কিন্তু খুব শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।

যুবরাজ মহারাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই সমুদ্রতীরে আসিলেন এবং অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া সেই বেঙ্গমাপ্রদত্ত পালক একটী আগুনে নিক্ষেপ করিলেন। ব্যাঙ্গমা তখনি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজকুমারকে পিঠে লইয়া সেই সমুদ্র পার হইয়াবনমধ্যে আসিয়া পৌছিল। রাজকুমার তখন ব্যাঙ্গমাকে বিদায় দিয়া সেই কর্ণাটদেশে উপস্থিত হইলেন।

রাজবাড়ী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন দরজার সম্মুখেই একটী সাঙ্কেতিক ঘণ্টা ঝুলিতেছে। যুবরাজ তখন সেই ঘণ্টাটী বাজাইলেন, অমনি রাজকুমারীর একজন পরিচারিকা আসিয়া রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া অন্দরে গেল, রাজকুমার তথায় যাইয়া উপবেশন করিলে রাজকুমারী তাঁহার সেই মিশরকুমারীর গুপ্ত-রহস্যের প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজকুমার বলিলেন, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব কিন্তু সমস্ত দেশের রাজগণকে নিমন্ত্রণ কর।

রাজকুমারী তাহাতে সম্মত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সমস্ত রাজ-গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

যথাসময়ে সমস্ত রাজন্যবর্গ সভায় আসিয়া যোগদান করিলেন, রাজকুমারী তখন তাঁহার সেই অলৌকিক প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিলেন।
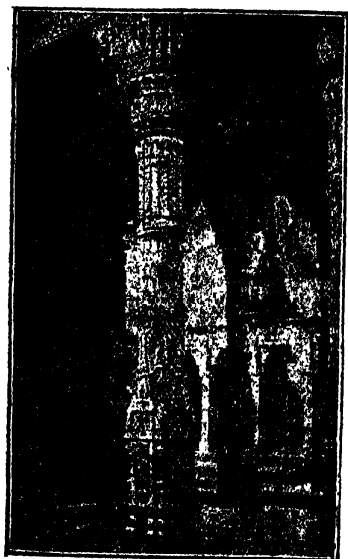
রাজকুমার তখন সেই মিশরকুমারীর গুপ্ত-রহস্যের কথা একে একে বলিতে লাগিলেন এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ সেই রাজকুমারীর পালঙ্কের নীচ হইতে এক দৈত্যকে বাহির করিয়া বলিলেন, রাজকুমারী, এই দৈত্যই তোমার প্রশ্নের মূল— উহার অলৌকিক ক্ষমতা-বলে তুমি অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া অনর্থক অনেক লোকের জীবন নষ্ট করিয়াছ, আমি তোমার সমস্ত চাতুরীই বুঝিতে পারিয়াছি। "রাজকুমারী তখন প্রশ্নে পরাস্ত হইয়া করযোড়ে অপরাধ মার্জ্জনা চাহিলেন।

রাজকুমার বলিলেন, তোমার জন্য যখন আমার জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা জীবন দিয়াছেন এবং আর সমস্ত রাজকুমারদেরও জীবন গিয়াছে, তখন তোমার এরূপ কলুষিত জীবন রাখিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তিনি সভা মধ্যে তখনই তরবারির আঘাতে রাজকুমারীর মানব-লীলা শেষ করিলেন এবং রাজকুমারীর প্রধান সহচরীকে বিবাহ করিয়া পিতৃসদনে উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী।

এক দেশে এক ব্রাহ্মণ ও এক ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে লোকের বাড়ী পূজা অর্চ্চনা করিয়া কোনরূপে একদিন, এক সন্ধ্যা আহার করিয়া দিনযাপন করিতেন। একদিন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিল, হাঁগা, রাজার বাড়ীতে আজ 'দান-সাগর' শ্রাদ্ধ হইতেছে, কত দেশ বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া দান লইয়া যাইতেছে; আর তুমি দেশের লোক তুমি কিছু পাবে না? ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলিলেন, দেখ ব্রাহ্মণি! আমি লোকের খোসামোদ করিতে পারি না, খোসামদে আমার কেমন প্রবৃত্তি হয় না; তবে যখন বারবার বলিতেছ, তখন না হয় একবার যাই! এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে রওনা হইলেন।

ব্রাহ্মণ রাজবাড়ী যে কিরূপ এবং কোন্‌দিক দিয়া যাইতে হয় তাহা জানিতেন না। লোকমুখেই যা রাজবাড়ীর নাম শুনিয়াছিলেন এইমাত্র। কাজেই তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, রাস্তাটী এক পাহাড়ের পাশ দিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ মনে মনে করিলেন, বোধ হয় এইটাকেই রাজবাড়ী বলে, কিন্তু কৈ, লোকজন ত দেখিতে পাইতেছি না। ব্রাহ্মণী বলিয়াছে, সেখানে অনেক লোকজন আসিয়াছে, কিন্তু এখানে ত কাহাকেও দেখিতে

পাইতেছি না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই পাহাড়টী অতিক্রম করিয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন।

. কিছুদূর যাইয়া সম্মুখে আর একটী পাহাড় দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং চলিতে পারিতেছিলেন না। কোন রকমে সেই পাহাড়টীর নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, পাহাড়ের গায়ে একটী মস্ত বাড়ী রহিয়াছে। বাড়ীর চারিদিকে বারান্দা, সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড ফটক। ব্রাহ্মণ সেই বাড়ীটী দেখিয়াই মনে করিলেন, বোধ হয় এইটিই রাজবাড়ী ; কিন্তু ব্রাহ্মণী বলিয়াছিল যে, সেখানে অনেক লোকজন আসিয়াছে, কত হাতী, ঘোড়া, উট আসিয়াছে, কিন্তু কৈ এখানে তা'ত কিছুই দেখিতেছি না।

তখন ব্রাহ্মণ হতাশ হইয়া সেই বাড়ীর একদিকের বারন্দার নীচে বসিয়া পড়িলেন এবং সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক রাক্ষসী একটী স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া সে বাড়ীর ফটকের কাছে আসিয়া ব্রাহ্মণকে অতিশয় বিনীত ও নম্রভাবে বলিল, আপনি আসিয়াছেন ? আমি আপনার জন্য আজ বার বৎসরকাল পথপানে চাহিয়া রহিয়াছি, আপনি আমাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, আজ যে দাসীকে মনে পড়িয়াছে ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।

ব্রাহ্মণ মনে মনে করিলেন, তাইত, এ আবার কি ! স্ত্রীলোকটী বলিল, 'আজ বার বৎসর আপনার পথ চাহিয়া রহিয়াছি, ইহার মানে কি ? এইরূপ মনে মনে ভাবিতেছেন, তখন, স্ত্রীলোকটী মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, আপনি কি আমাকে অবিশ্বাসিনী মনে করিতেছেন ? আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর আজ বার বৎসর দেখা দিলেন না। সেই বিবাহ রাত্রিতেই যা আপনার সহিত আলাপ।'

তখন ব্রাহ্মণ মনে মনে করিলেন, স্ত্রীলোকটী যাহা বলিতেছে, তাহা কি

সত্য ? আর সত্য না হ'লেই বা আমাকে স্বামী বলিল কেন ? আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ, আমাদের এরূপ অজ্ঞাত বিবাহ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। হয় ত বাবা ছেলেবেলায় টাকার লোভে ইহার সহিত বিবাহ দিয়া থাকিবেন।

এরূপ আলাপ পরিচয়ের পর ব্রাহ্মণ তাহার অসীম রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হওত তাহার অনুগামী হইয়া পরমসুখে তথায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তাই ত ব্রাহ্মণ গেল কোথায় ? আজ প্রায় এক মাস হইল, রাজবাড়ীর কাজ কর্ম্ম মিটিয়া গিয়াছে। যত লোক আসিয়াছিল সকলেই বিদায় পাইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল ; কিন্তু ব্রাহ্মণ এখনও আসিল না কেন ? পাড়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যাহারা রাজবাড়ীতে দান লইতে গিয়াছিল, তাহারা ত সবাই ফিরিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু ব্রাহ্মণ আজও ফিরিল না কেন ?

এইরূপ ভাবনান্তে পাড়ার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁগা, আমাদের ব্রাহ্মণকে রাজবাড়ীতে দেখিয়াছেন ? সকলেই বলিল কৈ, দেখি নাই।

ব্রাহ্মণী কি করিবে, কোনরূপে পাড়াপ্রতিবাসীর কাছে ভিক্ষা-শিক্ষা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ নূতন বধূর আলাপ ও আচরণে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তাহার বাড়ী বলিয়া একেবারে মনে নাই, একদিন নববধূর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে হঠাৎ ব্রাহ্মণীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তখনি ব্রাহ্মণ তাহার নিকট ব্রাহ্মণীর কথা ব্যক্ত করিলেন।

নূতন বধূ ব্রাহ্মণীকে বলিল,—তুমি বাড়ী যাইয়া দিদিকে এখানে লইয়া আইস। তিনি আসিলে আমরা দু'জনে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিব। ব্রাহ্মণ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া কিছু ধন রত্ন, কাপড় চোপড় লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ সেই যে রাজবাড়ী যাই বলিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন তদবধি ব্রাহ্মণী

আর ভাল করিয়া আহারাদি করেন না, ব্রাহ্মণের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া পাগলের ন্যায় হইয়াছেন। সেদিন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া ব্রাহ্মণের সেবায় রত হইলেন।

কিন্তু তাহ'লে কি হইবে! ব্রাহ্মণ কি আর সে ব্রাহ্মণ আছে? তিনি আসিয়াই ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, তোমাকে এখনি আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। এখানে এত কষ্ট করিয়া থাকিবার দরকার কি? সেখানে আমার রাজার মত ঐশ্বর্য্য ছেড়ে আমি যে তোমাকে নিয়ে এখানে থাকিব তাহা আমি পারিব না। তোমার যদি যাইতে ইচ্ছা হয়, তবে আমার সঙ্গে চল, আর না হয় এখানে থাক। আমি তোমাকে নিয়ে যাইতেই আসিয়াছি, নচেৎ আসিতাম না; তাহার বিশেষ অনুরোধ যে, তুমি আমার সঙ্গে যাও।

ব্রাহ্মণী প্রথমে ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া ভাল বুঝিতে পারিল না, সেজন্য জিজ্ঞাসা করিল—হাঁগা! সে কে গা? কার কাছে আমায় নিয়ে যাবে? আমি ত কখনও তা'কে দেখি নাই, আমি তার বাড়ী যাব কেন?

ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া রাগান্বিত স্বরে বলিলেন—না যাও, এখানে থাক। সেখানেও আমার স্ত্রী আছে, আমি বহুদিন পূর্ব্বে তাকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। তাহার অনেক সম্পত্তি। আমি সেখানে না থাকিলে কিরূপে চলিবে?

ব্রাহ্মণী তখন মনে মনে ভাবিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বোধ হয় ইনি কোন মায়াবিনীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু ইহাকে একেলা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। আমি সঙ্গে থাকিলে বোধ হয় কোন উপকারে আসিতে পারিব। এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আচ্ছা আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে লইয়া বরাবর যাইতে

লাগিলেন। ক্রমে একটী দুইটী পাহাড় পার হইয়া সেই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ রাক্ষসীর বাড়ীতে আসিয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণীর মনে ক্রমে সন্দেহ হইতে লাগিল, তাহা আর কিছুতেই গেল না।

কিছুদিন গত হইলে দুইজনকারই দুইটী পুত্র সন্তান হইল। ব্রাহ্মণীর ছেলেটী বড়, তাহার নাম দুধকুমার। আর রাক্ষসীর ছেলেটী ছোট, তাহার নাম নবকুমার। দুইজনে খুব ভাব, একসঙ্গে খেলা করে, একসঙ্গে বেড়ায়, একসঙ্গে স্কুলে যায়, একসঙ্গে খায়। ইহাদের দু'জনে এত ভাব যে, কেহ কাহাকে না দেখিলে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না।

একদিন ব্রাহ্মণ একটী হরিণ শিকার করিয়া আনিলেন। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি হরিণটি কাটিয়া নবকুমারের মাকে রান্ধিতে দিল। সে সেই মাংস দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কাঁচা মাংস অর্দ্ধেক খাইয়া ফেলিল এবং অবশিষ্ট মাংস রান্ধিয়া সকলকে খাইতে দিল।

পরদিন ব্রাহ্মণ পুনরায় হরিণ শিকার করিতে যাইয়া একটি নধরকান্তি হরিণ শিকার করিয়া আনিলেন। হরিণটী দেখিয়া সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইল। ব্রাহ্মণী সেদিনও হরিণটী কাটিয়া নবকুমারের মাকে রান্ধিতে দিল। সে সেদিনও মাংসের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কাঁচা মাংস এত বেশী পরিমাণে খাইয়া ফেলিল যে, রন্ধন করিয়া কাহাকেও খাইতে কুলাইল না।

ব্রাহ্মণী সেদিন দৈবক্রমে বলিয়া ফেলিল, তাই ত দিদি! এত বড় হরিণটা শিকার করিয়া আনিলেন কিন্তু আমাদের এই কয়েকজনের খাইতে কুলাইল না?

এই কথা শুনিয়া রাক্ষসী মনে মনে করিল, তবে বোধ হয় ইহারা সমস্ত দেখিয়াছে; যাহা হউক, আর রাখা হইবে না। এই ভাবিয়া বলিল,

তবে কি আমি কাঁচা মাংস খাইয়াছি? আচ্ছা থাক, তোমায় এর প্রতিফল দিব।

ব্রাহ্মণী তখন মনে মনে করিল, তবে আর আমাদের রক্ষা নাই, কিন্তু ছেলেটার উপায় কি হবে? রাক্ষসী আমাদের খাইয়াই ত ছেলেটাকেও খাইয়া ফেলিবে। যাহা হউক ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নবকুমার ও দুধকুমার।

একদিন প্রাতঃকালে দুধকুমার যখন স্কুলে যাইবে, তখন ব্রাহ্মণী একটা

বাটিতে করিয়া এক বাটী দুধ সঙ্গে দিল এবং বলিল, দেখ বাবা! আজ তোমাকে এই দুধের বাটি দিলাম, এই বাটির দুধ যখন দেখিবে লালবর্ণ হইয়াছে, তখন জানিবে যে, তোমার বড় মা আমাকে খাইয়া ফেলিয়াছে, আর যখন দেখিবে দুধের বর্ণ নীল হইয়াছে, তখন জানিবে তোমার পিতাকেও খাইয়া ফেলিয়াছে। তুমি তখনি তোমার পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া এদেশ হইতে পলাইয়া যাইবে। দুধকুমার মায়ের কথামত দুধের বাটি সঙ্গে লইয়া স্কুলে গেল।

স্কুলে যাইয়া দুধকুমারের আর পড়ার দিকে মন নাই, কেবলই সেই বাটীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় দেখিল যে, বাটির দুধ হঠাৎ লালবর্ণ হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই দেখিল যে, আবার নীলবর্ণ হইয়া উঠিল।

বালক তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। দুধকুমারের কান্না দেখিয়া নবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, দাদা! তুমি কাঁদিতেছ কেন? দুধকুমার বলিল, ভাই! বড় মা আমার মাকে ও বাবাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। আমিও অধিকক্ষণ এখানে থাকিলে আমাকেও খাইয়া ফেলিবে। এই বলিয়া দুধকুমার যেমন পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবে অমনি নবকুমারও বলিয়া উঠিল, দাদা! আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। তা না হইলে রাক্ষসী আমাকেও খাইয়া ফেলিবে। এই বলিয়া নবকুমারের ঘোড়ার পিছু পিছু ঘোড়ায় চড়িয়া দৌড়িতে লাগিল।

রাক্ষসী দুধকুমারের পিতামাতাকে খাইয়া তাহাকে খাইবার জন্য আসিয়া দেখিল তাহারা পলাইতেছে। তখন রাক্ষসীও তাহাদের পিছু পিছু ছুটিয়া যাইয়া যেমন দুধকুমারকে ধরিতে যাইবে, অমনি নবকুমারের হাতে যে সুতীক্ষ্ণ তরবারি ছিল তাহার দ্বারা রাক্ষসীকে কাটিয়া ফেলিল, রাক্ষসী পাহাড়ের মত সেইখানে পড়িয়া রহিল।

তখন দুইজনে বরাবর যাইতে লাগিল। যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন সম্মুখে এক চাষার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রি যখন দশটা বাজিয়াছে, তখন শুনিল বাড়ীর সকলেই কাঁদিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য নবকুমারের বড়ই ইচ্ছা হইল। সে তখন গৃহস্বামীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মহাশয়! আপনাদের কি হইয়াছে?

গৃহস্বামী বলিল—মহাশয়! আমাদের দেশে এক রাক্ষসী আসিয়াছে, সে আসিয়া অনেক লোককে খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে কেহ দমন করিতে না পারিয়া অবশেষে আমাদের দেশের রাজা এইরূপ হুকুম দিয়াছেন যে, প্রতিদিন তাহাকে একটী করিয়া মানুষ খাইতে দিবেন। আজ আমাদের পালা। তাই এই কান্নার রোল শুনিতেছেন।

নবকুমার গৃহস্বামীর এই কথা শুনিয়া তাহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। সে গৃহস্বামীকে বলিল,—মহাশয়! আজ আপনাদের কাহাকেও যাইতে হইবে না, আমরা যাইতেছি। গৃহস্বামী তাঁহার কথা শুনিয়া বলিল—আপনারা যখন আমার বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমি আপনাদের সেখানে পাঠাইয়া পাপে লিপ্ত হইতে পারিব না। আমাকে যদি নিজেও যাইতে হয়, সেও ভাল; তথাপি আপনাদের যাইতে দিতে পারিব না।

নবকুমার গৃহস্বামীকে বলিল—আমরা পর উপকার করিব বলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছি, অতএব আপনি যদি আমাদের এই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করান, তাহা হইলে তাহার পাপ আপনাকে ভোগ করিতে হইবে; তাই বলিতেছি, এখন কোথায় যাইতে হইবে আমাদিকে বলুন, আমরা দুই ভায়ে সেইখানে যাইতেছি।

গৃহস্বামী কি করেন, অগত্যা নবকুমারের কথায় রাজী হইলেন এবং নিজে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া একটি পুরাতন মন্দিরের মধ্যে লইয়া গেলেন।

নবকুমার ও দুধকুমার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মন্দিরের একধারে একটি বিছানা রহিয়াছে, আর একপাশে একটি বাতি জ্বলিতেছে। তাহারা যাইয়া প্রথমে সেই বিছানার উপরে বসিল এবং গৃহস্বামীকে বিদায় দিল। কিছুক্ষণ পরে নবকুমার দুধকুমারকে বলিল,—দাদা! তুমি একটু ঘুমাও, আমি পাহারা দিতেছি। পরে আমি ঘুমাইব, তুমি পাহারা দিবে। দুধকুমার তাহাতে রাজী হইয়া প্রথমে ঘুমাইতে লাগিল।

রাত্রি যখন দুপুর হইয়াছে এমন সময় সেই রাক্ষসী আসিয়া সেই মন্দিরের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিল—

হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ, আমার ঘরে কে রে?

নবকুমার বলিল,—

আমার নাম নবকুমার ঘরে ফিরে যা রে।

রাক্ষসী জানিত যে, নবকুমার রাক্ষসীর গর্ভজাত সন্তান কিন্তু নবকুমার এখানে আসিল কেন? আমার সঙ্গে কি রাজা প্রতারণা করিয়াছে? এই ভাবিতে ভাবিতে রাক্ষসী চলিয়া গেল।

দুধকুমার তখন ঘুমাইতেছিল, সে রাক্ষসীর বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না।

আবার রাত্রি যখন আড়াই প্রহর হইয়াছে, এমন সময় সেই রাক্ষসী আসিয়া বলিল—

হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ আমার ঘরে কে রে?

নবকুমার বলিল,—

আমার নাম নবকুমার ঘরে ফিরে যা রে।

তখনও রাক্ষসী চলিয়া গেল, নবকুমার তখন দুধকুমারকে ডাকিয়া বলিল, দাদা! তুমি অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছ, এবার তুমি একবার পাহারা দাও, আমি একটু ঘুমাই। কিন্তু সাবধান—যেন ভুল করিও না, রাক্ষসী দুইবার

আসিয়াছিল, আমি দুইবারই তাড়াইয়াছি। পুনরায় রাক্ষসী যখন আসিয়া বলিবে,—

"হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ, আমার ঘরে কে রে?"

তুমি তখনি বলিবে,—

"আমার নাম নবকুমার ঘরে ফিরে যা রে।"

তাহা হইলে রাক্ষসী চলিয়া যাইবে, এই বলিয়া নবকুমার ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন আবার রাক্ষসী আসিয়া বলিল,—

"হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ, আমার ঘরে কে রে?"

দুধকুমার নবকুমারের নাম বলিতে ভুলিয়া গিয়া বলিল,—

"আমার নাম দুধকুমার ঘরে ফিরে যা রে।"

এই কথা যেমন শুনিল, অমনি রাক্ষসী ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া দুধকুমারকে আক্রমণ করিল। নবকুমার ঘুমাইয়া ছিল, দরজা ভাঙ্গার শব্দ শুনিয়া উঠিয়া দেখিল, রাক্ষসী ঘরের ভিতর আসিয়া দুধকুমারকে আক্রমণ করিয়াছে, অমনি তাহার হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা তাহাকে কাটিয়া ফেলিল। রাক্ষসী তখন বিকট শব্দ করিয়া ধরাতলে লুটিয়া পড়িল।

তাহার সেই বিকট শব্দে পাড়ার লোকেরা উঠিয়া পড়িল, কিন্তু রাক্ষসীর ভয়ে কেহ বাড়ীর বাহির হইতে পারিল না, তখন নবকুমার দুধকুমারকে বলিল, দাদা! এখন আমরা সেই চাষার বাড়ী যাই চল। এই বলিয়া তাহারা চাষার বাড়ী অভিমুখে চলিতে লাগিল।

কিছুদূরে যাইয়া তাহারা চাষার বাড়ী উপস্থিত হইল। চাষা তাহাদের দু'জনকে দেখিয়া মনে করিল যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আজ রাক্ষসী সকলকেই খাইয়া ফেলিবে। এখন উপায় কি? চাষা এইরূপ ভাবিতেছে দেখিয়া নবকুমার বলিল, আপনি কি ভাবিতেছেন?

গৃহস্বামী বলিল, না কিছু ভাবি নাই। আপনারা কি রাত্রিতে মন্দিরে ছিলেন না?

নবকুমার বলিল, সেখানে থাকিব না কেন? আমরা রাক্ষসীকে মারিয়া ফেলিয়াছি।

গৃহস্বামী প্রথমে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। পরে সে নবকুমারের সঙ্গে যাইয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান হইলে সে নবকুমারকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

সকাল হইতে না হইতেই এই সংবাদ রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িল। চাষা তখনই যাইয়া রাজবাড়ীতে সংবাদ দিল, রাজা সংবাদ পাইবামাত্র নিজে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনিও অবাক্ হইয়া রহিলেন।

তখন তিনি নবকুমার ও দুধকুমারকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। পূর্ব্বেই রাজা হুকুম দিয়াছিলেন, এই রাক্ষসীকে যে মারিতে পারিবে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন এবং অর্দ্ধেক রাজত্ব যৌতুক স্বরূপ দান করিবেন। তাই আজ শুভদিনে রাজকুমারীর সহিত নব-কুমারের গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ হইয়া গেল।

সেই রাজবাড়ীতে রাক্ষসীর সম্পর্কীয় এক মাসী ছিল, সে অনেকদিন হইতেই রাজবাড়ীতে ঝি সাজিয়া কাজকর্ম্ম করিত। সে দুধকুমারকে দেখিয়া মনে মনে করিল, এর জন্যই যখন আমার বোন্‌ঝির জীবন গিয়াছে। তখন ইহাকে এ বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া পরে খাইয়া ফেলিবে।

কিছুদিন পরে একদিন সেই ঝি আসিয়া রাজকুমারীকে বলিল, দিদিমণি! .আমি তোমার কাজ করিতে পারিব না। আমরা গরীব মানুষ—কাজ করিতে আসিয়াছি, তা ব'লে ইজ্জৎ নষ্ট করিব কেন?

রাজকুমারী বলিল, তোমাকে কে কি বলিয়াছে আমাকে বল ? আমি আজই তাহাকে এ বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিব।

ঝি বলিল, জামাই বাবুর ভাই আমাকে দেখ্‌লেই ঠাট্টা করেন।

রাজকুমারী তখন কি করেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যাই হোক্ তাহাকে তাড়াইয়া দিবেন। কাজেই এই সমুদয় কথা নবকুমারের কাছে গিয়া বলিলেন, নবকুমার এখন কি আর সে নবকুমার আছেন, তিনি বিলাসভোগে মত্ত হইরা সব ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এই কথা শুনিয়া রাজকুমারীর কথাই মঞ্জুর করিলেন।

দুধকুমার যখন শুনিলেন, তাহাকে তাড়াইয়া দিবার কথা হইয়াছে এবং নবকুমার শুনিয়া তাহার কোন প্রতিবাদ করে নাই, তখন তিনি রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন।

কিছুদূর যাইবার পর এক জায়গায় যাইয়া দেখিলেন, একটী প্রকাণ্ড রাজবাড়ী, কিন্তু বাড়ীতে লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি বরাবর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এঘর-ওঘর দেখিতে দেখিতে একটী ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক রাজকুমারী ঘুমে অচেতন অবস্থায় শুইয়া রহিয়াছে। তিনি প্রথমে তাহাকে ডাকিতে সাহস করিলেন না। তাহার সেই অসামান্য রূপরাশি একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দেখিবার পর ক্রমে তাহার পালঙ্কের উপর যাইয়া বসিলেন এবং রাজকুমারীর মাথায় একটী অপরূপ সোণার ফুল ছিল, তিনি কৌতুহল বশতঃ সেই ফুলটী মাথা হইতে যেমন্ তুলিয়া লইলেন, অমনি রাজকুমারীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া দেখিলেন যে, এক রাজপুত্র তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে।

তিনি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, এবং কি প্রকারে এখানে আসিলেন ? আপনি এখনি এস্থান পরিত্যাগ করুন ; নহিলে রাক্ষসীরা আসিয়া আপনাকে খাইয়া ফেলিবে।

দুধকুমার বলিলেন, রাক্ষসীরা যদি আমায় খাইয়া ফেলে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

রাজকুমারী দেখিলেন যে, দুধকুমার পলাইবার পাত্র নহেন, তখন তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আপনার পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমার নাম প্রভাবতী। এই বাড়ী যাহা দেখিতেছেন ইহা পূর্ব্বে আমার পিতার ছিল। এক রাক্ষস আসিয়া আমাদের সকলকে খাইয়া ফেলিয়াছে, এমন কি এদেশের একটী প্রাণী পর্য্যন্তও ,জীবিত রাখে নাই। তাই বলিতেছিলাম আপনি চলিয়া যান। রাজকুমারী চলিয়া যাইতে বলিতে-ছিলেন বটে, কিন্তু দুধকুমারকে দেখিয়াই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। কাজেই যেটুকু বলিলেন তাহা মৌখিক মাত্র।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাজকুমারী দুধকুমারকে বলিলেন, আপনি এক কাজ করুন; ঐ যে শিবমন্দির দেখিতেছেন, উহাতে ব পরিমাণে বিল্বপত্র পড়িয়াছে, আপনি ঐ বিল্বপত্রের মধ্যে রাত্রের মত আশ্রয় গ্রহণ করুন। কাল যখন রাক্ষসী চলিয়া যাইবে, আপনি বাহিরে আসিয়া আমার মাথার ঐ সোণার ফুলটী খুলিবেন, তাহা হইলে আমি বাঁচিয়া উঠিব। এখন ঐ ফুলটী আমার মাথায় পরাইয়া দিন, আমি যেমন ছিলাম তেমনই অজ্ঞান হইয়া থাকি।

দুধকুমার রাজকুমারীর কথামত কাজ করিলেন। যেমন সন্ধ্যা হইয়া আসিল অমনি চারিদিক হইতে রাক্ষসীর দল আসিতে লাগিল। যে রাক্ষসীর প্রধানা—সে বাড়ীতে আসিয়া রাজকুমারীকে সজীব করিল। রাজকুমারী উঠিয়া বসিলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, নাতনি! আজ মানুষের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে কেন?

রাজকুমারী বলিল, মানুষ এখানে আসিবে কিরূপে, তবে মানুষের মধ্যে আমি আছি; যদি আমাকে খাইতে ইচ্ছা হয় খাইতে পার। বুড়ী রাক্ষসী

বলিল, তোমাকে আমরা খাইব কেন? তোমার যে শত্রু তাহার মাথা খাইব। এইরূপ কথোপকথন করিয়া পরে যে যাহার ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে যখন রাক্ষসীর দল চলিয়া গেল, তখন দুধকুমার শিবমন্দির হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বদিনের মত রাজকুমারীকে চেতন করিয়া দু'জনে সমস্ত দিন খুব আমোদ আহ্লাদে কাটাইলেন। সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বদিনের মত রাজকুমারীকে অচেতন করিয়া, তিনি বিল্বপত্রের মধ্যে আশ্রয় লইলেন।

সন্ধ্যার সময় রাক্ষসীর দল হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বুড়ী রাক্ষসী রাজকুমারীকে চেতন করাইল।

রাজকুমারী চেতন হইলে বুড়ী বলিল—নাত্‌নি! রোজ রোজ মানুষের গন্ধ পাওয়া যায় কেন?

রাজকুমারী বলিল—মানুষের গন্ধ কোথা হইতে আসিবে? আমারি গায়ে মানুষের গন্ধ ছাড়িতেছে। রাক্ষসী আর কিছু বলিল না, সেদিনও পূর্ব্বদিনের মত শুইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতঃকালে রাক্ষসীর দল চলিয়া গেলে দুধকুমার বাহির হইয়া রাজকুমারীর নিকট গেলেন এবং পূর্ব্বানুরূপ মাথার ফুলটী খুলিয়া লইতেই রাজকুমারী উঠিয়া বসিলেন।

দুধকুমার তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। অনেকক্ষণ নানারূপ কথাবার্ত্তার পর রাজকুমারীকে বলিলেন—দেখ, কত দিন এত কষ্ট সহ্য করিয়া থাকা যাইবে, তুমি আমার সঙ্গে চল।

রাজকুমারী বলিলেন—আমার যাইবার উপায় নাই, আমি যেখানে যাইব, সেইখানেই এই রাক্ষসীরাও যাইবে, তখন আমাদের উপায় কি হইবে? ইহাদের যতক্ষণ না মারিয়া ফেলা যাইবে, ততক্ষণ আমাদের কোন সুখের আশা নাই।

দুধকুমার বলিল—ইহাদের হাত হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নাই কি?

রাজকুমারী বলিল—তা আমি জানি না, তবে চেষ্টা করিয়া দেখি যদি কোন উপায় করিতে পারি। এই বলিয়া দুধকুমারকে প্রবোধ দিলেন, পরে স্নান আহার করিয়া দু'জনে আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইলেন। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় দুধকুমার পূর্ব্বদিনের মত রাজকুমারীকে অচেতন করিয়া নিজে সেই বিল্বপত্রের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার সময় পালে পালে রাক্ষসীর দল হাঁউ মাঁউ খাঁউ করিতে করিতে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা রাক্ষসী আসিয়া রাজকুমারীকে চেতন করিল। রাজকুমারী উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধা তখন রাজকুমারীর সহিত খোস-গল্প আরম্ভ করিল।

রাজকুমারী সুযোগ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি এক বাটী তৈল গরম করিয়া বৃদ্ধার পায়ে মালিস করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ মালিস করিবার পর রাজকুমারীর এক বিন্দু অশ্রুজল বৃদ্ধার পায়ে পড়িল। বৃদ্ধা বলিল,—নাত্‌নি! তুই কাঁদিস্ কেন, তোর কি হয়েছে?

রাজকুমারী বলিল, না দিদি আমি কাঁদি নাই, তবে ভাবিতেছিলাম তুমি যদি মারা যাও তাহা হইলে আমার দুর্দ্দশা কি হইবে? আর তুমি মরিয়া গেলে এই সব রাক্ষসীরা আমায় খাইয়া ফেলিবে।

রাজকুমারীর কথা শুনিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া কহিল,—নাতনি! আমার কি মৃত্যু আছে? আর আমি যেদিন মরিব সেদিন কি আর দেশে রাক্ষসী থাকিবে, তা থাক্‌বে না। আমাদের পরমায়ু কেহ পাইবে না আর আমরাও মরিব না।

রাজকুমারী বলিল, দিদি, পরমায়ু আবার কোথাও রাখা যায় নাকি?

রাক্ষসী বলিল, হাঁ দিদি! আমাদের পরমায়ু অন্য যায়গার রাখা যায়। ঐ যে পুকুর দেখ্‌ছ, উহার মধ্যে এক স্তম্ভ আছে, তাহার ভিতর একটী

সোণার কৌটা আছে, সেই কৌটায় একটী ভ্রমরা আর একটি ভ্রমরী আছে, যদি কোন রাজপুত্র এই পুকুরে এক ডুবে যাইয়া সেই স্তম্ভ হইতে কৌটা বাহির করিয়া সেই ভ্রমরা ভ্রমরী দু'টিকে এককালে কাটিয়া ফেলিতে পারে, তবেই আমরা মরিব, আর যদি কাটিবার সময় এক বিন্দু রক্ত

রাজকুমারী ও রাক্ষসী।

মাটিতে পড়ে, তাহা হইলে দেখিতেছ আমরা যত আছি, ইহার শতগুণ বৃদ্ধি পাইব। তাই বলিতেছি বোন! তোমার সে জন্য কোন ভাবনা নাই। এইরূপ গল্প করিতে করিতে দু'জনেই ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত হ'তেই রাক্ষসীরা উঠিয়া একে একে সকলেই শিকারে যেতে আরম্ভ করিল, বৃদ্ধাও রাজকুমারীকে অচেতন করিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দুধকুমার মন্দির হইতে বাহির হইয়া রাজকুমারীকে চেতন করিলেন। রাজকুমারী উঠিয়া বসিয়া পূর্ব্বদিনের সমস্ত কথাবার্ত্তা একে একে সমস্ত বলিতে লাগিলেন।

দুধকুমার সমুদয় কথা শুনিবামাত্র তখনই উঠিলেন।

রাজকুমারী বলিলেন—আপনি কোথায় যাইতেছেন? আপনি এমন দুঃসাহিক কার্য্য করিবেন না। রাক্ষসীরা শেষে আমাকেও মারিয়া ফেলিবে।

দুধকুমার বলিল, সেজন্য তোমায় কিছু ভাবিতে হইবে না। আমি এখনি ইহার প্রতিকার করিতেছি। এই বলিয়া দুধকুমার পুকুরের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন এবং পুকুরের ভিতর যে স্তম্ভ ছিল, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাক্সটি হাতে করিয়া উপরে উঠিলেন। উপরে উঠিয়া বাক্সটি অতি সন্তর্পণে খুলিয়া বাক্স মধ্যস্থিত কৌটাটি হাতে করিয়া রাজকুমারীর নিকট যাইয়া বলিলেন, এই দেখ কৌটা সংগ্রহ করিয়াছি। এখনি উহাদের মারিয়া ফেলিতে হইবে, নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা। এই বলিয়া যেমন কৌটাটি খুলিয়া ভ্রমরা ভ্রমরী দু'টিকে ধরিলেন, অমনি রাক্ষসীর দল চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। রাজকন্যা ছাদের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি রাক্ষীদিগকে আসিতে দেখিতে পাইয়া দুধকুমারকে বলিলেন, রাজকুমার যদি পারেন শীঘ্র মারিয়া ফেলুন, রাক্ষসীর দল আসিয়া পৌছিল। দুধকুমার এই কথা শুনিবামাত্র তখনি ভ্রমরা ভ্রমরী দু'টিকে হাতের উপর রাখিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তখনই রাক্ষসীর দল কেহ বা পুকুর ধারে কেহবা বাড়ীর কাছে, এইরূপে যতদূর যে আসিতে পারিয়াছিল, সে সেই পর্য্যন্ত আসিয়া বিকট শব্দ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

দুধকুমার সেই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে রাজকুমারীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। সেদিন আর বাহির হইলেন না। পরদিন জানালা খুলিয়া যখন দেখিলেন, শেয়াল কুকুরে রাক্ষসীদের দেহ খাইতেছে, তখন দুধকুমার ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন। সেইদিন হইতে রাজকুমারীর নবজীবন লাভ হইল। তিনি আনন্দে অধীরা হইয়া দুধ-কুমারের গলায় নিজের মাল্য পরাইয়া দিলেন। সেইদিন দুধকুমারের সহিত রাজকুমারীর গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ হইয়া গেল। দু'জনে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজকুমারী বলিল, চলুন রাজকুমার, আজ আমরা নদীতে স্নান করিতে যাই। রাজকুমার তাহাতে সম্মত হইয়া দু'জনে নদীতে স্নান করিতে গেলেন, স্নান করিয়া দু'জনে একসঙ্গে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। সেই হইতে দু'জনে প্রত্যহ নদীতে স্নান করিতে যাইতেন। একদিন স্নান করিতে করিতে রাজকুমারীর মাথার কয়েক গাছি চুল জলে ভাসিতে ভাসিতে গিয়া যে ঘাটে নবকুমার স্নান করেন সেই ঘাটের কাছ দিয়া যাইতেছিল, দৈবক্রমে সেই চুলগাছিটি নবকুমারের পায়ে জড়াইয়া গেল। তখন নবকুমার সেই চুল গাছটি ধরিয়া যতই টানেন ততই উঠিতে থাকে, ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত তুলিয়া দেখিলেন, চুলগাছটি ৪।৫ হাত লম্বা হইবে। তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ চুলগাছটি কার? না জানি সে কতই সুন্দরী! যাহা হউক এ চুল যাহার তাহাকে বিবাহ করিতেই হইবে।

রাজ-রাজড়ার কথা—তখনই চারিদিকে লোক ছুটিল। সকলেই পারিতোষিকের আশায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল কিন্তু কেহই সন্ধান করিতে পারিল না, অবশেষে রাজবাড়ীর ঝি, রাক্ষসীর মাসী সেই তাহার সন্ধান জানিত। সে বলিল, আমি উহাকে বাহির করিতে পারি কিন্তু আমাকে একখানি নৌকা দিতে হইবে।

রাজবাড়ীর কথা—তখনই নৌকা তৈয়ারি হইল। ঝি কতকগুলি সোনার খেলনা তৈয়ারি করিয়া সেইগুলি নৌকায় তুলিল। নৌকায় ছয়খানা দাঁড় পড়িল। ছয়জন মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে চলিতে লাগিল।

দুই দিন দুই রাত্রি নৌকা চলিবার পর সেই দুধকুমারেরা যে ঘাটে স্নান করে সেই ঘাটে নৌকা ধরিল। মাঝিরা সেই দিন রাত্রিতে নৌকাতে খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া সেই ঝি বুড়ীর কথামত সেই সব সোনার খেলনা নৌকার ভিতর হইতে বাহির করিয়া উপরে সাজাইয়া দিল।

বেলা ০॥ টার সময় রাজকুমারী দুধকুমারকে বলিল, চল স্নান করিতে যাই। সেদিন দুধকুমার রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, আজ তুমি একা যাও, আমি যাইব না।

রাজকুমারী সেদিন একাই স্নান করিতে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন একখানি সুসজ্জিত খেল্‌না বোঝাই নৌকা ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে। তিনি লোভসম্বরণ করিতে না পারিয়া মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই খেল্‌না কি বিক্রী? মাঝি বলিল, হাঁ মা-ঠাকরুণ, বিক্রী। আপনি যাহা লইবেন, নৌকার উপর আসিয়া পছন্দমত বাছিয়া লউন।

রাজকুমারী লোভার্থী হইয়া যেমন নৌকায় উঠিলেন, অমনি নৌকা ঝড়ের মত হুহু করিয়া চলিতে লাগিল। দুই দিন চলিবার পর নৌকাখানি নবকুমারের ঘাটে উপস্থিত হইল।

রাজকুমারী কত অনুনয় বিনয় করিল কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতেই রাজবাড়ী হইতে দলে দলে লোক আসিয়া রাজকুমারীকে সাদরে নৌকা হইতে নামাইয়া বাড়ী লইয়া গেল।

রাজকুমারী কি করিবেন, কোন উপায় না পাইয়া মনে মনে কতই ভাবিতে লাগিলেন কিন্তু কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

নবকুমার আসিয়া রাজকুমারীকে বলিলেন, আমি তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য আনিয়াছি। অতএব তুমি আমায় বিবাহ কর।

রাজকুমারী বলিলেন, আমি বিবাহ করিয়াছি, আবার কিরূপে বিবাহ হইবে? নবকুমার তাহা শুনিল না, তিনি রাজকুমারীকে বলিলেন, আমি তোমাকে এক মাসের জন্য সময় দিলাম। তুমি ভাবিয়া স্থির কর। এই বলিয়া নবকুমার চলিয়া গেলেন।

এদিকে দুধকুমার বাড়ীতে থাকিয়া যখন দেখিলেন, বেলা অনেক হইল অথচ রাজকুমারী ফিরিল না; তখন তিনি নদীর তীরে যাইবার মনস্থ করিলেন। নদীর তীরে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি পাগলের মত নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই নবকুমারের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একদিন দুধকুমার রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, একটী স্ত্রীলোক জানালার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। দুধকুমার তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং প্রভাবতীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তোমার কোন ভাবনা নাই। তোমাকে কেহ বলপূর্ব্বক বিবাহ করিতে পারিবে না। আর আমি সদাসর্ব্বদাই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এই বলিয়া তিনি তখনকার মত চলিয়া গেলেন।

এদিকে প্রায় এক মাস উত্তীর্ণ হইতে চলিল, প্রভাবতীর বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। সেইদিন নবকুমার প্রভাবতীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তোমার সময়ের আজ শেষ দিন, আজ তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।

প্রভাবতী বলিল, আচ্ছা বিবাহ করিব কিন্তু আমার একটী ব্রত আছে, যিনি আমার জন্মবৃত্তান্ত শুনাইতে পারিবেন, আমি তাহাকেই বিবাহ করিব।

নবকুমার তখনই সহরময় লোক পাঠাইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন।

যিনি প্রভাবতীর জন্মকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত শুনাইতে পারিবেন, তিনি তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন। এই সংবাদ দেশে দেশে রাষ্ট্র হইবামাত্র দলে দলে লোক আসিয়া রাজবাড়ী পূর্ণ হইতে লাগিল কিন্তু কেহই তাহার জন্মবৃত্তান্ত বলিতে পারিল না।

এদিকে দুধকুমার প্রভাবতীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া জন্মদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সমুদয় বৃত্তান্তগুলি জানিয়া লইলেন, পরে এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দুধকুমার মহারাজকে বলিলেন, মহারাজ! আমি প্রভাবতীর জীবন-বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিব।

রাজা এই কথা শুনিয়া তখনই তাহার আবেদন মঞ্জুর করিলেন। দুধকুমার তখন একে একে প্রভাবতীর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দুধকুমার যে কে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, এদিকে রাজ-জামতা নবকুমারের মুখ ক্রমে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর যখন রাজবাড়ীর ঝি (রাক্ষসী) কর্ত্তৃক দুধকুমার পরিত্যক্ত হইয়া দেশত্যাগ করার কথা এবং রাক্ষসীর দ্বারা প্রভাবতীকে হরণ করার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন নবকুমার ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া দুধকুমারের পায়ের তলায় লুটিয়া পড়িলেন এবং তিনি না বুঝিয়া যে এরূপ অন্যায় কাজ করিয়াছেন তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

রাজা তাহার বাড়ীর ঝি রাক্ষসীকে মাটিতে পুতিয়া ফেলিলেন এবং দুধকুমারকে রাজবাড়ীতে রাখিয়া দিলেন।

পক্ষিরাজ ঘোড়া।

এক দেশে এক রাজা ছিল, তাহার রাজত্বে দেব-দেবীর আরাধনা, বেদপাঠ, পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা প্রত্যহই হইত। দীন, দুঃখী, দরিদ্রদিগের প্রতিদিনই রাজবাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

এ সকল গুণ রাজ্য মধ্যে থাকা সত্ত্বেও সে রাজ্যে কেহই শান্তিমনে বাস করিতে পারিত না। প্রতি বৎসরেই এক বিরাট আকার দৈত্য আসিয়া রাজ্যে নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া প্রজাদিগকে নানারূপ বিব্রত করিয়া ফেলিত এবং প্রাণহানি করিতেও ছাড়িত না। প্রজাবৎসল রাজা এই দুর্বৃত্ত দৈত্যের হস্ত হইতে রাজ্যকে শান্তিনিকেতনে স্থাপন করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দেশের যত বলিষ্ঠ লোককে সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া সেই দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং নিজেও যুদ্ধ করিতে বিরত হন নাই কিন্তু কিছুতেই পরাজিত করিতে পারেন নাই, প্রতি বৎসরই যথাসময়ে সেই দৈত্য আসিয়া প্রজাদিগের উপর যথেচ্ছাচার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন এক রাজপুত্র আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়া সাধারণ যুবক বেশে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

রাজাও সেই যুবককে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুবক অনেক কথা-বার্ত্তার পর বলিল, "মহারাজ! লোকমুখে শুনিলাম, আপনার রাজ্যে প্রতি বৎসর এক ভয়ঙ্কর দৈত্য আসিয়া প্রজাদিগকে নানারূপ উৎপীড়িত করিয়া থাকে এবং আপনিও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সেই দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। সেজন্য আমার বড় ইচ্ছা, আমি একবার সেই দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি সেই আশার বশবর্ত্তী হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।" যুবকের কথা শুনিয়া এবং তাহার সাহস দেখিয়া মহারাজ মনে করিলেন, যুবক যাহা বলিতেছে, কার্য্যেও বোধ হয় তাহা পরিণত করিতে পারিবে।

এইরূপ চিন্তার পর যুবককে নানারূপ প্রশংসা করিলেন এবং যাহাতে যুবক কৃতকার্য্য হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিলেন।

কিছুদিন যায়, একদিন সেই দৈত্য আসিয়া রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল, যুবক তখন দৈত্য আসিয়াছে শুনিয়া মহারাজের নিকট যাইয়া বলিলেন, "মহারাজ! রাজ্যমধ্যে শত্রু আসিয়াছে, এক্ষণে আপনার অনুমতি পাইলে আমি যাইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করি।"

শত্রু রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে শুনিয়া মহারাজ তখনই যুবককে সসৈন্যে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন।

যুবক মহারাজের নিকট হইতে আদেশ লইয়া সসৈন্যে সেই দৈত্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দৈত্যের আকৃতি দেখিয়া প্রথমেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহার মস্তক তিনটী, তাহার দেহের অর্দ্ধাংশ মানুষের ন্যায় আকৃতি—অপরাংশ ঘোড়ার ন্যায়, তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস এত উষ্ণ যে, যদি কাহারও গায়ে লাগে, তাহার দেহ তখনি দগ্ধ হইয়া যাইবে, সাধারণ লোকে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই পারে না।

যুবক ভয়ানক সাহসী এবং যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। সেইজন্য তিনি দৈত্যকে প্রথমেই আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে উপর্য্যুপরি এত আঘাত করিতে লাগিলেন যে, দৈত্য তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া চকিতের ন্যায় সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল।

যুবক প্রাণপণে তাহার অনুসরণ করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলেন না, অবশেষে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাজা যুবকের বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার সহিত সেই যুবকের বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন।

যুবক তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, একটী পক্ষিরাজ ঘোড়া হইলে এই দুর্বৃত্ত বিকট আকার দৈত্যকে নিধন করিতে পারা যায়। এইরূপ মনে করিয়া যুবক তাহার অভিপ্রায় রাজার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

রাজা প্রথমে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তিনি বলিলেন, দৈত্য যখন পরাস্ত হইয়া পলাইয়া গিয়াছে, তখন সে আর আসিবে না এবং যদিও আসে তখনি তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া যাইবে।

যুবক কিন্তু সে কথায় সম্মত হইলেন না, তিনি বলিলেন, মহারাজ! আমি শীঘ্রই পক্ষিরাজ ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া আনিব এবং সেই ঘোড়ার সাহায্যে সেই দুর্বৃত্ত দৈত্যকে বধ করিয়া আপনার রাজ্যকে একেবারে নিষ্কণ্টক করিয়া দিব।

রাজা যখন দেখিলেন যুবক কিছুতেই সন্তুষ্ট হইলেন না, তখন তিনি যুবকের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যুবক' তখন একগাছা হীরার লাগাম লইয়া পক্ষিরাজ ঘোড়ার অন্বেষণে বাহির হইলেন। যুবক লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, কাকদ্বীপ নামক স্থানে সমুদ্রের তীরে এক প্রকাণ্ড জঙ্গল আছে, সেইখানে পক্ষিরাজ ঘোড়া জলপানার্থে আগমন করিয়া থাকে, সেইজন্য তিনি প্রথমেই সেই কাকদ্বীপের দিকে গমন করিলেন।

যুবক পথিমধ্যে যাইতে যাইতে অনেককেই কাকদ্বীপের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, কাকদ্বীপে পক্ষিরাজ ঘোড়া পাওয়া যায় কিন্তু সে স্থান যে কোথায়, তাহা জানিতেন না; সেইজন্য তাঁহাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল। বহুদূর যাইতে যাইতে তিনি সেই কাকদ্বীপ নামক প্রকাণ্ড জঙ্গলের ধারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যদেব মধ্যগগন উত্তীর্ণ হইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় তিনি সমুদ্রের তীরে যাইয়া দেখিলেন চারিটী লোক বসিয়া আছে।

তিনি প্রথমেই এক বৃদ্ধকে বলিলেন, মহাশয়! আপনি কখনো পক্ষিরাজ ঘোড়া দেখিয়াছেন কি?

বৃদ্ধ বলিল, আমি পক্ষিরাজ ঘোড়া স্বচক্ষে কখন দেখি নাই; তবে মধ্যে মধ্যে এই সমুদ্রের তীরে ঘোড়ার খুরের চিহ্ন দেখিয়া মনে হয় যে, সেই চিহ্নগুলিই পক্ষিরাজ ঘোড়ার খুরের দাগ।

তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া একজন প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এখানে পক্ষিরাজ ঘোড়া কখনো দেখিয়াছেন?

প্রৌঢ় বলিল, আপনার মত পাগল ত কখনও দেখি নাই। আপনি কি উহা বিশ্বাস করেন? পক্ষিরাজ ঘোড়া হইতে পারে না, উহা অসম্ভব আপনি বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করিতেছেন।

তিনি তাহার সহিত কোন তর্ক না করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক যুবতীকে পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবতী বলিল, আমি একদিন এই সমুদ্রের জলে কলসী ডুবাইয়া যেমন জল তুলিতেছি, এমন সময় দেখিলাম পক্ষিরাজ ঘোড়ার মত একটী জন্তু যেন উপর হইতে নীচের দিকে নামিল। আমি ভয়ে অস্থির হইয়া পলাইয়া গেলাম।

যুবকের মনে তখন অনেকটা আশার সঞ্চার হইল। তিনি আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটী বালককে পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক যাহা বলিল, তাহাতেই যুবকের অনেকটা আশার সঞ্চার হইল; তিনি তখন বালকের মুখচুম্বন করিয়া কোলে করিলেন এবং সেই বালককে সবিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক বলিল, আমি ঐ রকম ঘোড়া আকাশ হইতে নামিতে দেখিয়াছিলাম কিন্তু একটু পরেই সে কোথায় চলিয়া গেল আর দেখিতে পাইলাম না।

তিনি বালকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া কিছুদিন তথায় থাকিবার মনস্থ করিলেন।

প্রতিদিনি প্রাতঃকাল হইতেই তিনি আসিয়া সেই নিভৃত সমুদ্রতীরে উপবেশন করিয়া থাকিতেন, বালকটীও প্রতিদিন আসিয়া তাহার সহিত বসিয়া থাকিত। একদিন বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় বালক সহসা জলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া বলিল, ঐ দেখুন—

তিনি জলের দিকে চাহিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি দেখিলে, একটী প্রকাণ্ড শ্বেতবর্ণ অশ্ব দুইখানি পাখা বিস্তার করিয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে উপর হইতে নামিতেছে।

যুবক অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি বালককে সঙ্কেত করিয়া উভয়েই নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চালনে এক নিভৃত স্থানে গমন করিলেন এবং সেই পক্ষিরাজ ঘোড়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে পক্ষিরাজ ঘোড়া ক্রমে নীচের দিকে নামিতে নামিতে সেই সমুদ্রের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যদিও তাহার প্রকাণ্ড দেহ, তথাপি সে এরূপভাবে পদার্পণ করিল যে, কেহই তাহার পদশব্দ অনুভব করিতে পারিলেন না।

ঘোড়াটী নীচে নামিয়া যেমন জলপান করিয়া মুখ উন্নত করিবে, অমনি যুবক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া এক লম্ফে তাহার পৃষ্ঠের উপর আরোহণ করিলেন। পক্ষিরাজ ঘোড়া তখন যুবককে পৃষ্ঠে লইয়া শূন্যমার্গে উঠিতে লাগিল।

পক্ষিরাজ ঘোড়া।

পক্ষিরাজের উপর আরোহণ করিয়া যুবক তাহার মুখে সেই হীরার লাগাম পরাইয়া দিল। যুবক পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল যে, হীরার লাগাম পরাইয়া

দিবামাত্র পক্ষিরাজ ঘোড়া বশীভূত হইয়া থাকে। সেইজন্য যুবক ঐরূপ লাগাম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

যুবক তাহার মুখে লাগাম পরাইবামাত্র সে বশীভূত হইয়া গেল এবং এরূপভাবে শব্দ করিতে লাগিল, যেন সে কি করিবে এরূপ আদেশ প্রার্থনা করিতেছে।

যুবক তখন পক্ষিরাজ ঘোড়াকে সঙ্কেত করিয়া সেই রাজার রাজ্যে পৌছিবার আদেশ দিল। পক্ষিরাজ ঘোড়া নিমিষের মধ্যে যুবরাজকে পৃষ্ঠে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ যুবকের এই অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন।

কিছুদিন যায় এমন সময়ে আবার সেই দৈত্য আসিয়া রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। যুবক এই সংবাদ পাইবামাত্র তখনই পক্ষিরাজে আরোহণ করিয়া সেই দৈত্যের সম্মুখীন হইলেন এবং মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সেই দৈত্যের তিনটী মস্তক একে একে কাটিয়া ফেলিলেন। যুবক যতবারই দৈত্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন ততবারই কৌশলে তাহার নিশ্বাস হইতে আপনার ও পক্ষিরাজের দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাজ যখন শুনিলেন, যুবক পক্ষিরাজ ঘোড়ার সাহায্যে জয়লাভ করিয়াছেন; তখন তিনি স্বয়ং আসিয়া যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পরম সমাদরে যুবককে সঙ্গে করিয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ আপন কন্যার সহিত মহাসমারোহে সেই যুবকের বিবাহ দিলেন এবং প্রজাগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, এই যুবক কর্ত্তৃক তাহাদের পরম শত্রু সেই দৈত্য নিধন হইয়াছে, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া যুবকের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

রাজার পুত্র সন্তান ছিল না, তাঁহার একমাত্র কন্যাই সেই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী জানিয়া, তিনি প্রজাগণের অনুরোধ উপেক্ষা

করিলেন না। তখনই দৈবজ্ঞ আচার্য্যকে আহ্বান করিয়া শুভদিন ধার্য্য করাইলেন। সেই শুভদিনে শুভক্ষণে জামাতার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন এবং কিছুদিন তথায় মনের আনন্দে বাস করিয়া, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

যুবক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া এবং শ্বশুরের রাজ্যলাভ করিয়া স্বদেশে দূত প্রেরণ করিলেন। তাহার পিতা ইতিপূর্ব্বেই স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। দূতমুখে এই সংবাদ পাইয়া যুবরাজের আত্মীয় স্বজনেরা সেই রাজ্যে আগমন করিলেন এবং সেখানে কিছুদিন থাকিয়া, পরে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

যুবরাজ আর স্বদেশে ফিরিলেন না। শ্বশুরের রাজ্য এবং মনোমত পত্নী লাভ করিয়া মনের সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। প্রজাগণও তাহার গুণে বশীভূত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

কুমার তেজসিংহ।

এক

রাজা তার দুই রাণী, ছোট রাণী আর বড় রাণী। বড় রাণীর চার ছেলে, ছোট রাণীর ছেলে পুলে হয় নাই। ছোট রাণীর মনকষ্টের সীমা ছিল না। চারিদিক হইতে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া নানারকম ঔষধ দেয়, কত হোম যাগ করে কিন্তু ছোট রাণীর ছেলে হয় না। শেষে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি ছোট রাণীর পুত্র কামনায় বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন; সে জন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি এই ঔষধটী দিতেছি গ্রহণ করুন, এই ঔষধ খাইলে মহারাণীর ছেলে হইবে কিন্তু মহারাজ! আপনি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত থাকিবেন, যে দিবস আপনি সেই ছেলের মুখ দর্শন করিবেন, সেই দিন আপনি অন্ধ হইবেন; তবে যদি কেহ নীলপদ্ম ফুল আনিয়া আপনার চক্ষে দিতে পারে, তবেই আপনি পুনরায় চক্ষুরত্ন লাভ করিবেন। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

মহারাজ অন্দরে যাইয়া ছোট রাণীকে বলিলেন, ছোটরাণি! এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তোমার জন্য ঔষধ দিয়াছেন কিন্তু তিনি বলিয়া গিয়াছেন, এই গর্ভে যে পুত্রসন্তান হইবে, সেই পুত্রের মুখ আমি দর্শন করিতে পারিব না; দর্শন করিলে অন্ধ হইয়া যাইব। তবে যদি কেহ নীলপদ্ম ফুল আনিয়া তার রস আমার চক্ষে দিতে পারে, তবে আমার পূর্ব্বের ন্যায় চক্ষু হইবে।"

ছোট রাণী বলিলেন, মহারাজ! অপুত্রক হইয়া থাকার চেয়ে যদি আমাকে বনবাসিনী হইতে হয়, সেও ভাল। আমার যদি পুত্র হয়, আমি আপনার রাজ্যের এমন স্থানে বাস করিব, যেখানে আপনার যাওয়ার কোন আবশ্যক থাকিবে না এবং আমার পুত্রের মুখও দর্শন করিতে হইবে না। এই বলিয়া ছোট রাণী মহারাজের নিকট হইতে ঔষধটী গ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ছোট রাণী স্নান করিয়া আসিয়া নিজেই সেই ঔষধটী শিলে বাটিয়া খাইয়া ফেলিলেন; ক্রমে এক মাস যায়, দুই মাস যায়, তিন মাস যায়, এইরূপে যখন ৮।৯ মাস উত্তীর্ণ হইল তখন একদিন রাজা ছোট রাণীকে বলিলেন, ছোট রাণি! তোমার জন্য বাড়ী তৈয়ারি হইয়াছে, এক্ষণে তুমি সেই বাড়ীতে যাও। তোমার লোকজন, নফর, লস্কর সকলেই সেই বাড়ীতে যাইবে।

ছোট রাণী তাহাতেই সম্মত হইলেন, কেননা, তিনি পূর্ব্বে ইহাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এখন না যাইলে চলিবে না। কাজেকাজেই ছোট রাণী তাহাতে কোন প্রতিবাদ না করিয়া সেই বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাত হইলে ছোট রাণী ও তাঁহার লোকজন, চাকর-বাকর সকলেই সেই বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেইদিন হইতে সে বাড়ীটিও রাজবাড়ী বলিয়া পরিগণিত হইল।

এদিকে দশ মাস, দশ দিন হইলে ছোট রাণী একটী চাঁদের মত সন্তান প্রসব করিলেন। ছেলে হইবামাত্র রাজার নিকট সংবাদ আসিল। রাজা শুনিয়া সুখী হইলেন, ব্রাহ্মণ বিদায় করিলেন, কাঙ্গালী, অতিথি, ফকির বিদায় করিলেন, সকলেই রাজপুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। ক্রমে রাজপুত্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন।

বহু দিবস অতীত হইলে, একদিন মহারাজ মন্ত্রীকে বলিলেন, মন্ত্রিন্!

বহুদিবস আমরা মৃগয়ায় যাই নাই। চল, কল্য আমরা মৃগয়া-যাত্রা করি। মন্ত্রী কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতেই সৈন্যগণ সাজিতে লাগিল, চারিদিকে বাজনা বাজিয়া উঠিল, মহারাজ বড় রাণীকে বলিলেন, আমি অদ্য মৃগয়া-যাত্রা করিতেছি।

বড় রাণী বলিলেন, আপনি মৃগয়ায় যাইতেছেন, তবে আমার কুমারদের সঙ্গে লইয়া যান। তাহারা মৃগয়ায় কখনও যায় নাই। কুমারেরা সকলেই বড় হইয়াছে, আজ বাদে কাল রাজা হইবে, এখন মৃগয়ায় না যাইলে কি হয়। মহারাজ প্রথমে কুমারদের লইয়া যাইতে সম্মত ছিলেন না কিন্তু বড় রাণীর অনুরোধ; কাজেই তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বড় রাণীর কথা মঞ্জুর করিলেন। তখন চারিদিকে সাজ সাজ শব্দ পড়িয়া গেল। মহারাজ চারি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে রওনা হইলেন।

রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন। ক্রমে যাইতে যাইতে দেখিলেন সম্মুখে একটী পাহাড়। সেই পাহাড় অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এক জঙ্গলের ধারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। জঙ্গলটী পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, সেই জঙ্গলের মধ্যে জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নাই, যেদিকে চাহিয়া দেখেন, সেইদিকই শূন্য। তখন তিনি হতাশমনে সেই জঙ্গলটী অতিক্রম করিয়া অন্য এক জঙ্গলের উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন।

বহুদূর যাইবার পর মহারাজ দেখিলেন, একস্থানে কতকগুলি যুবক ঘোড়ায় চড়িয়া মৃগয়ার্থে বাহির হইয়াছে, তাহাদের ঘোড়সোয়ার দেখিয়া মহারাজ স্তম্ভিত হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, মন্ত্রি! দেখ দেখ, ঐ দূরে কতক-গুলি যুবক ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। উহাদের কি অপূর্ব্ব শিক্ষা, আমি এরূপ ঘোড়ায় চড়ার কৌশল জীবনে কখন দেখি নাই।

মন্ত্রী বলিলেন, তাইত মহারাজ ! আমিও এরূপ ঘোড়ায় চড়ার কৌশল কখনও দেখি নাই। যাহা হউক, আমি অগ্রে যাইয়া দেখিয়া আসি ঐ যুবকগণ কে এবং উহাদের নিবাস কোথায়।

মহারাজ বলিলেন, মন্ত্রিন্ ! শীঘ্র যাও, আমারও জানিবার জন্য প্রাণ বড়ই উদ্বিগ্ন হইতেছে।

মন্ত্রী আসিয়া বলিলেন, মহারাজ ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আপনি ঐ যুবকগণের দিকে আর চাহিবেন না। ঐ যে দেখিতেছেন, আগে আগে যে যুবক যাইতেছে উনি আমাদের ছোট রাজপুত্র—কুমার তেজসিংহ।

মহারাজ বলিলেন, হাঁ মন্ত্রি, আমি সমস্তই বুঝিয়াছি, তাই আমি চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখিতেছি, যুবকগণ যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে ততই আমার চক্ষুও অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক মন্ত্রি ! কুমারের এরূপ অদ্ভুত বীরত্ব দেখিতে দেখিতে যদি আমার জীবন যায় তাহাতেও ক্ষতি নাই কিন্তু আমি এ দৃশ্য না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। এরূপ কথা বলিতে বলিতেই রাজপুত্র যেন শূন্যে উড়িতে উড়িতে তাঁহার সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। মহারাজের চক্ষুও ক্রমে ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হইল।

তখন বড় রাণীর ছেলেরা পিতার নিকট আসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত হইতে লাগিলেন, এমন সময় ছোট রাণীর পুত্র সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মন্ত্রী রাজকুমারকে দেখিয়া বলিলেন, কুমার তেজসিংহ ! আজ মহারাজ তোমাকে দেখিবার জন্য জন্মের মত নিজের চক্ষুরত্ন হারাইলেন। এখন তোমরা পাঁচ ভাই-ই একত্রে আছ, তোমাদের মধ্যে যে কেহ একটী নীল পদ্মফুল আনিতে পারিবে, ভবিষ্যতে সেই রাজা হইবে এবং মহারাজও পুনরায় চক্ষুরত্ন লাভ করিবেন।

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া বড় রাণীর ছেলেরা এ বলে আমি যাইব, ও বলে

আনি যাইব, এইরূপে সকলেই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং সকলেই জাহাজে চড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

ছোট রাণীর ছেলে একপাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি জাহাজ কোথায় পাইবেন এবং জাহাজ না পাইলেই বা কিরূপে যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহাদের জাহাজেই গুপ্তভাবে চলিতে লাগিলেন।

চারিখানি জাহাজ একসঙ্গে বরাবর যাইতে যাইতে এক সহরে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে যাইয়া তাহারা শুনিলেন, এই দেশে এক রাজ-কন্যা আছে তাহার নাম কাঞ্চনকুমারী। যিনি তাহাকে পাশা খেলায় হারাইতে পারিবেন রাজকুমারী তাঁহাকে বিবাহ করিবেন এবং তিনি এই রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন। আর যিনি পরাস্ত হইবেন, তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাবাস ভোগ করিতে হইবে।

বড় রাণীর ছেলেরা এই কথা শুনিয়া চারি ভাইয়েই এক একদিন পাশা খেলিতে গেলেন এবং প্রত্যেকেই খেলায় পরাস্ত হইয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে লাগিলেন।

ছোট রাণীর পুত্র কুমার তেজসিংহ তিনি রাজকুমারীর গুপ্ত-রহস্য জানিবার জন্য ছদ্মবেশে ঘুরিতে লাগিলেন।

প্রতিদিনই সেই রাজকুমারীর বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান, কিন্তু কোন রকমেই তাহার সন্ধান বাহির করিতে পারেন না। অবশেষে একদিন হতাশ মনে সেই রাজকুমারীর বাড়ীর নিকট বসিয়াছেন, এমন সময় শুনিলেন দ্বিতল প্রকোষ্ঠের উপর হইতে কে যেন বলিতেছে, রাজকুমারী! এ আপনার অন্যায় খেলা। আপনি খেলায় পরাজিত হইবার সময় হইতেই আপনার পোষা ইন্দুরটীকে ছাড়িয়া দিলেন, অমনি সে তৎক্ষণাৎ আসিয়া আলো নিভাইয়া দিল এবং আপনি সেই মুহূর্ত্তেই ঘুটিগুলি পাণ্টাইয়া লইলেন? এরূপ অন্যায় খেলা আমি খেলিব না, এইরূপ মহাকোলাহল হইতে লাগিল।

তখন কুমার তেজসিংহ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, বাঞ্ছাকল্পতরু ! তুমি সকলেরই মনোবাসনা পূর্ণ কর, নচেৎ এ রহস্য ভেদ করিতে কেহই সমর্থ হইত না। তিনি এইরূপে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিয়া গেলেন এবং সেইদিন হইতে একটী বিড়াল পুষিতে আরম্ভ করিলেন।

বিড়ালটি ক্রমে ক্রমে বড় হইতে লাগিল। একদিন কুমার তেজসিংহ সেই বিড়ালটীকে পকেটে করিয়া রাজবাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন একটী বৈদ্যুতিক ঘণ্টা দোদুল্যমান রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে লেখা আছে, যিনি রাজকুমারীকে পাশা খেলায় হারাইতে পারিবেন, রাজকুমারী তাঁহাকেই স্বেচ্ছায় বিবাহ করিবেন। আর যিনি পরাস্ত হইবেন, তিনি যাবজ্জীবন কারাবাস ভোগ করিবেন। রাজকুমার তাহা পাঠ করিয়া সেই সাঙ্কেতিক ঘণ্টায় ঘা দিলেন, তখনই রাজকুমারীর পরিচারিকা আসিয়া রাজকুমারকে উপরে লইয়া গেল। রাজকুমার উপরে যাইলে রাজকুমারী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজকুমারও তাঁহার আত্মপরিচয় দিলেন, কেবলমাত্র ঠিকানাটী পরিবর্ত্তন করিয়া রাখিলেন, কারণ ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যে চারি ভাই বন্দী অবস্থায় আছেন তাহা বিশেষ ভাবে গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিলেন।

রাজকুমারী তখনই উঠিয়া খেলিবার ঘরে যাইলেন, রাজকুমারও তাহার সহিত খেলিবার ঘরে যাইয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ খেলিবার পর রাজকুমারী যখন খেলায় পরাস্ত হইবার উপক্রম হইলেন, তিনি তখনই ইন্দুরটিকে ইঙ্গিত করিলেন, কিন্তু তাহ'লে কি হইবে। রাজকুমারের নিকট বিড়াল থাকাতে তাহার ভয়ে ইন্দুর বাহির হইতে পারিল না; এইরূপে খেলিতে খেলিতে ক্রমেই রাজকুমারী পরাস্ত হইলেন।

রাজকুমারী যেমন খেলায় পরাস্ত হইলেন, অমনি করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, মহাশয় আপনি কে ? আপনি কি মোহিনীশক্তি-প্রভাবে

আমায় পরাস্ত করিলেন ? এক্ষণে অধিনীকে বিবাহ করিয়া এই রাজ্যে বাস করুন।

রাজকুমার বলিলেন, আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে, যতদিন না তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি, ততদিন আমি বিবাহ করিতে পারিব না। আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে বিবাহ করিব।

রাজকুমারী বলিলেন, আপনি এমন কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যাহা সহজে পূর্ণ করিতে পারা যাইবে না ? আপনি আমাকে বলুন, আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়, আমি প্রাণ দিয়াও চেষ্টা করিতে পারি।

রাজকুমারীর এই কথা শুনিয়া যুবরাজ কহিলেন, ভদ্রে ! আমার পিতা আমার জন্য জন্মের মত চক্ষুরত্ন হারাইয়াছেন, এক্ষণে যদি আমি নীলপদ্মের রস তাঁহার চক্ষে দিতে পারি তাহা হইলে তিনি পুনরায় চক্ষুরত্ন লাভ করিতে পারেন, আমি সেই ফুল অন্বেষণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি।

রাজকুমারী বলিলেন, আপনি যে ফুলের কথা বলিতেছেন, তাহা এখানে কোথায় পাইবেন ? যদি আফ্রিকা দেশে যাইতে পারেন, সেখানে যাইলে ঐ ফুল পাইতে পারিবেন কিন্তু উহা পাওয়া অসাধ্য। উহা এক পরিরাজ-কুমারীর বাগানে আছে, সেস্থান অতি নির্জ্জন। সেখানে মাটীর নীচে ইন্দুরে পাহারা দেয়, বাগানের চারিদিকে রাক্ষসেরা পাহারা দেয়, এবং উপরে পরীতে পাহারা দেয়, আপনি কিরূপে তথায় যাইবেন ?

রাজকুমার বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় যাইব। এই বলিয়া রাজকুমার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন।

বহুদূর যাইতে যাইতে রাজকুমার ক্লান্ত হইয়া এক পাহাড়ের ধারে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ তথায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে পাহাড়ের নির্ম্মল বাতাসে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। এমন সময় হাম্বা নামক এক রাক্ষস

তথায় আসিয়া দেখিল এক রাজপুত্র শুইয়া আছে—ইহাকে না মারিয়া আমার কন্যার সহিত বিবাহ দিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই রাক্ষস রাজপুত্রকে ডাকিয়া বলিল, কে তুমি আমার সীমানায় নিদ্রা যাইতেছ?

রাজকুমার ঘুমাইতেছিলেন, তিনি রাক্ষসের শব্দ শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন, এবং ভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন, আমি না জানিয়া এখানে আসিয়াছি, এক্ষণে আমায় ক্ষমা করুন!

রাক্ষস বলিল, তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে খাইব না। আমার এক পালিতা কন্যা আছে তাহাকে যদি বিবাহ কর, তাহা হইলে তুমি নির্ভয়ে থাকিতে পারিবে।

রাজকুমার রাক্ষসের এই কথা শুনিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

হাম্বা রাক্ষস রাজকুমারকে বাড়ীতে লইয়া যাইয়া তাহার কন্যার সহিত বিবাহ দিল, রাজকুমার বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি দুর্ভাবনার হাত হইতে কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনমধ্যে সর্ব্বদাই চিন্তা, কিসে তিনি সেই ফুল পাইতে পারিবেন। কাহারও সহিত কথা কহে না, আহার নিদ্রা একরূপ পরিত্যাগ করিলেন।

রাক্ষসের পালিতা কন্যার নাম জ্যোৎস্নাকুমারী। তিনি স্বামীর এইরূপ বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া প্রত্যহই জিজ্ঞাসা করেন, যুবরাজ! আপনি কি ভাবিতেছেন? আপনি আমাকে বলুন, আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়, আমি জীবন দিয়াও তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।

রাজকুমার বলিলেন, আমি নীলপদ্ম ফুল আনিবার জন্য এ দেশে আসিয়াছিলাম, শেষে তোমার পিতা কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া তোমাদের বাড়ী নীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি যদি ঐ ফুল সংগ্রহ করিতে না পারি তাহা হইলে আমার পিতা জীবনের মত অন্ধ হইয়া থাকিবেন।

জ্যোৎস্নাকুমারী বলিলেন, আপনাকে এই ফুল সংগ্রহ করিয়া

দিব। এ দেশের যে রাজকন্যা আছেন, তাঁহার বাগানে প্রতিদিন এই ফুল একটী করিয়া ফুটিয়া থাকে কিন্তু তাহা পাওয়া ভয়ানক দুঃসাধ্য। আমার পিতা আসুন, তাহাকে বলিয়া আমি ঐ ফুল আপনাকে আনিয়া দিবার ব্যবস্থা করিব।

জ্যোৎস্নাকুমারীর এইরূপ আশ্বাসিত বাক্য শ্রবণ করিয়া যুবরাজ অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং মনের আনন্দে পত্নীর সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময় হাম্বা রাক্ষস বাড়ীতে আসিলে তাহার কন্যা বলিল, বাবা! আপনার জামাতা কাহার সহিত কথা কহেন না, কিছুই খান না, দিবারাত্র মনে মনে যেন কি ভাবেন, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না।

হাম্বা রাক্ষস কন্যার এইরূপ কথা শুনিয়া তখনই জামাতাকে ডাকাইয়া বলিল, বৎস! তুমি সর্ব্বদা কি ভাবিয়া থাক, কাহারও সহিত কথা বল না, স্নান আহার কর না, এরূপ সর্ব্বদা ভাবিবার কারণ কি?

রাজকুমার বলিলেন, আমার একটী নীলপদ্ম ফুলের আবশ্যক। আমার পিতা, আমার জন্য জন্মের মত চক্ষুরত্ন হারাইয়াছেন, এক্ষণে যদি আমি ঐ ফুল লইয়া যাইয়া তাঁহার চক্ষুতে দিতে পারি, তাহা হইলে তিনি পুনরায় চক্ষুরত্ন লাভ করিতে পারেন।

হাম্বা রাক্ষস বলিল, বৎস! তুমি যে ফুল চাহিতেছ তাহা পাওয়া একেবারে অসম্ভব! সাধারণ মানবে সে ফুল আনিতে পারে না; তাহার চারিদিকে প্রহরী বেষ্টিত। মাটীর নীচে ইন্দুরে পাহারা দেয়, চারিদিকে আমরা পাহারা দিই এবং উপরে পরীতে উড়িয়া উড়িয়া সর্ব্বদা পাহারা দিয়া থাকে। তবে চেষ্টা করিয়া দেখি যদি কোনরূপে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি; কিন্তু বৎস! ঐ ফুল তোমাকে আনিতে যাইতে হইবে;

তাহা না হইলে কোন উপায় নাই। এই বলিয়া হাম্বা রাক্ষস তথনই ইন্দুরকে ডাকাইল।

ইন্দুর আসিয়া করযোড়ে বলিল, আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন?

হাম্বা বলিল, আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। তুমি অদ্যই আমার বাড়ী হইতে আমাদের রাজকুমারীর যে নীলপদ্ম ফুলের গাছ আছে ঠিক তাহার নীচে পর্য্যন্ত একটী সুড়ঙ্গ প্রস্তুত কর। একথা যেন প্রকাশ না হয়।

ইন্দুর হাম্বা রাক্ষসের আজ্ঞা পাইবামাত্র তথনই সুড়ঙ্গ কাটিতে আরম্ভ করিল এবং অনতিবিলম্বেই একটী সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া দিল।

রাজকুমার সেই সুড়ঙ্গ দিয়া নীলপদ্মগাছের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে উপরে উঠিয়া দেখিলেন কি সুন্দর বাগান! তিনি এরূপ বাগান পৃথিবীতে কোথাও দেখেন নাই। পরীরাজকুমারী তাহার অনতিদূরে শুইয়া আছেন। রাজকুমার তাঁহার সেই অসামান্য রূপরাশি দেখিয়া মনে মনে করিলেন, আমি কোথায়—স্বর্গে না মর্ত্ত্যে! এ রূপরাশি দেখিবার যোগ্য কে আছে? যুবরাজ তথন আস্তে আস্তে তাহার নিকট যাইয়া নিজের গলার হারটী তাহাকে পরাইয়া দিলেন এবং তাহার হারটী খুলিয়া নিজের গলায় পরিলেন এবং নিজের হাতের নামাঙ্কিত অঙ্গুরিটী তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন। পরে সেই নীলপদ্ম ফুলটী হাতে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

রাজকুমার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছছিতেই হাম্বা রাক্ষস কহিল, রাজকুমার! তুমি এথনই তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া এস্থান পরিত্যাগ কর, নচেৎ রাজকুমারী যথন ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিবেন তাহার ফুল অপহৃত হইয়াছে, তথনই চারিদিকে মহাগোলযোগ আরম্ভ হইবে। এই জন্য বলিতেছি, এথনই এস্থান পরিত্যাগ কর।

যুবরাজ তথনই তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া হাম্বার নিকট বিদায় গ্রহণ

করিলেন এবং সেখান হইতে রওনা হইয়া বরাবর আসিতে আসিতে পথিমধ্যে রাজকুমারীর কথা স্মরণ হইতে তিনি তখনই সেই রাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন।

পরীরাজকুমারীর উদ্যান।

সেখানে যাইয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন এবং তাহার যে চারি ভ্রাতা রাজকুমারীর নিকট বন্দী ছিল, তাহাদের ছাড়িয়া দিবার জন্য রাজকুমারীকে অনুরোধ করিলেন।

রাজকুমারী বলিলেন, স্বামিন্! এক্ষণে এ রাজ্য আপনার। আপনার হুকুমে যখন সমস্ত কার্য্য চলিবে, তখন আমার নিকট হুকুম লইবার আবশ্যক কি? আমি আপনার দাসী। আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি নির্ব্বিঘ্নে তাহা করিতে পারেন।

রাজকুমার তখন তাহার সেই চারি ভ্রাতাকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমি তোমাদের ছাড়িয়া দিতেছি কিন্তু তোমাদের প্রত্যেককেই একটী করিয়া উরুতে তপ্ত লোহার ছাপ লইতে হইবে।

রাজকুমারগণ তখন মনে মনে করিলেন, এরূপ অন্ধকূপে থাকিয়া মরা অপেক্ষা না হয় একটা করিয়া ছাপ লইয়া যাইব তাহাতে ক্ষতি কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা একটী করিয়া ছাপ লইতে সম্মত হইলেন।

রাজকুমার তাহার অনুচরগণকে হুকুম দিলেন ইহাদের প্রত্যেকের উরুতে রাজকুমারীর নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দাও। রাজাজ্ঞা পাইবামাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। তখন রাজকুমার তাহাদের কিছু পাথেয় খরচ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

রাজকুমারগণ নদীর তীরে আসিয়া তাহাদের জাহাজে উঠিয়া একে একে বাড়ী অভিমুখে রওনা হইলেন; এমন সময়ে কুমার তেজসিংহ তাহার দুই রাণীকে সঙ্গে লইয়া এক বণিকের বেশে তাহাদের জাহাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আমাদের জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে, আমরা কোন রকমে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না, এক্ষণে যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জাহাজে তুলিয়া নেন তাহ'লে বড়ই উপকার হয়। আমাদের কাছে এমন আর কিছুই নাই যে আমরা জাহাজ ভাড়া দিয়া বাড়ী যাইব। তবে আমাদের কাছে একটী নীলপদ্ম ফুল আছে যদি আপনাদের উহা আবশ্যক হয় মূল্য দিয়া লইতে পারেন।

কুমার তেজসিংহের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজকুমারেরা চারি ভাই

মনে মনে করিল—তাহা হইলে ত ভালই হইয়াছে, আমরা যে ফুল খুঁজিতে খুঁজিতে এত কষ্ট স্বীকার করিলাম, আজ ভগবান্ আমাদের সেই ফুল মিলাইয়া দিয়াছেন। এইরূপ স্থির করিয়া সেই বণিকবেশী কুমার তেজসিংহকে বলিল, তোমার এই ফুলের দাম কত ?

কুমার বলিল, মহাশয় ! এই ফুলের দাম লাখ টাকা।

রাজকুমারগণ বলিল, আচ্ছা, আমরা তাহাই দিব। তোমরা এখন আমাদের জাহাজে এস। এই বলিয়া তাহাদের জাহাজে তুলিয়া লইল।

কিছুদূর যাইতে যাইতে চারি ভাই মতলব করিল, এই লোকটাকে জাহাজ হইতে ফেলিয়া দিয়া ইহার সহিত যে দু'টী স্ত্রীলোক আছে সম্ভবতঃ ইহারা সাধারণ ঘরের মেয়ে নয়—যাহা হউক, আমাদের দুই ভায়ে ইহাদের দু'জনকে বিবাহ করিব এবং ইহার নিকট যে ফুল আছে তাহাও বিনা পয়সায় লাভ করিব।" এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা কুমার তেজসিংহকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। তখন রাজকুমারীদ্বয় কোন উপায় না দেখিয়া চুপ করিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরক্ষণেই ভাবিলেন হাম্বা রাক্ষসকে স্মরণ করিলেই হাম্বা আসিয়া রাজকুমারকে উদ্ধার করিতে পারিবে। এই বলিয়া তাহারা মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে রাজকুমারদের জাহাজ স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজবাড়ী হইতে পুরমহিলাগণ যাইয়া সেই রাজকন্যা দু'জনকে নামাইয়া লইলেন। রাজকুমারগণ নিজের বাড়ীতে আসিয়া পিতার নিকট যাইল এবং সেই নীলপদ্ম ফুলের রস দিয়া মহারাজের চক্ষুরত্ন পুনরুদ্ধার করিলেন। বৃদ্ধ মহারাজ পুত্রগণের কর্ত্তব্যে শত শত ধন্যবাদ দিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

এদিকে কুমার তেজসিংহ জলে নিমগ্ন হইয়া গেলে কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে হাম্বা রাক্ষসকে স্মরণ করিলেন। হাম্বা তৎক্ষণাৎ আসিয়া জামাতাকে উদ্ধার করিল এবং নিজে পৃষ্ঠে করিয়া তেজসিংহকে দেশে রাখিয়া গেল।

কুমার তেজসিংহ স্বদেশে আসিয়া প্রথমেই মাতার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন, মাতা বহুদিবস পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া পুত্রস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। আজ পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, বৎস! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হউক, তুমি দীর্ঘজীবী হও। মাতার আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া কুমার তেজসিংহ বলিলেন, মা! আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য। এক্ষণে হুকুম দিন, আমি একবার রাজবাড়ীতে যাইয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করি। এই বলিয়া মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

কুমার তেজসিংহ রাজবাড়ীতে যাইয়া মহারাজকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি আমার জন্য যে চক্ষুরত্ন হারাইয়াছিলেন তাহা যে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। আমি ঐ ফুল বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি।

মহারাজ কনিষ্ঠ পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এ ফুল কি তুমি আনিয়াছ, না তোমার দাদারা আনিয়াছে? আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

কনিষ্ঠ পুত্র বলিল, মহারাজ আপনি আমার পিতা, আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলিব কেন? তবে আপনি একটী সভা করুন, সেই সভায় কে ঐ ফুল আনিয়াছে তাহার প্রমাণ দিব।

মহারাজ বলিলেন, ভাল কথা, অবশ্য আমি সমস্ত দেশবিদেশে লোক

পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি তখনই চারিদিকে লোক পাঠাইলেন।

সভায় সকলে উপস্থিত হইলে কুমার তেজসিংহ বলিলেন, মহারাজ! আপনার চক্ষের জন্য আমি নীলপদ্ম আনিয়াছি, কুমার তেজসিংহের অন্য চারি ভাই বলিল, না মহারাজ! আমরা আনিয়াছি, এইরূপ ভায়ে ভায়ে খুব তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। তখন কুমার তেজসিংহ বলিলেন, মহারাজ, এ মীমাংসা সহজে হইবে না। আপনার বাড়ীতে দু'টী রাজকুমারীকে এই দুর্বৃত্তেরা আনিয়াছে, তাহাদের সভায় আনায়ন করুন, তাহারা আসিলে ইহার মীমাংসা সহজেই হইয়া যাইবে।

তখনই অন্দরে সংবাদ পাঠান হইল, দূতী যাইয়া রাজকন্যাগণকে বলিল মহারাজের হুকুম, আপনাদিগকে অন্য সভায় যোগদান করিতে হইবে।

রাজকুমারীরা বলিল, যে সভায় আমাদের 'দাস' আছে সে সভায় আমরা যাইতে ইচ্ছা করি না; তবে না যাইলে যদি মহারাজের হুকুম অমান্য করা হয় বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমরা যাইতে প্রস্তুত আছি।

দূতী আসিয়া মহারাজকে বলিল, মহারাজ রাজকন্যারা বলিলেন, যে সভায় আমাদের "দাস" আছে সে সভায় আমরা যাইতে পারি না। তবে যদি সভায় লইয়া যাওয়াই মহারাজের একান্ত ইচ্ছা হয় তবে যাইতে পারি।

মহারাজ বলিলেন, এ সভায় আবার তাহাদের 'দাস' কে? যাহা হউক এখনি তাহাদের লইয়া আইস। দূতী পুনরায় যাইয়া তাহাদের লইয়া আসিল।

রাজকন্যাগণ সভায় আসিলে কুমার তেজসিংহ বলিলেন, মহারাজ! উহাদের কিছু বলিতে হইবে না, আমি সমস্তই বলিতেছি, এই বলিয়া কুমার তেজসিংহ পূর্ব্ব ঘটনা একে একে সমস্তই বলিতে লাগিলেন।

মহারাজ কনিষ্ঠ পুত্রের কর্ত্তব্যে সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেইদিন হইতে

কুমার তেজসিংহকে যুবরাজপদে নির্ব্বাচিত করিলেন। আর বড় রাণীকে ও তাহার চারি পুত্রকে যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাসন করিলেন।

এদিকে পরীরাজকন্যা ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলেন, একি ! আমার ফুল চুরি করিল কে? তাহার পর নিজের গলার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার হার নাই, তখন তিনি আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তাই ত আমার হার বদল করিল কে? পুনরায় হাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, আংটীও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, একাজ কাহার? ইনি ত সামান্য লোক নহেন; আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি। এইরূপ ভাবিয়া হাত হইতে আংটী খুলিয়া দেখিলেন যে, আংটীতে খুব ছোট অক্ষরে লিখিত আছে "কুমার তেজসিংহ"। রাজকন্যা তখন উদ্দেশ্যে তাহার গলায় মাল্যদান করিয়া বলিলেন, ইনি কি মানব না দেবতা! তা' না হ'লে এরূপ গুপ্তভাবে তিনি এখানে আসিবেন কিরূপে? এই বলিয়া তিনি সমুদয় রক্ষিগণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা আসিয়া বলিল, আমরা কাহাকেও আসিতে দেখি নাই। রাজকুমারীর আরও সন্দেহ হইল, তিনি তখন সহচরীকে সঙ্গে লইয়া সমুদয় পৃথিবী অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন। শেষে এক স্থানে আসিয়া দেখিলেন, এক রাজবাড়ীতে মহা আমোদ-আহ্লাদ চলিতেছে, চারিদিকে নাচ গান হইতেছে, তখন পরীরাজকুমারী নীচে নামিয়া শুনিলেন, কুমার তেজ-সিংহের অন্য রাজ্য-অভিষেকের দিন, সেইজন্য আজ সহরবাসিগণ এই উৎসব করিতেছেন। পরীরাজকুম্যারী এই কথা শ্রবণ করিয়া এক নিভৃত স্থানে অবস্থান করিয়া রাজকুমারকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

চারিদিক দেখিবার পর একস্থানে দেখিলেন, রাজকুমার হাওয়াখানায় পালঙ্কোপরি শুইয়া ঘুমাইতেছেন। তাহার রূপরাশি দেখিয়া পরীরাজ-কুমারী বলিলেন, সখি! দেখ, কি সুন্দর পুরুষ! আমি জীবনে এমন রূপ দেখি

নাই। ইনি যে গোপনে আমার সহিত হার-বদল করিয়া আসিয়াছেন সেজন্য আমি ধন্য। এস সখি! রাজকুমার যেমন অবস্থায় ঘুমাইতেছেন, তেমনি অবস্থায় আমরা লইয়া যাই। এই বলিয়া তাহারা রাজপুত্রের পালঙ্কের দুইধার দু'জনে ধরিয়া নিমিষের মধ্যে নিজের বাগানে লইয়া গেলেন।

রাজকুমার ঘুম ভাঙ্গিয়া বলিলেন, এ কি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না অন্য কোথায় আসিয়াছি; আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

পরীরাজকুমারী বলিলেন, স্বামিন্! আপনি গুপ্তভাবে আসিয়া আমাকে বিবাহ করিয়া গিয়াছিলেন; সেইজন্য আপনাকে আনিয়াছি। এক্ষণে দাসীকে হুকুম করুন, কি করিতে হইবে?

রাজকুমার স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, একি রাজকুমারি! তুমি আমাকে এখানে আনিলে কেন? আমরা সামান্য মানব, আমাদের সহিত কি তোমার বিবাহ সম্ভব?

পরীরাজকুমারী বলিলেন, আমি আপনার পদসেবা করিবার জন্য আনিয়াছি, এক্ষণে দাসীকে পায়ে স্থান দিয়া বাধিত করুন।

রাজকুমার আর কোন কথা বলিলেন না, রাত্রি প্রভাত হইলে রাজকুমারীর মাতা এই সব রহস্য শ্রবণ করিয়া কন্যাকে বলিলেন, তোমার একি ব্যবহার? সামান্য মানবকে তুমি বিবাহ করিয়াছ, তোমাকে অদ্য হইতে আমরা ত্যজ্য করিলাম, তুমি তোমার স্বামীকে লইয়া অন্যস্থানে গমন কর।

রাজকুমারী বলিলেন, মা! যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব। আপনি আদেশ দিন, আমার স্বামীকে লইয়া আমি অন্যত্র গমন করি। এই বলিয়া তিনি মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজকুমার বলিলেন, অন্যত্র যাইব কেন, আমি যখন বিবাহ করিয়াছি, তখন চল, আমরা দেশে ফিরিয়া যাই। এই বলিয়া রাজকুমার পরীরাজকুমারীকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বদেশে আসিয়া যুবরাজ মনের মত স্ত্রী সকল পাইয়া সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

—ঠাঃ

রাজা ও রাজপুত্র।

এক

রাজার তিন পুত্র। একদিন রাজ্যের প্রজাগণ রাজার নিকটে আসিয়া বলিল, মহারাজ! দেশে চোর-ডাকাতের বড় উপদ্রব হইয়াছে। আমরা আর আপন আপন ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আপনি যদি দয়া করিয়া ইহার কোনরূপ প্রতীকার না করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে দেশত্যাগী হইতে হইবে।

রাজা মিষ্টবচনে প্রজাগণকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিলেন। পরে তাঁহার পুত্রগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, বৎসগণ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে তোমাদের উপরই আমার আশাভরসা। রাজ্যে এত চোর-ডাকাতের উৎপাত হইয়াছে যে, প্রজাগণ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা তিনজনে যেমন করিয়া পার, চোর ধরিয়া দাও। আমি তাহাদের যথোচিত শাস্তি দিয়া প্রজাগণের মনস্তুষ্টি করি।

রাজকুমারগণ পিতার কথায় সম্মত হইয়া তিনজনে পরামর্শ করিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, তাহারা তিনজনে পালা করিয়া সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবেন এবং নগরের প্রান্তভাগে যে একটী প্রকাণ্ড ভগ্ন অট্টালিকা আছে সমস্ত নগর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যেকেই সেই বাড়ীতে গিয়া অপেক্ষা করিবেন এবং প্রাতঃকালে তিনজনে মিলিয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিবেন।

সেইদিন হইতেই কার্য্য আরম্ভ হইল, অস্ত্রশস্ত্রেসজ্জিত হইয়া জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সন্ধ্যার সময় রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন এবং ঘোড়ায় চড়িয়া নগরের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। প্রায় দেড় প্রহরকাল এইরূপ সমস্ত নগরটী ঘুরিয়া শেষে নগরপ্রান্তে সেই ভগ্ন অট্টালিকাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন চোর ডাকাত তাহার নয়ন গোচর হইল না। এমন কি, সে সময়ে তাহার কোন বিষয়ে সন্দেহ হইল না।

যথাসময়ে দ্বিতীয় রাজপুত্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নগর রক্ষা করিতে বাহির হইলেন এবং প্রায় দেড় প্রহরকাল নগরের চারিদিক ঘুরিয়া শেষে সেই বাড়ীতে গিয়া বড় রাজকুমারের সহিত মিলিত হইলেন। তিনিও চোর ডাকাত দেখিতে পাইলেন না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইলে কনিষ্ঠ রাজপুত্র বীরবেশে অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। প্রাসাদ হইতে কিছুদূর গমন করিতে না করিতে একটী স্ত্রীলোকের রোদন শুনিতে পাইলেন। তিনি তখনই অশ্বের গতিরোধ করিলেন এবং যেদিক হইতে সেই শব্দ আসিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন, এক রমণী সর্ব্বাঙ্গ শুভ্রবসনে আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইতেছেন।

কনিষ্ঠ রাজপুত্র তখনই তাহার নিকটে গেলেন এবং অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা তুমি কে? কেনই বা এই রাত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে এই প্রাসাদ হইতে বাহির হইতেছ?"

রমণী রোদন সম্বরণ করিয়া উত্তর করিলেন, "বৎস! আমি রাজলক্ষ্মী। আজ রাত্রেই রাজার মৃত্যু হইবে, তাই আমি কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি।

রাজপুত্র বলিলেন, প্রাণ দিয়াও রাজার জীবন রক্ষা করিব। আপনি প্রাসাদে ফিরিয়া যান।

রাজলক্ষ্মী কোন উত্তর না দিয়া প্রাসাদে পুনঃ প্রবেশ করিলেন এবং খানিকদূর গিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কনিষ্ঠ রাজপুত্র তখন অতি ধীরে ধীরে রাজার শয়নপ্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। রাজা একখানি সোণার খাটে

রাজা ও রাণী।

দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আর তাঁহার অন্য পার্শ্বে অপর একখানি স্বর্ণখাটে রাণীও নিদ্রা যাইতেছেন। এক অতি সুন্দর

আলোকাধার হইতে মৃদু মৃদু আলোক নির্গত হইতেছিল। রাণী রাজপুত্র-গণের গর্ভধারিণী নহেন—বিমাতা।

কনিষ্ঠ রাজকুমার সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া এক পাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিছু দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন, একটা ভয়ানক অজগর সর্প ঘরের এক পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়া রাজা যে খাটে শয়ন করিয়া আছেন, সেই খাটের দিকে গমন করিতেছে। রাজপুত্র তখনই বুঝিতে পারিলেন যে, এই সর্পই রাজাকে দংশন করিবে বলিয়া যাইতেছে। তিনি তখনই তরবারি দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

সর্প দুই খণ্ড করিয়াও রাজকুমার সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি তরবারি আঘাতে উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পানের ডাবরে রাখিয়া দিলেন। এইরূপ করিতে করিতে সর্পের এক বিন্দু রক্ত রাণীর উন্মুক্ত বক্ষের উপর পতিত হইল। রাজকুমার তখন ভয়ে ভীত হইয়া ভাবিলেন, পিতাকে রক্ষা করিলাম বটে, কিন্তু মাকে মারিয়া ফেলিলাম। এই সর্পের রক্ত যদি মায়ের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। এই ভাবিয়া তিনি নিজের জিহ্বার দ্বারা রাণীর বক্ষস্থ রক্তবিন্দু চাটিয়া লইলেন।

রাজকুমারের কার্য্যে রাণী জাগ্রত হইয়া উঠিলেন এবং তখনই চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, ছোট রাজকুমার গৃহ হইতে বেগে পলায়ন করিতেছেন। তাহার মনে ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি চীৎকার করিয়া রাজাকে জাগ্রত করিয়া বলিলেন,—ছোট রাজকুমারের গুণ দেখিয়াছ, সে নিশ্চয়ই অসদভিপ্রায়ে এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। নতুবা এত রাত্রে এখানে তাহার কিসের প্রয়োজন ?

রাণীর কথায় বড় ছেলেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! আমার একটী প্রশ্ন আছে, প্রকৃত উত্তর দাও। যাহার উপর বিশ্বাস করিয়া

আমরা যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি, সে যদি বিশ্বাসঘাতকের কাজ করে, তাহার কি শাস্তি হওয়া উচিত ?

জ্যেষ্ঠ কুমার বলিলেন—মহারাজ প্রাণদণ্ডই তাহার উচিত শাস্তি। কিন্তু মহারাজ! দণ্ড দিবার পূর্ব্বে ভালরূপে জানা উচিত, সে প্রকৃত দোষী কি না ?

রাজা কহিলেন,সে কি ! তোমার কথা আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বলিলেন—মহারাজ! তবে দয়া করিয়া আমার কথা শুনুন। এক স্বর্ণকারের একটি উপযুক্ত পুত্র ছিল। পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পুত্রবধূর এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে ইতর জন্তু-গণের ভাষা বুঝিতে পারিত। কিন্তু তাহার এই গুণের কথা তাহার স্বামী বা শ্বশুর শাশুড়ী কেহই জানিত না।

একরাত্রে স্বর্ণকার পুত্র স্ত্রীর নিকট শয়ন করিয়া আছে, এমন সময়ে নিকটস্থ নদীতীর হইতে শৃগালের রব তাহার কর্ণগোচর হইল। স্বর্ণকার পুত্র কিছুই বুঝিতে পারিল না কিন্তু তাহার স্ত্রী বুঝিল যে, শৃগালগণ বলিতেছে, নদীর উপর দিয়া একটা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে। ঐ মড়ার আঙ্গুলে একটি বহুমূল্য হীরকের আংটি আছে। যে কেহ ঐ মড়াটিকে তীরে আনিয়া দিবে, সে ঐ মড়ার হাতের আংটিটী পাইবে।

স্বর্ণকারের পুত্রবধূ ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল। তাহার পর গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার স্বামীও জাগ্রত ছিল, ভয়ানক সন্দেহ করিয়া সেও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। অবশেষে দেখিল তাহার স্ত্রী নদী হইতে একটা মড়া টানিয়া তীরে রাখিল। তাহার পর দেখিল, তাহার হাতের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। স্বর্ণকার পুত্রের ভয় হইল। সে মনে মনে রামনাম জপ করিতে করিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া নীরবে শয্যায় শয়ন করিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্গল দ্বারা দ্বার রুদ্ধ করত শয্যায় আশ্রয় লইল।

অতি কষ্টে রাত্রি কাটাইয়া স্বর্ণকার পুত্র অতি প্রত্যুষে পিতার নিকট গিয়া বলিল বাবা! এক রাক্ষসীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছো। গত রাত্রে সহসা শৃগালের ডাক শুনিয়া তোমার পুত্রবধূ ঘর হইতে বাহির হইয়া নদী-তীরে গিয়াছিল। আমি জাগিয়াছিলাম, তাহার পাছু পাছু নদীতীরে গিয়া দেখিলাম, কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক! একটা পচা মড়া লইয়া টানাটানি করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে এক একবার কামড়াইতেছে, আমি স্বচক্ষে এ ব্যাপার দেখিয়াছি। শীঘ্রই ইহার একটা প্রতিকার কর, আমি রাক্ষসীর সহিত বাস করিতে পারিব না।

স্বর্ণকার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, এক কাজ কর, কৌশলে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া কোন বনে রাখিয়া আইস।

তদনুসারে স্বর্ণকার পুত্র তাহার স্ত্রীর নিকটে যাইয়া বলিল, অনেক দিন তুমি পিত্রালয়ে যাও নাই। চল, আজ তোমার বাপের বাড়ী বেড়াইতে যাই। বাপের বাড়ীর নাম শুনিয়া তাহার স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই সে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যে নিবিড় বনে সে তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, সেখানে যাইতে হইলে তাহার স্ত্রীর পিত্রালয়ের নিকট দিয়া যাইতে হয়। সুতরাং তাহার স্ত্রীর মনে প্রথমে কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হয় নাই।

কিছুদুর গমন করিবার পর তাহারা এক অজগরের ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিতে পাইল। তখন তাহার স্ত্রী বুঝিতে পারিল—সর্প বলিতেছে, হে পথিক, ঐ গহ্বরে একটা প্রকাণ্ড ভেক আছে। গর্ত্তটী স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরে পরিপূর্ণ। যদি গর্ত্ত হইতে ভেকটী ধরিয়া আমাকে দাও, তাহা হইলে উহার ভিতরের স্বর্ণাদি সমস্তই তোমার হইবে।

স্বর্ণকারের পুত্রবধূ তখনই সেই গর্ত্তের নিকট গমন করিল এবং একটি শুষ্ক শাখা দ্বারা খনন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর সেই ভেক ধরিয়া সর্পের কিছুদূরে ফেলিয়া দিল এবং স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, গহ্বর হইতে যত পার স্বর্ণ ও হীরক বাহির করিয়া লও।

স্বর্ণকারের পুত্র এতক্ষণ মনে করিতেছিল যে, রাক্ষসী হয় তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। সেইজন্য গর্ত্ত খনন করিতেছে কিন্তু তাহার পর যখন স্বর্ণ হীরকাদি প্রস্তর দেখিতে পাইল, তখন সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না। অবশেষে তাহার স্ত্রীকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল।

তাহার স্ত্রী বলিল, স্বামিন্, আমি পশু পক্ষীদিগের ভাষা বুঝিতে পারি। যখন এইস্থান দিয়া যাইতেছিলাম, তখন ঐ সর্পকে বলিতে শুনিলাম যদি কেহ গর্ত্ত হইতে ভেকটি ধরিয়া তাহাকে দেয়, তাহা হইলে গহ্বরের ভিতরে যে স্বর্ণ হীরকাদি আছে তাহা তাহারই হইবে। আমি তাহার কথা বুঝিতে পারিয়া এই কার্য্য করিয়াছি। এখন যত পার এই স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরাদি গ্রহণ কর। আর গত রাত্রে শৃগালের রব শুনিয়া নদী-তীরে গিয়া একটা মড়ার অঙ্গুলি হইতে একটি হীরকের আংটি পাইয়াছি। সেটী আমার বাক্সে রাখিয়া দিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম আজ রাত্রে সকল কথা বলিয়া সেটী তোমার হাতে পরাইয়া দিব।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া এবং তাহাকে এক অদ্ভুত বিদ্যায় পারদর্শিনী দেখিয়া স্বর্ণকার পুত্র আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিল। সে মনে যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না; কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, আজ সন্ধ্যা হইল, এখনও অনেকদূর যাইতে হইবে। রাত্রে এই বনের ভিতর।কত শত হিংস্র জন্তু বিচরণ করে। তাই বলি, আজ আর তোমার পিত্রালয়ে যাইবার প্রয়োজন নাই, আর একদিন তোমায় লইয়া যাইব।

এই বলিয়া তাহারা উভয়েই স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। বাড়ীর নিকটে আসিয়া স্বর্ণকারপুত্র স্ত্রীকে বলিল, দেখ রাত্রি হইয়া গিয়াছে। তুমি খিড়কী দ্বার দিয়া যাও, আমি সদর দ্বার দিয়া যাইতেছি।

তাহার স্ত্রী তখনই খিড়কী দ্বার দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। স্বর্ণকার তখন এক প্রকাণ্ড হাতুড়ী লইয়া কোন কার্য্যের জন্য বাড়ীর ভিতর আসিয়াছিল, সে পুত্রবধূকে একা ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ভাবিল, রাক্ষসী আগে তাহার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পরে তাহাকেও হত্যা করিবার জন্য পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে।

এই ভাবিয়া স্বর্ণকার হস্তস্থিত হাতুড়ী দ্বারা পুত্রবধূর মস্তকে এমন আঘাত করিল যে, সে তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ঠিক সেই সময়ে তাহার পুত্রও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং পিতাকে সকল কথা বলিয়া সেই স্বর্ণ ও হীরকাদি প্রস্তরগুলি প্রদান করিল। স্বর্ণকার যাবজ্জীবন তাহার পুত্রবধূর জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।

এই গল্পান্তে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বলিল, মহারাজ! এইজন্যই বলিয়াছিলাম, কাহাকেও হত্যা করিবার পূর্ব্বে সে দোষী কি না, তাহা দেখা উচিত।

রাজা তখন দ্বিতীয় পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"বৎস! যাহাকে আমার ধনসম্পত্তি ও মানসম্ভ্রম ।স্থা বিশ্বাস করিতেছি, সে যদি বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার কি দণ্ড দেওয়া উচিত?"

দ্বিতীয় রাজপুত্র বলিল, প্রাণদণ্ডই তাহার উচিত শাস্তি, কিন্তু পিতঃ দণ্ড দিবার পূর্ব্বে ভালরূপে পরীক্ষা করা উচিত যে, সে প্রকৃত দোষী কি না?

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কথার অর্থ কি?

মধ্যম রাজপুত্র বলিল, মহারাজ শুনুন, বলিতেছি।

এক রাজা মৃগয়া করিতে বড় ভালবাসিতেন। একদিন তিনি মৃগয়া

করিতে গিয়া পথ ভুলিয়া এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গীগণ কে কোথায় রহিল তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া রাজা ক্রমাগত অশ্বারোহণে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিছুদূর গমন করিয়া রাজা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইলেন, কিন্তু অনেক অন্বেষণ করিয়াও কোন জলাশয় দেখিতে না পাইয়া আরও খানিকদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,এক বৃক্ষের শাখা হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে। রাজা ঐ জলকে বৃষ্টির জল মনে করিয়া তখনই সেই বৃক্ষের নিকট গেলেন এবং একটী পাত্রে সেই জল সংগ্রহ করিলেন।

রাজা যাহাকে জল মনে করিয়া সংগ্রহ করিতেছিলেন, তাহা কিন্তু প্রকৃত জল নহে। সেই বৃক্ষশাখায় একটী প্রকাণ্ড অজগর সর্প ছিল। ক্রোধান্বিত হইয়া সে আর একটী বৃক্ষশাখায় দংশন করিতেছিল, তজ্জন্য তাহার মুখ হইতে জলের ন্যায় বিন্দু বিন্দু বিষ পতিত হইতেছিল মাত্র।

রাজা সেই জল পাত্রপূর্ণ করিয়া পান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাহার অশ্ব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য এমনভাবে সরিয়া গেল যে, রাজার হাত হইতে বিষসমেত পাত্রটি পড়িয়া গেল।

তৃষ্ণার জল পান করিতে না পাইয়া রাজা অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তখনই তরবারি দ্বারা অশ্বের মস্তক বিচ্ছিন্ন করিলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরে রাজা যখন জানিতে পারিলেন যে, অশ্বটী তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য ঐ কার্য্য করিয়াছিল, তখন তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।

এই বলিয়া রাজকুমার বলিল, সেইজন্য বলিয়াছি মহারাজ! কাহারও প্রাণদণ্ড করিবার পূর্ব্বে সে প্রকৃত দোষী কি না, অগ্রে তাহা বিশেষ করিয়া জানা উচিত।

মধ্যম রাজকুমারের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা কনিষ্ঠ রাজকুমারকে

ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র যাহাকে বিশ্বাস করিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছি, সে যদি বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত ?

কনিষ্ঠ রাজকুমার বলিল, তাহার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত। কিন্তু পিতঃ, সে ব্যক্তি প্রকৃত দোষী কি না, অগ্রে তাহা ভালরূপ না জানিয়া কোন কার্য্য করা উচিত নহে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তুমি এমন কথা বলিতেছ ?

কনিষ্ঠ রাজপুত্র বলিল, আমার কথা শুনুন, বুঝিতে পারিবেন। এক রাজার একটী শুকপক্ষী ছিল। রাজা তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। পাখীটি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বনে ভ্রমণ করিতে যাইত। একদিন এক বনে উড়িতে উড়িতে সে এক স্থানে তাহার পিতামাতাকে দেখিতে পাইল। সে তখনই তাহাদের নিকটে গেল। তখন তাহার পিতামাতা বলিল, এতদিন আমাদিগকে ছাড়িয়া রহিয়াছ, যদি কিছুদিন আমাদের দেশে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

শুকপক্ষী বলিল, রাজা আমাকে বড় ভালবাসেন, এক দণ্ড না দেখিলে দুঃখিত হন। আমি তাঁহার অনুমতি না লইয়া তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না। তবে যদি তিনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে কাল এমন সময়ে এইস্থানে আসিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব।

শুকের পিতা সম্মত হইল। শুকও রাজার নিকটে আসিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিল। রাজা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাহাকে একপক্ষকাল পিতামাতার নিকট বাস করিতে অনুমতি দিলেন।

পরদিন শুক যথাসময়ে সেই স্থানে আসিয়া পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহার পর তিনটীতে মিলিয়া শুকের পিতামাতার বাসায় গমন করিল। সেখানে একপক্ষকাল বেশ আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত

করিয়া, সে রাজার নিকট প্রত্যাগমন করিতে মনস্থ করিল। তদনুসারে তাহার পিতামাতা বলিল, এতকাল এদেশে বাস করিয়া রাজার নিকট যাইতেছ, তাঁহার জন্য কিছু উপহার লইয়া যাও। এখানে এমন কি আছে যাহা তোমার রাজার উপযুক্ত হইতে পারে। তবে যদি একটী অমর ফল লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে রাজা উহা ভক্ষণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারেন।

এই কথা শুনিয়া শুক আপনার চঞ্চু দ্বারা শাখা সমেত একটী অমর ফল লইয়া অতি দ্রুতবেগে রাজার প্রাসাদাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু সে রাত্রে সেখানে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব বোধে, সে একটী বৃক্ষের উপর বসিয়া ফলটীকে সেই বৃক্ষের কোটরে রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা গেল।

সেই গাছের কোটরে এক অজগর সর্প বাস করিত, সে ফলটীকে খাইতে না পারিলেও তাহাকে দুই একবার লেহন করিয়াছিল; সুতরাং ফলটির উপর বিষ মাখান হইল।

পরদিন শুকপাখী ফলটি মুখে করিয়া রাজার নিকট আগমন করিল। একপক্ষকাল পরে শুককে প্রত্যাগত দেখিয়া রাজা পরম প্রীত হইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক আনিত সেই ফলের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে শুকের মুখে উহার গুণের কথা শুনিয়া তখনই উহা ভক্ষণ করিতে মনস্থ করিলেন কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী ও অন্যান্য পারিষদ্‌বর্গ তাঁহাকে উহা খাইতে নিষেধ করায় রাজা ফলটিকে এক কাকের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। কাক যেমন উহা মুখে করিল অমনই নিমিষের মধ্যে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

রাজা শুককে বিশ্বাসঘাতক স্থির করিয়া তখনই তাহাকে হত্যা করিলেন এবং পরে সেই ফলের বীজ নিজের উদ্যানে রোপণ করিতে আদেশ দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই সেই বীজ হইতে গাছ হইল। রাজা সেই গাছের চারিদিকে এমন করিয়া পাহারা নিযুক্ত করিলেন যাহাতে তাহা সাধারণে

পাইতে না পারে। একজন প্রহরী দিবারাত্র সেই গাছ রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং যে কেহ তাহার নিকটে যাইত, তাহাকে সাবধান করিয়া দিত।

ঐ দেশে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা সে অতি কষ্টে নিজের ও স্ত্রীর ভরণপোষণ করিত। একদিন ব্রাহ্মণ নিশীথ রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া সেই গাছের উদ্দেশে গমন করিল। ভাবিল, রাজার উদ্যানে গিয়া সেই বিষফল খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে।

তাহার স্ত্রীও জাগ্রত ছিল। সে স্বামীকে যাইতে দেখিয়া নিজেও গাত্রোত্থান করিল এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। কিছুদূর গমন করিয়া ব্রাহ্মণ রাজার উদ্যানে প্রবেশ করিল ; দেখিল প্রহরী নিদ্রিত। সে তখনই সেই গাছ হইতে একটি ফল পাড়িয়া ভক্ষণ করিল।

তাহার স্ত্রী গোপনে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল। সে স্বামীকে সেই ফল খাইতে দেখিয়া তাহার জীবনে হতাশ হইয়া সে নিজেও একটী ফল পাড়িয়া খাইল। তাহার পর দুইজনে বাটিতে আসিয়া শয়ন করিয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। উভয়েই মনে করিয়াছিল আর তাহাদিগকে উঠিতে হইবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী উভয়েই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল। দেখিল, তাহারা পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক সবল ও সুস্থ হইয়াছে, তাহাদের দেহের লাবণ্য শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। তাহাদের প্রতিবেশি-গণ তাহাদের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং রাজার নিকট সেই সংবাদ প্রদান করিল।

মহারাজ এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তিনি তখনই ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া সবিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ রাজসমীপে গিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিল। রাজা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, শুক তাঁহার মঙ্গলের জন্যই এই ফল আনয়ন করিয়াছিল

তখন তাঁহার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। রাজা যতদিন জীবিত ছিলেন। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না।

মহারাজ, তাই বলিতেছিলাম, কাহারও প্রাণদণ্ড হইবার পূর্ব্বে সে দোষী কি না অগ্রে তাহা না জানিয়া কোন কার্য্য করা উচিত নয়। আর এক কথা, আপনি কেন আমাদের তিনজনকে ঐরূপ সন্দেহ করিয়াছেন তাহা আমি জানি। গতরাত্রে কি কারণে আমি আপনার শয়নপ্রকোষ্ঠে গমন করিয়াছিলাম তাহা বলিতেছি।

এই বলিয়া কনিষ্ঠ রাজপুত্র গতরাত্রের সমস্ত ঘটনা একে একে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, মহারাজ! যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনার শয়নগৃহে পানের ডাবরের ভিতর খণ্ডীকৃত সর্প আছে, তাহা দেখিলেই আপনার সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে।

রাজা তখনই শয়নপ্রকোষ্ঠে গমন করিয়া পানের ডাবর খুলিয়া সেই সর্প খণ্ডগুলি বাহির করিলেন। তাহার পর কনিষ্ঠ রাজকুমারের সাহস ও কার্য্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন এবং তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ ও যত্ন করিতে লাগিলেন।

সোণার কাঠী ও রূপার কাঠী

কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার চারিটী পুত্র। রাজার মৃত্যুর পর রাণী সেই পুত্র চারিটী লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কনিষ্ঠ পুত্রকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন এবং তাহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার, বস্ত্র, অশ্ব ও অন্যান্য আসবাব পত্র দিতেন। অপর তিনটী পুত্র তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া রাণী ও কনিষ্ঠ রাজকুমারকে স্বতন্ত্র বাড়ীতে তাড়াইয়া দিয়া রাজপ্রাসাদ ও সমুদয় সম্পত্তি অধিকার করিল।

কনিষ্ঠ পুত্র, পিতামাতার আদরে প্রতিপালিত হওয়ায় সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। এমন কি, সময়ে তাহার মায়ের কথাও গ্রাহ্য করিত না।

একদিন সে মাতার সহিত নদীতে স্নান করিতে গিয়া ঘাটের অদূরে একখানি নৌকা নঙ্গর করা রহিয়াছে দেখিতে পাইল। নৌকায় দাঁড়ি মাঝি কেহই ছিল না।

কনিষ্ঠ রাজপুত্র তখনই নৌকায় আরোহণ করিল এবং তাহার মাতাকে নৌকায় উঠিতে বলিল, কিন্তু তাহার মাতা কাহার নৌকা না জানিয়া পুত্রকে নামিয়া আসিতে বলিলেন।

কনিষ্ঠ রাজপুত্র মায়ের কথায় কর্ণপাত করিল না। বলিল, যদি তুমি নৌকায় আরোহণ না কর, তাহা হইলে আমি একাই নৌকা ছাড়িয়া দিব। এই বলিয়া সে তখনই নৌকার নঙ্গর তুলিতে আরম্ভ করিল।

রাণী যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র তাঁহার কথা শুনিল না, তখন তিনি দ্রুতগতি নৌকার নিকট যাইলেন এবং তাহাতে আরোহণ করিলেন, পুত্রও নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকা ছাড়া পাইয়া স্রোতের অনুকূলে তীরবেগে ছুটিতে লাগিল এবং অনেক নদ-নদী পার হইয়া অবশেষে সাগরে গিয়া পড়িল। আরও কিছুদূর যাইবার পর নৌকাখানি ঘূর্ণীজলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। সেইখানে যাইয়া কনিষ্ঠ রাজকুমার অসংখ্য বড় বড় লাল পাথর ভাসিতে দেখিতে পাইয়া তখনই একমুঠা তুলিয়া লইয়া নৌকার উপর রাখিল। রাণী পাথরগুলিকে উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য চুনি দেখিয়া পুত্রকে লইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, যাহার সম্পত্তি তিনি জানিতে পারিলে এখনই চোর বলিয়া আমাদিগকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিবেন।

মায়ের কথায় রাজপুত্র একটিমাত্র পাথর রাখিয়া অবশিষ্টগুলি পুনরায় জলে ফেলিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে নৌকা এক বন্দরে লাগিল। তখন রাণী পুত্রকে লইয়া সহরে প্রবেশ করিলেন। সহরটি নূতন ধরণের। পথের দুইধারে গ্যাসের আলো, চারিদিকে বড় বড় বাড়ী। সহরটি দেখিয়াই একটি রাজধানী বলিয়া মনে হইল। সেই সহরে একটি কুটীর ভাড়া করিয়া মাতাপুত্রে বাস করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ রাজপুত্রের বয়স অতি অল্পই ছিল। সে তখনও মার্ব্বেল খেলিতে ভালবাসিত।

কুটিরের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। এই মাঠে ঐ দেশের রাজপুত্রগণ মার্ব্বেল খেলা করিত। মাঠের পার্শ্বেই রাজ-প্রাসাদ। প্রাসাদের এক জানালা হইতে রাজকন্যা তাহাদের খেলা দেখিতেছিল।

রাজপুত্রগণের সহিত কনিষ্ঠ রাজকুমারও খেলিতে লাগিল কিন্তু তাহার মার্ব্বেল না থাকায় সে সেই চুনি লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়া একে একে সকলকে পরাজিত করিল।
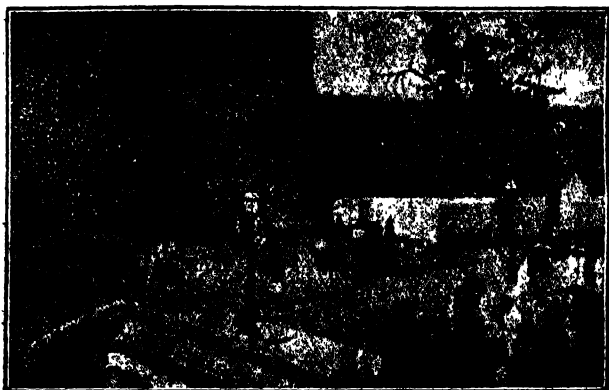
রাজকন্যা জানালা হইতে লাল চুনিখানি দেখাইয়া ছিল। সে সেই চুনিখানি লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কথায় কথায় সে এক সময়ে রাজাকে বলিল যে, সেই মাঠে তাহার ভ্রাতাদের সহিত একজন দরিদ্র বালক খেলা করে। তাহার নিকট একখানা অতি উত্তম রক্তবর্ণ চুনি আছে। যদি সেই পাথরখানি কোন রকমে আদায় করিয়া তাহাকে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে।

কন্যার কথা শুনিয়া রাজা সেই বালককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাজকুমার উপস্থিত হইলে তিনি সহস্র মুদ্রা দিয়া পাথরখানি গ্রহণ করিয়া কন্যার হাতে দিলেন।

ঃ—ঠাঃ

রাজকুমার টাকা পাইয়া মায়ের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল, কিন্তু তাহার মায়ের প্রাণে ভয় হইল। তিনি মনে মনে করিলেন, তাঁহার পুত্র হয় ত ঐ টাকা চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু রাজকুমার যখন পা ছুঁইয়া শপথ করিল তখন তাঁহার বিশ্বাস হইল।

রাজকন্যা পাথরখানি পাইয়া মাথায় পরিধান করিল এবং তাহার এক পোষা হীরামোহন পাখী ছিল, তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হীরামোহন বল দেখি, এই লাল পাথরখানি পরিয়া আমাকে কেমন দেখাইতেছে?

হীরামোহন উত্তর করিল,—ছি! ছি! এর চেয়ে খালি মাথায় থাকা ভাল। একখানি চুনি পরার চেয়ে কিছুই না পরা ভাল। অনন্তর দুইখানি চুনি হইলেও কথা থাকিত।"

পাখীর এরূপ কথা শুনিয়া রাজকন্যা বড় দুঃখিতা হইল। সে রাগ করিয়া আপনার ঘরে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। তাহার পিতা কন্যার দুঃখও ক্রোধের কথা শুনিয়া এবং তাহাকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে দেখিয়া কন্যার কাছে যাইলেন এবং অনেক সাধ্য সাধনার পর তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকন্যা পাখীর মুখে যাহা শুনিয়াছিল সেই সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল, যদি সেই রকম আর একখানি চুনি তাহাকে আনিয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সে আত্মঘাতিনী হইবে।

রাজা বিষম বিপদে পড়িলেন। কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া সেই রাজপুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কনিষ্ঠ রাজকুমার তখনই রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা তখন তাহাকে সেই রকম আর একখানি চুনির কথা বলিলেন। রাজকুমার বলিল, তাহার নিকট আর চুনি নাই বটে; কিন্তু প্রয়োজন হইলে সে সেই প্রকার অনেকগুলি চুনি আনিয়া দিতে পারে। সমুদ্রের মধ্যে একটা

জল আছে; সেই জলমধ্যে ঐরূপ অসংখ্য চুনি ভাসিতেছে। আদেশ পাইলে সে এখনই সেখানে গিয়া আনিয়া দিতে পারিবে।

কনিষ্ঠ রাজকুমারের উত্তরে রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন "যদি ঐরকম আর একখানি চুনি আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে প্রচুর পারিতোষিক দিব।

রাজকুমার তাহাতে সম্মত হইয়া মায়ের নিকট গমন করিয়া সকল কথা প্রকাশ করিল। তাহার কথা শুনিয়া রাণী অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং তাহাকে বারংবার যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু রাজকুমার সে কথায় কর্ণপাত করিল না। নৌকায় আরোহণ করিয়া সে ঘূর্ণী জলের নিকট গমন করিল; কিন্তু যেখানে চুনি সকল ভাসিতেছিল সেখান হইতে না লইয়া যেখান হইতে চুনিগুলি ভাসিয়া আসিতেছিল সেইখানে নৌকা লইয়া গেল। সেখানে যাইয়া দেখিল, ঘূর্ণীজলের মধ্যভাগে একটী প্রকাণ্ড গহ্বর। গহ্বরের মধ্য দিয়া সমুদ্রের তলা পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল।

রাজকুমার সেই গহ্বরের মধ্যে একটি ডুব দিলেন এবং তখনই সমুদ্র-তলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক যোগীপুরুষ সেখানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন। যোগীর অপর পার্শ্বে একখানি পালঙ্কোপরি এক অসামান্য ষোড়শী যুবতী শয়ন করিয়া আছে। রাজকুমার সেই পালঙ্কের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, যুবতী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া তাহার উপর বসিয়া রহিয়াছে।

রাজকুমার ভয়ে ভীত হইলেন। কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন, সেই যুবতীর মুখ হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই রক্ত যোগিবরের মাথার উপর দিয়া সমুদ্রের জলের সহিত মিশিয়া চুনির আকার ধারণ করিতেছে।

সহসা রাজকুমারের চক্ষু দুইটী কাঠীর উপর পতিত হইল। কাঠী দু'টীর

মধ্যে একটী সোণার, আর একটী রূপার। সোণার কাঠীটী লইয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ রাজকুমারের হাত হইতে রাজকুমারীর গায়ে পড়িয়া গেল, ঐ কাঠী পড়িবামাত্র তখনই যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। যুবতী তখনই উঠিয়া বসিলেন এবং সম্মুখে রাজকুমারকে দেখিয়া তিনি অতিশয় ভীত হইয়া রাজকুমারকে বলিলেন, যদি যোগিবরের এখনই ধ্যানভঙ্গ হয়, তাহা হইলে আপনাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন।"

রাজকুমার যুবতীকে সঙ্গে না লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। যুবতীও রাজকুমারকে দেখিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও সম্মত হইলেন। তখন উভয়ে নৌকায় উঠিল এবং কতকগুলি চুনি সংগ্রহ করিয়া সেই বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজকুমারের মাতা পুত্রকে সেই যুবতীর সহিত অনেক চুনি আনিতে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

পরদিন প্রাতে রাজকুমার কতকগুলি চুনি লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সেগুলি উপহার দিল। রাজা বহুমূল্য চুনি সকল পাইয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন এবং তখনই সেগুলি কন্যার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

রাজকন্যাও সেই মূল্যবান চুনি সকল পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং রাজকুমারকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। রাজকুমার যদিও পূর্ব্বে সেই যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিল, তথাপি সেই কন্যাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিল না। শীঘ্রই মহাসমারোহে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। তখন সে মাতা ও দুইটী স্ত্রীকে লইয়া অতি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।

চারিবন্ধু।

এক
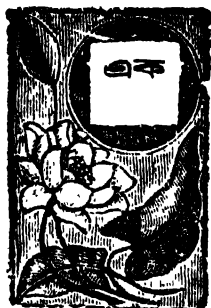
রাজপুত্রের তিন বন্ধু। মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র আর এক ধনবান্ সওদাগরের পুত্র। চারি বন্ধুতে বড় সদ্ভাব, প্রায় সর্ব্বদাই একত্রে কালযাপন করেন। এক সময়ে তাহাদের বিদেশ ভ্রমণে অভিলাষ হইলে স্ব স্ব পিতামাতা বা অন্যান্য গুরুজনের নিকট অনুমতি লইয়া প্রত্যেকে আপন আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া বিদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে তাহারা নগরের প্রান্তে উপনীত হইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তাহার পর পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া যাইতে যাইতে সন্ধ্যার সময় এক বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড মন্দির। তখন তাহারা অন্য উপায় না পাইয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

মন্দিরের অভ্যন্তরে কালীমূর্ত্তি। মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে এক সন্ন্যাসী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট আছেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড নাটমন্দির। চারি বন্ধুতে সেই নাট মন্দিরে সেই রাত্রিযাপন করিবার মনস্থ করিলেন। তদনুসারে এই স্থির হইল যে, প্রত্যেকে এক এক প্রহর রাত্রি জাগিয়া অপর তিনজনকে পাহারা দিবে।

প্রথম প্রহরে সওদাগর পুত্রের পালা পড়িল। অপর তিনজনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সওদাগরপুত্র কিছুক্ষণ নীরবে উপবিষ্ট থাকিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী একমনে দেবীর অর্চ্চনায় নিযুক্ত। যখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন।

তিনি দেখিলেন, সেই সন্ন্যাসী একখানি অস্থি লইয়া কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তিনি সে মন্ত্রগুলি পরিষ্কাররূপে শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার স্মরণ ছিল। মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হইতে না হইতে মন্দিরের চারিদিকে এক আশ্চর্য্য শব্দ শ্রুত হইল। পরক্ষণেই সওদাগরপুত্র দেখিলেন, বন হইতে রাশিকৃত অস্থি আসিয়া ক্রমে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসীর পদতলে সংগৃহীত হইল।

সওদাগরপুত্র স্তম্ভিত হইলেন। সন্ন্যাসী তাহার পর কি করিবে, তাহা জানিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল। কিন্তু এক প্রহর শেষ হইয়াছে দেখিয়া তিনি তখনই কোটালপুত্রকে জাগ্রত করিয়া স্বয়ং বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কোটালপুত্র জাগ্রত হইয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী গভীর আরাধনায় নিমগ্ন। তাঁহার পদতলে রাশিকৃত অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে এবং কেমন করিয়া সন্ন্যাসীর পদতলে উহা সংগৃহীত হইয়াছে, কোটালপুত্র তাহা জানিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ সন্ন্যাসী সেইরূপভাবে বসিয়া রহিলেন। চারিদিক ঘোর অন্ধকার, জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে সিংহাদি হিংস্র জন্তুগণের চীৎকার ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কোটালপুত্র দেখিলেন, সন্ন্যাসী পদতলস্থ সেই অস্থি-পুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করত এক মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। কোটালপুত্র সেই মন্ত্র এত পরিস্কাররূপে উচ্চারিত হইতে শুনিলেন যে, তিনি তখনই তাহা অভ্যাস করিয়া ফেলিলেন।

মন্ত্র পাঠ শেষ হইতে না হইতে সন্ন্যাসীর পদতলস্থ সেই অস্থিগুলি পরস্পর সংযোজিত হইতে লাগিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক কঙ্কালে পরিণত হইল। কোটালপুত্র এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু এক প্রহর অতীত হইতেই মন্ত্রিপুত্রকে জাগ্রত করিয়া স্বয়ং বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইলে মন্ত্রিপুত্র জাগ্রত হইয়া দেখিলেন, নিকটস্থ বন হইতে কি এক অস্বাভাবিক শব্দ শ্রুত হইতেছে। তখন তাহার প্রাণে আতঙ্ক হইল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, মধ্যরাত্রে ভূত ও প্রেতযোনিগণ বনের ভিতর এই প্রকার শব্দ করিতেছে, আর সেই বিকট শব্দ শুনিয়াই বন্যজন্তুগণ আহারান্বেষণে বিরত হইয়া স্ব স্ব গহ্বরে প্রত্যাগমন করিতেছে।

মন্ত্রিপুত্র সন্ন্যাসীর দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী গভীর আরাধনায় নিযুক্ত। আর তাহার পদতলে এক কঙ্কাল পতিত রহিয়াছে। তাহা মানুষের কি অপর কোন জন্তুর, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মধ্যে মধ্যে তিনি বনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল অতীত হইলে মন্ত্রিপুত্রের এক অদ্ভুত ব্যাপার নয়নগোচর হইল। তিনি দেখিলেন, সন্ন্যাসী সেই কঙ্কালের দিকে চাহিয়া কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। মন্ত্রিপুত্র একবার শুনিয়াই তাহা অভ্যাস করিয়া ফেলিলেন।

মন্ত্রপাঠ শেষ হইবামাত্র সেই কঙ্কালে মেদ মাংস ও চর্ম্ম সংযোজিত হইল। কিন্তু তখনও তাহাতে জীবন আসিল না। মন্ত্রিপুত্র আরও খানিক জাগিয়া শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার বাসনা করিলেন। কিন্তু তাহার সময় শেষ হওয়াতে তখনই রাজপুত্রকে জাগ্রত করিয়া স্বয়ং পুনরায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র জাগ্রত হইয়া যখন প্রহরীর কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন

দেখিলেন, সন্ন্যাসী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবনত মস্তকে দেবী প্রতিমার সমক্ষে বসিয়া আছেন। আর তাহার পদতলে একটা প্রাণশূন্য জীবদেহ পতিত রহিয়াছে। রাজপুত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইল। পূর্ব্বদিক রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়া বন-মধ্যস্থ অন্ধকার ক্রমেই দূর হইতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে রাজপুত্র মন্দিরের ভিতর কাহার কথা শুনিতে পাইলেন।

তখন সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া রাজপুত্র দেখিলেন, সন্ন্যাসী সেই প্রাণ-শূন্য দেহের দিকে চাহিয়া একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। রাজপুত্র মন্ত্র শুনিবামাত্র অভ্যাস করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর মুখ হইতে মন্ত্রটী বাহির হইতে না হইতে সেই মৃতদেহে জীবনসঞ্চার হইল এবং সে নিমেষ মধ্যে মন্দির হইতে পলায়ন করিল।

ঠিক এই সময়ে বনমধ্যে বিহঙ্গমকুল উষা-গীতি গাহিয়া উঠিল। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া রাজপুত্র তাহার অপর বন্ধু তিনজনকে জাগ্রত করিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহারা প্রস্তুত হইলেন এবং আপন আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া মন্দির ত্যাগ করিলেন।

বনের ভিতর দিয়া চারি বন্ধুতে গমন করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহারা এক জলাশয়ের নিকট একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাহারা সেই সরোবরে স্নান করিয়া কতকগুলি সুপক্ক ফল সংগ্রহ করত আহার কার্য্য শেষ করিলেন।

তথায় কিছুকাল বিশ্রামলাভের পর রাজপুত্র অপর বন্ধুগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! গতরাত্রে সেই মন্দিরের ভিতর সন্ন্যাসীর কোন অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়াছ? আমি তোমাদের শেষ প্রহরীর কার্য্য করিয়াছি, সুতরাং আমি যাহা দেখিয়াছি, সকলের শেষে বলিব, তোমরা কে কি দেখিয়াছ, আগে বল।"

রাজপুত্রের কথা শুনিয়া সওদাগরপুত্র বলিলেন, "প্রথমে যখন আমি সন্ন্যাসীর দিকে লক্ষ্য করি, তখন তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাহার চক্ষু মুদ্রিত ও শরীর নিশ্চল,একাগ্রচিত্তে তিনি দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তারপর আমার সময় যখন প্রায় শেষ হইয়াছে, তখন সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল। নিকটে একখানি হাড় ছিল,সন্ন্যাসী তাহা গ্রহণ করিয়া একটী মন্ত্রপাঠ করিলেন। মন্ত্রটী আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিলাম,সেই মন্ত্র মনে করিয়া রাখিয়াছি। সেই মন্ত্রপাঠ শেষ হইতে না হইতে বনের মধ্য হইতে একপ্রকার শব্দ শোনা গেল, অমনি নিমেষ মধ্যে কতকগুলি হাড় আসিয়া সন্ন্যাসীর পদতলে সঞ্চিত হইল। আমি কোটালপুত্রকে জাগ্রত করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

সওদাগরপুত্রের কথা শুনিয়া কোটালপুত্র বলিলেন, আমি যখন প্রথমে সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তখন সন্ন্যাসী দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার পদতলে কতকগুলি অস্থি পড়িয়াছিল। তাহার পর সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইলে সে একবারমাত্র সেই অস্থিগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, অমনি হাড়গুলি সংযত হইয়া গেল। মন্ত্রটী আমি বেশ শুনিতে পাইয়াছিলাম। কাজেই এখনও ভুলি নাই। সেই মন্ত্রপাঠ শেষ হইতেই আমি মন্ত্রিপুত্রকে জাগ্রত করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, "আমি জাগ্রত হইয়া দেখি, সন্ন্যাসী ধ্যানে মগ্ন। তাহার সম্মুখে একটী কঙ্কাল। কিছুক্ষণ পরেই তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। তাহার পর সেই কঙ্কালের দিকে চাহিয়া একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। মন্ত্রটী স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। এখনও বেশ মনে আছে। মন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র কঙ্কালে মেদ মাংস চর্ম্ম ও কেশাদি সংযুক্ত হইল। আমি তখন তোমায় জাগাইয়া পুনরায় শয়ন করিলাম।

মন্ত্রিপুত্রের কথা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন, এখন আমি যাহা দেখিয়াছি,

শোন। আমি জাগ্রত হইয়া সন্ন্যাসীকে ধ্যানমগ্ন দেখিলাম, আর তাহার সম্মুখে এক মৃতদেহ লক্ষ্য করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি সেই দেহ স্পর্শ করিয়া যেমন একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন অমনি সেই দেহ সজীব হইয়া এক লম্ফে দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার পর নিমিষের মধ্যে চক্ষুর অদৃশ্য হইয়া গেল।

পরস্পরের সাহায্যে এক অদ্ভুত বিদ্যালাভ করিতে সক্ষম হইয়া চারি বন্ধুই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন বৃথা কালক্ষয় না করিয়া আপন আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন।

কিছুদূর গমন করিয়া তাহারা আপন আপন বিদ্যা পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করিলেন। তদনুসারে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে অবতরণ করিয়া স্ব স্ব অশ্ব বন্ধন করিলেন। তাহার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একখণ্ড অস্থি সংগ্রহ করিলেন।

সওদাগরপুত্র সেই অস্থিকে গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট যে মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। অমনি সেই বনের চারিদিক হইতে আরও কতকগুলি অস্থি অসিয়া সেই বৃক্ষের তলে সংগৃহীত হইল। সওদাগরপুত্র ও তাহার তিন বন্ধু এই ব্যাপার দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। কোটালপুত্র তখন সেই অস্থিগুলির নিকট যাইয়া একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসীর নিকট হইতে শ্রুত সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অস্থিগুলি নড়িতে নড়িতে আপনাআপনিই সংযোজিত হইল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একটী কঙ্কালে পরিণত হইল।

কোটালপুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, আর তাহার মন্ত্রও সিদ্ধ হইল দেখিয়া সকলেই যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর মন্ত্রিপুত্র সেই কঙ্কালের নিকট গিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া অভ্যস্ত মন্ত্রটি পাঠ করিলেন, অমনি নিমিষমধ্যে সেই কঙ্কাল

মেদ মাংস চর্ম্ম ও লোমদ্বারা আবৃত হইল। তখন সকলেই বলিল, রাজপুত্র ইহা একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রদেহ। তুমি যদি নিজের মন্ত্রবলে ইহাকে জীবিত কর, তাহা হইলে এই ব্যাঘ্র নিশ্চয়ই আমাদিগকে হত্যা করিবে। এই ভয়ে অপর তিনজনে মিলিয়া রাজপুত্রকে নিজের মন্ত্র পরীক্ষা করিতে নিষেধ করিল কিন্তু রাজকুমার তাহাতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, তোমরা আপন আপন মন্ত্র পরীক্ষা করিয়াছ, আমিই বা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব কেন? তোমরা অগ্রে ঐ বৃক্ষের উপর আরোহণ কর। আমিও গাছের উপর খানিকটা উঠিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব।

রাজকুমারের জেদ দেখিয়া অপর তিন বন্ধু সেই বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন। রাজকুমার কিছুদূর উঠিয়া সেই দেহের দিকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করত নিমিষমধ্যে বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইলেন।

এদিকে মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র জীবিত হইয়া ভয়ানক শব্দ করিল এবং এক লম্ফে একটা অশ্বের উপর আপতিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অপর তিনটি অশ্বকে নিহত করিয়া একটীকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান করিল।

ব্যাঘ্র যখন তাহাদের দৃষ্টির সম্পূর্ণ বহির্ভূত হইল এবং যখন তাঁহারা গোঁ গোঁ শব্দ আর শুনিতে পাইলেন না, তখন চারি বন্ধুতে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া ক্রমাগত পদব্রজে গমন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

চারি বন্ধুতে মিলিয়া তীরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একখানি জাহাজ সেখান দিয়া যাইতেছিল। তাহারা সঙ্কেত দ্বারা নাবিকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। জাহাজ ঘাটে আসিয়া লাগিল এবং ইহাদের চারি বন্ধুকে লইয়া পুনরায় গন্তব্য স্থানে গমন করিতে লাগিল।

পাঁচদিন পরে জাহাজখানি এক বন্দরে উপস্থিত হইল। খাদ্যের

অভাব হেতু বন্ধুচতুষ্টয়ের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল, তাহারা বন্দরে অবতরণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

নগরের প্রান্তেই বাজার, সেখানে সারি সারি কত দোকান। মিষ্টান্নের দোকান আছে—লোক নাই। স্বর্ণকারের দোকানে স্বর্ণ রৌপ্যের গহনা আছে—লোক নাই। কাপড়ের দোকানে কাপড় আছে—দোকানদার নাই। পার্শ্বে একটা কামারের দোকানে সকল রকম অস্ত্র ছিল, কেবল কামার ছিল না। রাস্তায় লোকজনের নাম গন্ধ নাই, এমন কি গরু, বাছুর, ছাগল ইত্যাদি কোন পশুই নাই। বাড়ী আছে, কিন্তু কোথাও জনপ্রাণী তাহাদিগের নয়নগোচর হইল না। তখন তাহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা দেখিলেন, চারিজন পরমা-সুন্দরী যুবতী তাহাদের দিকে আগমন করিতেছে। তখন তাহারা একটী বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাহাদের রূপ ও হাবভাব দেখিয়া চারি বন্ধুতে মোহিত হইয়া গেলেন।

রমণী চারিজন তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া একজন একজনের হাত ধরিয়া বলিল, "স্বামিন্! আপনার জন্যই ত আমি এত কাল ধরিয়া আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছি। আজ আমার পরম সৌভাগ্য! এত কাল পরে আমার আশা পূর্ণ হইল।"

এই বলিয়া চারিজন যুবতী চারি বন্ধুকে বশীভূত করিয়া একটী রাজ-বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। তাহার পর তাহাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিতে দিল। বন্ধুগণ ভোজন করিয়া নব-পত্নীগণের সহিত বিশ্রাম করিতে গেলেন।

সেই চারিজন যুবতীর মধ্যে একজন রাজকুমারী ছিল। ভাগ্যক্রমে সেই চারিজন যুবতীর মধ্যে যিনি প্রকৃত রাজকুমারী, তিনিই রাজকুমারকে
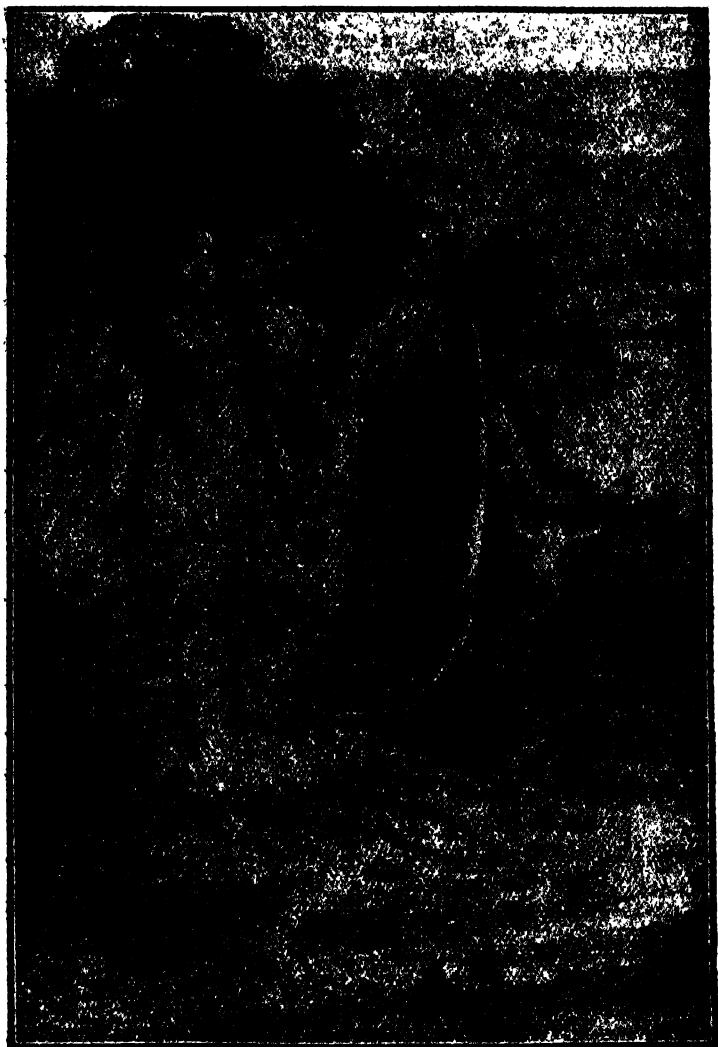
চারিজন পরমাসুন্দরী যুবতী তাহাদের দিকে আগমন করিতেছে।

স্বামিপদে বরণ করিয়াছিলেন। সকলে যখন নিজ নিজ মনোনীত স্বামীর সহিত বিশ্রাম করিতে গেল, রাজকুমারীও তখন রাজকুমারকে নিজ শয়ন-গৃহে লইয়া গেলেন। অপর তিনজনের স্ত্রী তাহাদের নগরের জনহীনতার বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু রাজকুমারী সেরূপ না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাজকুমারকে বলিলেন, "স্বামিন্! আপনাকে দেখিয়া রাজকুমার বলিয়াই বোধ হয়, সাধারণের এরূপ আচরণ সম্ভবে না। তাই আপনার জন্য আমার বড় দুঃখ হইতেছে। আমার সঙ্গিনী তিনজন মানুষ না—রাক্ষসী। উহারা কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়া আমার পিতামাতা—এখানকার রাজা ও রাণীকে একে একে গ্রাস করে। তারপর আমি ছাড়া রাজবাড়ীর আর সকলকে খাইয়া রাজ্যের সকল প্রাণীকেই ভক্ষণ করিয়াছে। যখন উহারা আপনাদিগকে দেখিতে পাইয়াছে, তখনই উহাদের লোভ হইয়াছে। কাল হউক, আর দু'দিন পরে হউক, রাক্ষসীরা আপনাদের সকলকেই সংহার করিয়া ভক্ষণ করিবে। আমাকেও যে ছাড়িয়া দিবে তাহা নহে; তবে আপাততঃ কিছুদিন হয় ত আমাকে ভক্ষণ করিবে না বলিয়াই বোধ হইতেছে।

রাজকুমার তাহার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, তারপর বলিলেন, "তুমি যে তাহাদের একজন নও, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? হয় ত তুমি একা আমাদের সকলকে ভক্ষণ করিবে, এই অভিপ্রায়ে এত কথা বলিতেছ।

রাজকুমারী বলিল, "ভাল, যদি তাহাই আপনার সন্দেহ হয়, তাহা হইলে আমি একটী কথা বলিয়া দিতেছি, আপনি ও আপনার বন্ধুগণ একটু চেষ্টা করিলেই অল্পদিনের মধ্যেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

রাজকুমার বলিলেন, "কি বল?"

রাজকুমারী বলিলেন, "একজন মানুষ যাহা ভক্ষণ করিতে পারে, এক

রাক্ষসী তদপেক্ষা শতগুণ দ্রব্য ভোজন করিতে পারে, আমার সঙ্গিনী তিনজন আমাদের সঙ্গে বসিয়া যাহা আহার করে, তাহাতে তাহাদের উদর পূর্ণ হয় না। তাহারা গভীর রাত্রে এই বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যায় এবং কোন দূরদেশে গিয়া মনুষ্য বা গো, মেষ, মহিষাদি জন্তু ভক্ষণ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আইসে। যদি তোমার বন্ধুগণ জাগ্রত থাকে, তাহা হইলেই তাহাদের কার্য্য দেখিতে পাইবে। কিন্তু সাবধান! তাহারা যেন ঘুণাক্ষরেও একথা জানিতে না পারে। তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই তাহারা আমাদের সকলেরই প্রাণসংহার করিবে।

রাজকুমার সম্মত হইয়া পরদিন অতি গোপনে তিনবন্ধুকে ডাকিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। তাহারাও ভয়ে ভয়ে কয়েক রাত্রি উপর্য্যুপরি রাজকুমারের পরামর্শমত কার্য্য করিল এবং স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, রাজকুমারের স্ত্রীর কথাই সত্য। তখন রাজকুমারীর পরামর্শমত তাঁহারা প্রতিদিন দিবাভাগে সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকিতে হইত বলিয়া রাক্ষসী সকল দিবাভাগে নিদ্রা যাইত। সেই অবসরে চারি বন্ধু ও রাজকুমারী নিজের কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার ও মূল্যবান্ প্রস্তরাদি সর্ব্বদাই সঙ্গে লইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিত।

কয়েকদিন পরে তাহারা অদূরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলেন। রাজকুমার ও তাহার বন্ধু তিনজন কৌশলে নাবিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে তীরে জাহাজ লাগাইতে বলিলেন। জাহাজের কাপ্তেন অতি সজ্জন লোক, তিনি বন্ধু চারিজন ও রাজকুমারীকে জাহাজে তুলিয়া লইলেন। জাহাজ পুনরায় গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল।

জাহাজে উঠিয়া রাক্ষসীদিগের সকল কথা ব্যক্ত করিয়া রাজকুমারী কাপ্তেনকে শীঘ্র জাহাজ চালাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, রাক্ষসীরা জাগ্রত হইবামাত্র সমুদ্রতীরে অন্বেষণ করিতে আসিবে, সে সময়

এই জাহাজ যদি তীর হইতে দশ যোজন দূরে থাকে, তাহা হইলে তাহারা আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

কাপ্তেন সম্মত হইয়া দ্রুতবেগে জাহাজ চালনা করিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাহারা রাক্ষসীগণের বিকট চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু জাহাজখানি তখন দশ যোজন অতিক্রম করিয়াছিল; সুতরাং রাক্ষসীগণ তাহাদের কোন অপকার করিতে পারিল না।

দুইদিন পরে রাজকুমারী, রাজকুমার ও তাহার বন্ধু তিনজন একটী বন্দরে অবতরণ করিলেন। অশ্ব না থাকায় তাহারা পদব্রজে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদূর গিয়া একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে বসিয়া সকলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। পরে রাজকুমার এক বন্ধুকে কিছু মিষ্টান্ন আনিতে বলিলেন।

নিকটেই বাজার ছিল, সওদাগরপুত্র সেই বাজারে মিষ্টান্ন আনিতে গেলেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না। বিলম্ব দেখিয়া রাজকুমার কোটালপুত্রকে পাঠাইলেন। তদনুসারে সেও গমন করিল, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিল না। রাজকুমার তখন মন্ত্রিপুত্রকে পাঠাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেও আর ফিরিল না।

রাজকুমার অগত্যা রাজকুমারীকে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাজারের দিকে গেলেন। দেখিলেন তাহারা তিন বন্ধু একটী দোকানে বসিলা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। রাজকুমারকে দেখিয়া অপর বন্ধুগণ বলিল, তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছি। যাহাকে তুমি রাজকুমারী মনে করিতেছ, সে রাক্ষসী। চল আমরা অন্যত্র পলায়ন করি।

এদিকে রাজকুমারী যখন দেখিল, রাজকুমারও ফিরিলেন না, তখন সে কষ্টে স্বষ্টে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন স্বয়ং বাজারে গমন করিলেন। সেখানে তিনি কয়েকখানি মূল্যবান্ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া

প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতঃ কিছুদিনের পর রাজকুমারের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমার সেখানে গিয়া এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা ক্রয় করিয়া আপনাকে রাজকন্যা বলিয়া রাষ্ট্র করিলেন, তারপর সেই দেশের রাজার অনুমতি লইয়া রাজ্যমধ্যে প্রচার করিলেন, যে কেহ পাশা খেলায় আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তিনি লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবেন। আর যিনি পরাস্ত হইবেন, তাঁহাকে লক্ষ টাকা দিতে হইবে।

দেশের রাজা ও সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক একে একে রাজকুমারীর সহিত পাশা খেলিতে আসিলেন, তাঁহারা সকলেই একে একে পরাস্ত হইয়া রাজকুমারীকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন।

এমন সময় সেই রাজকুমার ও তাঁহার বন্ধু তিনজন স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা শুনিতে পাইলেন। পরদিন রাজকুমার তাহার সহিত খেলিতে গেলেন, কিন্তু তিনি দশবারই উপর্য্যুপরি পরাস্ত হইলেন।

রাজকুমারের নিকট দশলক্ষ মুদ্রা না থাকায় রাজকুমারীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন, তখন রাজকুমার তাঁহাকে নিভৃতকক্ষে পাইয়া যখন পূর্ব্ব ঘটনা একে একে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, তখন রাজকুমার তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে! আমি না বুঝিয়া যে তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছি তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।"

রাজকুমারের বন্ধুগণ এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাহারা রাজকুমারের বিবাহ উপলক্ষে রাজ্যমধ্যে উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারের বন্ধুগণ, রাজা, রাণী ও প্রজাবর্গ সকলেই আনন্দ উৎসবে যোগদান করিলেন। কিন্তু রাজকুমারী তাদৃশ আনন্দিতা হইলেন না। তাঁহার পিতৃমাতৃশোকে হৃদয় জর্জ্জরিত হইতে লাগিল।

রাজকুমার ও রাজকুমারী।
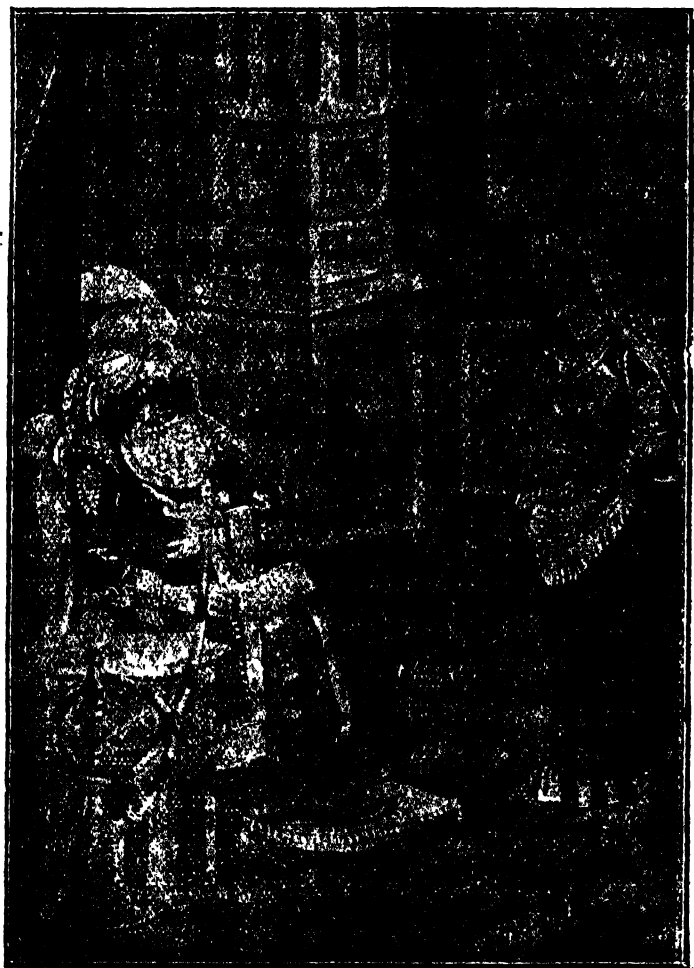
রাজকুমার তাহার অভিপ্রায় জানিয়া বন্ধু তিনটীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে যাইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে রাক্ষসীগণকে সংহার করিবার মন্ত্র শিক্ষা করিয়া পুনরায় রাজকুমারীর পিতৃভবনে গমন করিলেন।

রাজকুমার মন্ত্রপাঠ করিয়া রাক্ষসী তিনজনকে সংহার করিলেন। তাহার পর প্রাসাদের উত্তরে যে প্রকাণ্ড বন ছিল, সেই বনে গমন করিয়া বন্ধু তিনজনকে আপন আপন বিদ্যা প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে সওদাগরপুত্র অস্থি সংগ্রহ করিলেন, কোটালপুত্র অস্থিসংযোজনা করিলেন, মন্ত্রিপুত্র কঙ্কাল, মাংস, মেদ, চর্ম্ম ও কেশ যোজনা করিলেন, আর রাজকুমার প্রাণদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাজকুমারীর পিতা, মাতা, আত্মীয়বর্গ ও রাজ্যের সমস্ত প্রজাগণকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া রাজকুমার স্বদেশে লোক পাঠাইয়া স্ত্রীকে আনয়ন করিলেন। তিনি আসিয়া সকলকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং চারি বন্ধুর যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

এইরূপ আমোদ আহ্লাদে আরও কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া রাজকুমারী স্ত্রী ও বন্ধুত্রয়কে লইয়া নিজ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সুখে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

ছিন্নমুণ্ড

এক

রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র দু'জনে বড়ই সদ্ভাব। দু'জনে একসঙ্গে খেলা করেন, একসঙ্গে প্রতিপালিত হ'ন একসঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা করেন। মোট কথা, জন্মাবধি উভয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্ছেদ ছিল না। তাহারা যত বড় হইতে লাগিলেন, ততই দু'জনের অধিক সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন উভয়ে পরামর্শ করিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। দু'জনে দু'টী পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া এ রাজার দেশ, ও রাজার দেশ, সে রাজার দেশ এইরূপ করিতে করিতে অপর এক রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন, কত বড় বড় ঘরবাড়ী, মনোহর অট্টালিকা পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু জনপ্রাণী নাই—আছে কেবল পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি কিন্তু মনুষ্যের লেশমাত্র নাই। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এত বড় সহরে একটা মনুষ্য নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল কিন্তু তাহার কোন উপায় নাই—বড় বড় সুরম্য সরোবর আছে, লাল নীল শ্বেতপদ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। ভ্রমরেরা গুন্ গুন্ করিয়া মধুপান করিতেছে, সরোবরের তীরবর্ত্তী বৃক্ষের ডালে বসিয়া নানাজাতীয় কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুল গান করিতেছে। ধীরে ধীরে দক্ষিণে মৃদু মৃদু সমীরণ বহিয়া শরীর জুড়াইতেছে। হাটবাজার আছে, জিনিষপত্র আছে কিন্তু বিক্রেতা নাই। পথ আছে—পথিক নাই, সরোবর আছে—স্নানার্থী নাই,

মাঠে ঘাটে কোথাও মনুষ্য নাই—নগর জনশূন্য। ব্যাপার কি জানিবার জন্য রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই বন্ধু! ব্যাপার কি বল দেখি, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

মন্ত্রিপুত্র উত্তর করিলেন, "আমিও তোমাকে এখনই এই জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম, কিন্তু তুমিই আমাকে আগে জিজ্ঞাসা করিয়াছ।"

রাজপুত্র তখন ক্ষুধায় অস্থির হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন, "ভাই! এখন কিছু আহারের ব্যবস্থা না করিলে জীবন রক্ষা হয় না। যা হোক্, একটা কিছু স্থির কর।"

মন্ত্রিপুত্র বড়ই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "চল, সম্মুখে ঐ একটা অশত্থগাছ দেখা যাইতেছে, উহারই তলে গিয়া একটু বিশ্রাম করিবে, আমি চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া একবার দেখিয়া আসি—যদি কোন উপায় করিতে পারি।"

রাজপুত্র বলিল, "ভাই! আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, কোনরকমে ক্ষুধা সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, যত শীঘ্র হয় একটা উপায় দেখ।"

এই কথা বলিতে বলিতে দু'জনে সেই অশত্থমূলে উপনীত হইলেন। রাজপুত্র ঘোড়া হইতে নামিয়া বসিলেন, মন্ত্রিপুত্র নগরে বাহির হইলেন। তিনি বাজারে গিয়া দেখিলেন, বাজারে দোকান আছে কিন্তু খাদ্যদ্রব্য কিছুই প্রস্তুত নাই। ফলমূলাদি যাহা পাওয়া গেল, তাহা খাদ্যোপযোগী নহে, হাজিয়া পচিয়া গিয়াছে। চাউল, ডাউল, ঘৃত, ময়দা এইরূপ যাহা কিছু পাওয়া গেল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া তিনি অশ্বত্থতলে আসিয়া দেখিলেন রাজপুত্রের আর সে অবস্থা নাই। খাইবার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। কেবলই বলিতেছেন, "হীরাবতী রাজকন্যাকে বিবাহ করিব।"

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, "তোমার জন্য খাবার আনিয়াছি, এতক্ষণ যে 'খাই খাই' করিয়া অস্থির করিতেছিলে, এখন খাবার আনিয়াছি—খাও।"

কোন উত্তর নাই, কেবল সেই এক কথা "হীরাবতী রাজকন্যাকে বিবাহ

করিব” “হীরাবতী রাজকন্যাকে বিবাহ করিব।” মন্ত্রিপুত্র বড় বুদ্ধিমান, তিনি বুঝিলেন, অবশ্য ইহার ভিতর কোন গূঢ় কথা আছে, নতুবা এত অল্প সময়ের মধ্যে রাজপুত্রের এরূপ অবস্থা ঘটিল কেন? নিশ্চয়ই কোন একটা কারণ আছে, তাহা না, হইলে এমন মনোহর পুরী জনশূন্য কেন? এখানে অধিকক্ষণ থাকা হইবে না আমার যদি আবার এরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা হইলে কি করিব? যত শীঘ্র পারা যায় এস্থান ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত। এই ভাবিয়া তিনি রাজপুত্রকে বলিলেন, “চল, ঘোড়ায় চড়িয়া এখান হইতে চলিয়া যাই, তাহার পর হীরাবতী কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিব।” রাজপুত্র তখন ঘোড়ায় চড়িয়া আগে আগে যাইতে লাগিলেন।

মন্ত্রিপুত্র মনে মনে ভাবিলেন, রাজপুত্র ক্ষুধার কাতরতাবশতঃ বায়ু বিকৃতির জন্য উন্মাদ হইয়াছেন। বোধ হয়, আহার করাইলে সারিয়া যাইবে, কিন্তু আবার ভাবিলেন, তাহা নহে; যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে হীরাবতী রাজকন্যার বিবাহের কথা আসিবে কেন? চিরদিন রাজপুত্রের সঙ্গে একত্র আছি, এক মুহূর্ত্তের জন্য হীরাবতীর নাম কখন শুনি নাই। এ নাম কোথা হইতে আসিল? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সায়ংকালে তাঁহারা এক অন্য রাজার দেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া বাজার পাইলেন, বাজারে নানারকমের জিনিষপত্র কেনাবেচা হইতেছে। মন্ত্রিপুত্র একটী দোকানে বসিয়া রাজপুত্রকে পেট ভরিয়া খাবার কিনিয়া খাওয়াইলেন, আকণ্ঠ জলপান করাইলেন কিন্তু তাহাতে রাজপুত্রের রোগের উপশম হইল না, বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন দোকানদার ঐ কথা শুনিয়া মন্ত্রিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনারা কি মাণিকপুরে গিয়াছিলেন, হীরাবতীকে কি রকমে দেখিলেন?”

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, “আমরা ইহার পূর্ব্বে এক দেশে গিয়াছিলাম, এখান হইতে এক দুপুরের পথ হইবে। সেখানে দেখিলাম, জনমানব নাই।

দোকানপাট, হাটবাজার, বড় বড় বাড়ী সব পড়িয়া রহিয়াছে, জনপ্রাণী নাই। আমি রাজপুত্রকে এক অশত্থগাছের তলায় বসাইয়া বাজারে খাবার কিনিতে গেলাম, খাবার কিছু মিলিল না। আসিয়া দেখি, রাজপুত্রের এই দশা ঘটিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া দোকানদার একটু হাসিয়া বলিল, "ঠিক হইয়াছে।„

মন্ত্রিপুত্র কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে কিহে! আমার বন্ধু ভাল হবে ত?"

দোকানদার বলিল, "ভাল হওয়া না হওয়া ভগবানের হাত। মাণিক-পুরের রাজার রাজ্য বড় সুখেরই ছিল, প্রজাদের কোন দুঃখকষ্ট ছিল না। বছর দুই হইল, একটা রাক্ষস আসিয়া রাজকন্যা হীরাবতীকে বিবাহ করিতে চাহিল এবং বিবাহ না দিলে রাজ্যশুদ্ধ খাইয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখাইল। রাজা প্রথমতঃ প্রজারক্ষার জন্য কতকটা রাজী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু রাজপুত্রেরা বলিলেন, রাক্ষসকে ভগ্নী দিব কি? এই বলিয়া তাঁহারা রাক্ষসকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, রাক্ষসও তখন সমস্ত লোকজনকে খাইয়া ফেলিতে লাগিল, তাহার পর হীরাবতী রাজ-কন্যাকে রাজবাড়ীর সম্মুখে একটা দীঘি আছে, তাহারই ভিতর বাড়ীঘর করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। সেই অবধি রাজকুমারী সেই বাড়ীতেই দিবা রাত্রি থাকে, কখন কখন ডাঙ্গায় উঠিয়া চুল শুকায়, সেখানে ত আর মানুষ যায় না যে, তাহাকে কেহ দেখিতে পাইবে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাক্ষসটা সেখানে থাকে না, এক একবার আসে, আবার তখনি চলিয়া যায়।"

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, "তবেই ত ঘোর বিপদ! রাজকুমারী হীরাবতীকে রাক্ষস যদি বিবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আবার কিরূপে তাহার বিবাহ হইতে পারে? আর রাক্ষস থাকিতে তাই বা কিরূপে সম্ভবিতে পারে?"

যাহাই হউক, মন্ত্রিপুত্র সেই দোকানে পাকাদি করিয়া রাজপুত্রের সহিত

একত্র আহার করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সেই নগর ত্যাগ করিয়া অন্য পথ দিয়া স্বদেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্পিত মত কাজও হইল, সেদিন তাহারা একটি গ্রামে আসিয়া এক বৃহৎ বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন।

মন্ত্রিপুত্র শয্যা প্রস্তুত করিয়া বন্ধুর শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তাঁহার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। খাবার প্রস্তুত হইলে দু'জনে আহারাদির পর শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় রাজপুত্র ঘুমাইয়াছেন কিন্তু মন্ত্রিপুত্রের চক্ষে নিদ্রা নাই, তিনি কেবল ভাবিতেছিলেন, কেমন করিয়া ভালয় ভালয় বন্ধুকে দেশে লইয়া যাইবেন, কেমন করিয়াই বা হীরাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন।

এমন সময় একটা পাখী আসিয়া গাছের ডালে বসিয়া গাছকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে বৃক্ষ! তোমার তলায় কে?"

গাছ বলিল, "রাজপুত্র পাগল হ'য়েছে, হীরাবতী রাজকন্যাকে বিবাহ করবে ব'লে।"

পাখী বলিল, "করবে বটে, বাঁচবে না।"

গাছ বলিল, "কেন?"

পাখী বলিল, "বাসরঘরে সর্পাঘাতে দু'জনেই মারা যাবে।"

গাছ বলিল, "উপায় কি?"

পাখী বলিল, "যদি এমন কেহ থাকে যে, সেই সাপকে মারিয়া ফেলে, তবে রক্ষা পাবে। এই বলিয়া পাখী উড়িয়া গেল।"

মন্ত্রিপুত্র সমস্তই শ্রবণ করিলেন, তিনি মনে মনে করিলেন, "এ কি দেববাণী!"

রাত্রি দুই প্রহরের সময় আবার বৃক্ষপত্রের পূর্ব্ববৎ শব্দ হইল, আর একটা পাখী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে বৃক্ষ! তোমার তলায় কে?

গাছ বলিল, "রাজার পুত্র পাগল হ'য়েছে, হীরাবতী রাজকন্যাকে বিবাহ করবে ব'লে।"

পাখী বলিল, "করবে বটে, বাঁচবে না।"

গাছ বলিল, "কেন ?"

পাখী বলিল, "বিবাহের পর বরক'নে যখন রাজবাড়ী প্রবেশ করবে, অমনি সিংহদ্বার ভেঙ্গে পড়্বে, তাতে দু'জনেই মারা যাবে।"

গাছ বলিল, "ইহার প্রতিকার কি ?"

পাখী বলিল, "আছে, যদি এমন কেহ থাকে যে, সে আগেই সেটা ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারে, তবেই রক্ষা পাবে" এই বলিয়া পাখী উড়িয়া গেল।

তৃতীয় প্রহরেও আর একটী পক্ষী আসিয়া গাছকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে বৃক্ষ! তোমার তলায় কে ?"

গাছ বলিল, "রাজপুত্র পাগল হ'য়েছে, হীরাবতী রাজকন্যাকে বিবাহ করবে ব'লে।"

পাখী বলিল, "করবে বটে, বাঁচবে না।"

গাছ বলিল, "কেন ?"

পাখী বলিল, "বিবাহের পর কন্যা যখন আহার করবে, তখন প্রথম গ্রাসের ভাত গলায় আট্‌কে মারা যাবে।"

গাছ বলিল, "ইহার প্রতিকার নাই ?"

পাখী বলিল, "আছে বই কি, যদি এমন কেহ থাকে যে, সে গ্রাসটা কাড়িয়া খায়, তবে হীরাবতীর মরিবার ভয় থাকিবে না।" এই বলিয়া পাখী পূর্ব্ববৎ উড়িয়া গেল।

শেষ রাত্রিতে আবার একটা পাখী আসিয়া গাছের উপর বসিল এবং পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে বৃক্ষ! তোমার তলায় কে ?"

গাছ বলিল, "রাজপুত্র পাগল হ'য়েছ, হীরাবতী রাজকন্যাকে বিবাহ কর্‌বার জন্যে।"

পাখী বলিল, "কর্‌বে বটে বাঁচ্‌বে না।"

গাছ বলিল, "কেন?"

পাখী বলিল, "যেদিন বরক'নে নগর ভ্রমণে বাহির হবে, সেদিন রাজহস্তী মত্ত হ'য়ে শুঁড়ে জড়াইয়া দু'জনকেই মারিয়া ফেলিবে।"

গাছ বলিল, "ইহার প্রতিকার কি?"

পাখী বলিল,—আছে, যদি এমন কেহ থাকে হাতীটাকে মারিয়া ফেলিতে পারে, তবেই বাঁচিয়া যাইবে।"

"কিন্তু এই সকল কথা জানিতে পারিয়া যদি কেহ তাহার প্রতিকার করে তাহা হইলে সে এই সকল কথা প্রকাশ করিবামাত্র পাষাণ হইয়া যাইবে। তবে হীরাবতীর অগ্রে যে পুত্র জন্মিলে, যদি জন্মিবামাত্র সেই শিশুকে কাটিয়া তাহার ছিন্নমুণ্ড ঐ পাষাণের উপরে বসাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তির পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইবে। আর যতদিন একথা লোকালয়ে প্রকাশ না হবে, ততদিন হীরাবতী গর্ভবতী হইবে না।" এই বলিয়া পাখী উড়িয়া গেল।

মন্ত্রিপুত্র সমস্ত রাত্রি জাগিয়া চারি প্রহরে চারি কথাই শুনিয়াছিলেন, প্রাতে উঠিয়া বন্ধুকে লইয়া স্বদেশোভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অষ্টাহ মধ্যেই স্বদেশে পৌছিলেন।

রাজা ও রাণী পুত্রের এমত অবস্থা দেখিয়া এবং মন্ত্রিপুত্রের মুখে সমস্ত কথা অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাদের সেই একটিমাত্র পুত্র যদি এরূপ বিকৃতমনা হয়, তবে রাজ্য কিরূপে চলিবে, আর তাঁহারাই বা কিরূপে প্রাণধারণ করিবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন।

রাজা ও রাণীর এরূপ কাতরতা দেখিয়া মন্ত্রিপুত্র পরদিনেই হীরাবতী রাজকন্যার অনুসন্ধানে কতকগুলি লোকজন লইয়া বাহির হইলেন এবং

অষ্টাহকাল মধ্যে সেই জনশূন্য বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নিকটবর্ত্তী রাজ্যে আপনার লোকজন রাখিয়া দিলেন ও আপনি সেই সরোবরতীরে গিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন। প্রথমদিন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দ্বিতীয় দিন সরোবরের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিতে পাইলেন—এক অসূর্য্যম্পশ্যা নবযৌবন-সম্পন্না যুবতী ধীরে ধীরে জলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সরোবরের সোপান-শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রিপুত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সেই বরাননা অলক্তরাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধর সঞ্চালন করিয়া মন্ত্রি-পুত্রকে বলিলেন, "আপনি এখানে কেন? এখানে রাক্ষস আছে, যদি আসিয়া দেখিতে পায়, খাইয়া ফেলিবে।

মন্ত্রিপুত্র উত্তর করিলেন, "আপনার উদ্ধারের জন্যই আসিয়াছি, আমি এক রাজ্যের মন্ত্রিপুত্র। রাজপুত্র আমার পরম বন্ধু, তিনি আপনাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছেন। যেরূপে পারি, আমি আপনার উদ্ধার করিব।"

রাজকন্যা বলিলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি এবং দেখিয়া অবধি দিবারাত্র তাঁহারই জন্যই ভাবিতেছি। কিন্তু সে আশা আকাশ-কুসুমের অপেক্ষাও অসম্ভব। রাক্ষসকে নষ্ট করিতে না পারিলে কোন উপায় নাই। তাহার মৃত্যুর উপায় জানি কিন্তু তাহা সাধন করা মানুষের অসাধ্য। এই সরোবর মধ্যে দুইটী সুন্দর অট্টালিকা আছে, একটীতে আমি থাকি, অপরটীতে রাক্ষস বাস করে। আমার পিতামাতা, সৈন্যসামন্ত সকলকেই রাক্ষস খাইয়া ফেলিয়া কেবল আমাকে বিবাহ করিবার জন্য রাখিয়া দিয়াছে। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে বলিলাম, আমি তিন বৎসরের জন্য এক ব্রত লইয়াছি, সেই ব্রতনিয়ম পালন না হইলে আমি পুরুষের মুখ দেখিব না। সেজন্য সে রাত্রিকালে আসিয়া দেখে—আমি

আছি কি পলাইয়াছি। রাজপুত্র আমাকে নামটী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু—

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, "রাক্ষসের মৃত্যুর উপায় কি বলুন, তাহা জানিতে পারিলে যতই দুঃসাধ্য হউক, তাহা সাধন করিবার চেষ্টা করিব।"

রাজকুমারী বলিলেন, রাক্ষস যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের ভিতর একটী সোণার ছোট বাক্সের মধ্যে দু'টী ভোমরা ভোমরী আছে, তাহারাই রাক্ষসের প্রাণ। সেই ভোমরা ভোমরীকে হাতে লইয়া এক নিশ্বাসে মারিয়া ফেলিলেই রাক্ষস ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া মরিয়া যাইবে কিন্তু মারিবার সময় যদি কোনরূপে পলাইয়া যায় বা জীবিত থাকে, তাহা হইলে রাক্ষস শতগুণে বাড়িয়া উঠিবে। সেই বাক্সটী রক্ষা করিবার জন্য একটী অজগর সর্প তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। কেহ তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেই সে তাহাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিবে কিন্তু একটী সুবিধা আছে, কোন একটী বৃহৎ জন্তু তাহাকে খাইতে দিলে সাত আট দিন আর তাহার নড়িবার শক্তি থাকে না।

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, রাক্ষস কোন্ সময় এখানে আসে, আর কতক্ষণই বা থাকে ?

রাজকুমারী বলিলেন, সমস্তদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রি দশ দণ্ড সময়ে আসে এবং সমস্ত রাত্রি থাকে, আবার ভোরের সময় চলিয়া যায়।

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, আচ্ছা, আমি আজ এখন আসি। এই বলিয়া সেদিনের মত বিদায় লইলেন, বিদায় লইবার কালে এই মাত্র বলিয়া গেলেন যে, আপনি প্রতিদিন এই সময় একবার করিয়া বাহিরে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন।

রাজকুমারী বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে আজই জলের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেখিয়া যাইতে পারেন। রাক্ষস সূর্য্য থাকিতে আসিবে না। এখনও বেলা দুই প্রহর হয় নাই।

মন্ত্রিপুত্র রাজকুমারীর সহিত সরোবরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটী সুন্দর দিব্য অট্টালিকা, তাহার ছুইটী ভাগ। একটীতে রাক্ষস থাকে, অপরটীতে রাজকুমারী থাকেন। তাঁহারা প্রথমে রাক্ষসের প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা। তাহার এক পার্শ্বে সেই অজগর সর্প একটী বাক্সকে বেষ্টন করিয়া পড়িয়া আছে। রাজকুমারী বলিলেন—ঐ দেখুন উহার মধ্যে ভোম্‌রা ভোম্‌রী আছে, ঐগুলিকে মৃত্তিকা স্পৃষ্ট না করিয়া শূন্যে মারিয়া ফেলিতে হইবে। বড় শক্ত কাজ। এইটি বেশ করিয়া মনে রাখিবেন।

এই কথাবার্ত্তা হইলে মন্ত্রিপুত্র জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিলেন এবং বিলম্ব না করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মন্ত্রিপুত্র বাসায় আসিয়া স্থির করিলেন যে, রাজকুমারী বলিয়াছেন সর্পটাকে একটা বড় জন্তু খাইতে দিলে সে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে। যাহা হউক, আমায় একটা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে কিন্তু তাহার সহিত এমন কোন বিষাক্ত দ্রব্য দিতে হইবে, যাহাতে সে খাইবামাত্র একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়।

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি একটী হরিণশাবক শিকার করিলেন এবং যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই হরিণের সহিত এমন বিষাক্ত জিনিস দিয়া তাহাকে দিলেন যে, সে খাইবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

সেই শুভক্ষণে মন্ত্রিপুত্র কৌশলে বাক্সটী তুলিয়া লইলেন এবং রাজকন্যাকে বলিলেন—আপনি জল ছাড়িয়া স্থলে উঠুন এবং আপনার পিতার প্রাচীন প্রাসাদে লুক্কায়িত হউন। ভোম্‌রা-ভোম্‌রী যদি দৈবাৎ আমার হস্তস্খলিত হয় রাক্ষস আসিয়া আমাকেই সংহার করিবে, আপনি অন্য কোন রাজার রাজ্যে পলাইয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন।

রাজকন্যা উত্তর করিলেন—তাহা কোনরূপে নিরাপদ নহে, যদি

আমরা দু'জনে মিলিয়া ভোম্‌রা-ভোম্‌রী দু'টীকে মারিতে পারি, তবেই রাক্ষস বিনাস হইবে, নতুবা উভয়েই তাহার হাতে প্রাণ হারাইব। আপনি মারিবেন, কিন্তু দৈবাৎ যদি কোনটা আপনার হস্তচ্যুত হয়, আমি হাত পাতিয়া তাহাকে মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে দিব না।

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, "ভাল, তাই চলুন, আমরা প্রাসাদে যাইয়া ইহাদের মারিয়া ফেলিব। এই বলিয়া তাহারা প্রাসাদের একটী নিভৃত স্থানে আসিয়া ভোম্‌রা ভোম্‌রী দু'টীকে একচাপে মারিয়া ফেলিলেন।

এদিকে রাক্ষসও সরোবরের সোপান শ্রেণীর উপর পড়িয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। রাজকুমারীর উদ্ধার সাধন হইলে মন্ত্রিপুত্র আপনার সঙ্গীগণকে তথায় ডাকিয়া আনিলেন এবং রাজপুত্রকেও আনিতে পাঠাইলেন। রাজকন্যাও আপনার আত্মীয়স্বজন কুটুম্বগণকে সংবাদ দিয়া আনাইলেন। সকলে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রিপুত্রের প্রস্তাবানুসারে রাজকন্যার বিবাহের দিন স্থির করিল।

রাজা ও রাণী হীরাবতীকে দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন এবং রাজপুত্রও সুস্থ হইলেন। ক্রমে সেই পরিত্যক্ত রাজধানীতে প্রজা সঞ্চয় হইতে লাগিল এবং অল্পদিনেই রাজধানী জনপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিবাহের দিন উপস্থিত। নগর কোলাহলময়, গীতবাদ্য ও মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। বিবাহের পর বাসরগৃহে বরকন্যা আমোদ আহ্লাদে মত্ত। মন্ত্রিপুত্র খুব সতর্ক, তিনি পূর্ব্বকথা সকলই স্মরণ রাখিয়াছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, একটী বিষধর সর্প ধীরে ধীরে নবদম্পতীর শয্যার নিকট উপস্থিত হইল, তিনি দেখিবামাত্র একখানি তরবারি লইয়া সর্পের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের পরদিন সকলেই সেখানে অবস্থান করিলেন। রাজকন্যা আহারে বসিয়া, প্রথম গ্রাসমুখে তুলিতে যাইতেছেন, এমন সময় মন্ত্রিপুত্র আসিয়া তাহা কাড়িয়া খাইলেন। ইহাতে সকলেই অবাক হইয়া

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি তখন অন্তঃপুরে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজকুমারী স্বামীসহ শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহারা রাজধানী প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজহস্তী মত্ত হইয়া নবদম্পতির চতুর্দ্দোলার নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া মন্ত্রিপুত্র তীর নিক্ষেপে হস্তীকে মারিয়া ফেলিলেন। ক্রমে জনসঙ্ঘ রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মন্ত্রিপুত্র লোক দিয়া সিংহদ্বার ভাঙ্গিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন এমন সময় তাহা আপনি পড়িয়া গেল। পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকায় কাহারও কোন অনিষ্ট হইল না। নবদম্পতি নিরাপদে রাজবাড়ী প্রবেশ করিলেন।

বিবাহোৎসব শেষ হইলে, কিছুদিন পরে রাজকুমারী স্বামীর সঙ্গে পিতৃরাজ্যে গমন করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার যশোবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু সন্তানাদির কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। এজন্য রাজা, রাণী, রাজপুত্র এবং হীরাবতী সকলেই উদ্বিগ্ন—যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। একদিন মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্রকে বলিলেন, আপনার সন্তানাদি যে হইবে না তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে সুফলের আশা করা যায় না, অন্য উপায় অবলম্বন না করিলে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারা দুঃসাধ্য—দুঃসাধ্যই বা বলি কেন, একেবারে অসাধ্য।

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র তাহা জানিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইলেন এবং মন্ত্রিপুত্রকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, যদি আমার আশা ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে বলিতে পারি।

রাজপুত্র বলিলেন—সে কেমন কথা, ভাল করিয়া খুলিয়া বল—শুনি?

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন,—সে কথা বলিতে হইলে আমার দেহ পাষাণময় হইয়া যাইবে—আমার নরলীলা ফুরাইয়া যাইবে।

রাজপুত্র বলিলেন—তবে তাহা শুনিতে চাহি না।

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন—না শুনিলে আপনার কিছুতেই সন্তানাদি হইবে না, কাজেই শুনিতে হইবে।

রাজপুত্র বলিলেন—আমার এমন পুত্রে কাজ নাই।

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন,—আমার মাতাপিতা এখনও জীবিত আছেন বলিয়া আমি বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছি, তাঁহারা জীবিত না থাকিলে আমি আপনার বিবাহের পরেই সমস্ত কথা প্রকাশ করিতাম। যে দৈববাণী অনুসারে রাজকুমারী হীরাবতীর অনুসন্ধান মিলিয়াছে, সেই দৈববাণীতেই আপনার বংশরক্ষার কথা আছে, কিন্তু সে কথার সঙ্গে ইহাও শুনিয়াছি যে, প্রকাশ করিবামাত্র আমাকে পাষাণ হইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু এ দেহ পুনঃপ্রাপ্তির উপায় থাকিলেও তাহা আপনার মর্ম্মভেদী, আপনি তাহাতে সম্মত হইতে পারিবেন না। আপনি কেন, এ পৃথিবীতে কেহই তাহা পারে না।

রাজপুত্র অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে এ কথা রাজা ও মন্ত্রীর কাণে তুলিলেন।

মন্ত্রী মহাশয় ক্রমে আপনার পুত্রকে রাজপুত্রের নিকট হইতে সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আজন্মের বন্ধুর সঙ্গ পরিত্যাগ সহজ নহে, শীঘ্র হইবারও নহে, এজন্য মন্ত্রিপুত্র কিছুতেই তাহা পারিয়া উঠিলেন না। মন্ত্রী মহাশয়েরও সেই একমাত্র পুত্র, কিন্তু অল্প বয়সেই তাঁহার দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। রাজার বংশরক্ষার উপায় না দেখিয়া মন্ত্রিপুত্র বড়ই চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কি করিবেন। তাঁহার আপনার প্রাণ

ত্যাগ না করিলে রাজপুত্রের সন্তান উৎপাদনের কোন সম্ভাবনা নাই; ক্রমে এই কথা হীরাবতীর কর্ণগোচর হইল, তিনি শুনিতে পাইলেন যে মন্ত্রিপুত্র আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিলে তিনি গর্ভবতী হইবেন না এবং মন্ত্রিপুত্র সে কথা প্রকাশ করিবামাত্র পাষাণ হইয়া যাইবেন। পরে হীরাবতীর গর্ভে প্রথমে পুত্র বা কন্যা যাহাই জন্মিবে, তাহার ছিন্নমুণ্ড সেই পাষাণখণ্ডের উপর বসাইয়া দিলে মন্ত্রিপুত্র নিজদেহ পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।

হীরাবতী শুনিয়া আহ্লাদের সহিত তাহাতে সম্মত হইলেন। সে কথা মন্ত্রিপুত্র শুনিলেন, তিনি হীরাবতীর মনের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বুঝিয়াছিলেন। বুঝুন আর নাই বুঝুন, রাজার বংশরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যাঁহারা স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থ চিন্তা করেন, কোন বাধাবিঘ্ন তাঁহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে পারে না।

একদিন বৈকালে রাজপুত্র হীরাবতীকে লইয়া নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত, এমন সময় মন্ত্রিপুত্র তথায় উপস্থিত হইবামাত্র রাজপুত্র ও তাঁহার পত্নী তাঁহাকে লইয়া আপনাদের নিকট বসাইলেন এবং পূর্ব্ব ঘটনাগুলি একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিপুত্র তখন রাজপুত্রের উন্মাদরোগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, এদিকে তাঁহার দেহও ক্রমে শিলাখণ্ডে পরিণত হইতে লাগিল। রাজপুত্র ও তাঁহার পত্নী হীরাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে সেই শিলাখণ্ড আপনার শয়ন গৃহে লইয়া গিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। সায়ংকালে এই কথা রাজধানীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। যে শুনিল, সেই শতমুখে মন্ত্রিপুত্রের মহানুভবতার প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজমন্ত্রী ও তাঁহার পত্নী পুত্রশোকে অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের কিছুতেই শোকের নিবৃত্তি হইল না। রাজমন্ত্রী পুত্রহারা হইয়া সকল কাজ ছাড়িয়া দিলেন। রাজকার্য্যে নানা বিশৃঙ্খল ঘটিতে লাগিল, রাজা আপনাকে বড় বিপন্ন মনে করিতে লাগিলেন, পুত্রের

অপত্যলাভ অপেক্ষা ইহাতে তাঁহার বেশী কষ্ট জন্মিল। এইরূপে দুই তিন মাস অতীত হইতে না হইতে হীরাবতীর গর্ভসঞ্চার হইল। রাজপুত্র বন্ধুহারা হইয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন, তিনি আর অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতেন না। বন্ধুকে বাঁচাইতে না পারিলে তিনি আর জনসমাজে মুখ দেখাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ক্রমে হীরাবতী পূর্ণগর্ভা হইলেন। তিনি আপনিই ধাত্রীর বদলে ঘাতিকা আনাইয়া রাখিলেন। দশমাস দশদিনে তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে সেই শিলাখণ্ড সূতিকাগারে লইয়া যাওয়া হইল। হীরাবতী ঘাতিকাকে নিকটে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, আমার গর্ভে যে পুত্র হইবে তাহাকে কাটিয়া তাহার ছিন্নমুণ্ড এই শিলাখণ্ডে বসাইয়া দিতে হইবে।

এই কথাগুলি শেষ হইতে না হইতে হীরাবতী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িলেন, একটী পরম সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। রাজপুত্র সূতিকাগারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, নবজাত শিশুর রোদনধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইবামাত্র মহামায়ার মায়াপ্রভাবে তিনি মোহযুক্ত হইয়া বলিলেন, "ঘাতিকে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমাকে ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে দাও।"

ঘাতিকা ক্ষান্ত হইল, দাসীগণ হীরাবতীর চৈতন্যসম্পাদনে ব্যস্ত হইয়া নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজা ও রাজমন্ত্রী অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া শিশুকে দর্শন করিলেন। তাহাকে যে দেখিল সেই ভুলিল, হত্যার কথা মুখে আনিতে পারিল না। রাজা, রাজপুত্র, রাজমন্ত্রী কেহ কোন কথা না বলিয়া বাহিরে আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হীরাবতীর চৈতন্য হইল, তিনি পুত্রকে জীবিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিবার কথা বলিলেন এবং তাহা না করিলে তিনি যে মহাপাপে লিপ্ত হইবেন, তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

শিশুহত্যার জন্য যে ঘাতিকা আসিয়াছিল, সে তদ্দণ্ডে শিশুর শিরচ্ছেদন করিয়া শিলাখণ্ডে তাহার ছিন্নমস্তকটি বসাইয়া দিল, অমনি মন্ত্রিপুত্র পূর্ব্বদেহ ধারণ করিলেন।

শিশুর জন্য রাজা ক্ষুণ্ণ, রাজপুত্র ক্ষুণ্ণ, সকলেরই মনে শোকের সমাকুলতা অনুভূত হইতে লাগিল কিন্তু ইহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, বাহিরে এক জটাকমণ্ডলুধারী সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদের অভিপ্রায় জানাইলেন। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সন্ন্যাসী রাজবাটী প্রবেশ করিয়া রাজান্তঃপুরে নিহত শিশুকে দেখিতে চাহিলেন, রাজা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সূতিকাগৃহে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী প্রসূতিকে শিশুর ছিন্নমুণ্ড জোড়া দিতে আজ্ঞা করিলে হীরাবতী তাহাই করিলেন। সন্ন্যাসী কমণ্ডলু হইতে এক গণ্ডুষ জল লইয়া "সঞ্জীবনী মন্ত্রে" তাহা পবিত্র করিয়া শিশুর গাত্রে সিঞ্চন করিবামাত্র শিশু চক্ষু মেলিয়া হাত পা ছুড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সকলে যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী শঙ্খমণি ।

কোন রাজার দুই রাণী—বড় রাণী ও ছোট রাণী। বড় রাণীর দুইটী পুত্র, বড়টীর নাম সুরেন, ছোটটীর নাম ভূপেন। দুই ভায়েই সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। সুরেনের বিবাহের বয়স হইল। রাজা বড়রাণী অপেক্ষা ছোট রাণীকে বেশী ভালবাসিতেন। রাজকুমারী দু'টী রাজার চক্ষের তারার ন্যায়, এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। একদিন ছোটরাণী অভিমানভরে একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, রাজা গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ছোটরাণী ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, চক্ষু দু'টী অশ্রুজলে ভাসাইয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া রাজা ছোটরাণীর হাত ধরিয়া তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছোটরাণী পূর্ব্বাপেক্ষা মুখ ভারি করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না; রাজা যতই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ছোটরাণীর মনভার ততই বেশী দেখিতে পাইলেন। পরিশেষে রাজার অত্যন্ত কাতরতা দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি আমাকে বিবাহ না করিয়া আমাকে তোমার পুত্রবধূ করিলে ভাল হইত। সৎ মা আজকালকার ছেলেদের মা নয়, তা না হ'লে সুরেন আমাকে কি এমন কথা বলিতে সাহস করে?"

রাজা যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—সেকি কথা! ছেলেরা তোমায় কি বলিয়াছে, যদি তাহারা কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে এখনই তাহার প্রতিশোধ দিতেছি।

ছোটরাণী উত্তর করিলেন, আমি কেমন ক'রে সে কথা মুখে আন্‌বো! আপনি রাজা, রাজবুদ্ধি ধরেন—মনে মনে বুঝিয়া দেখুন, আর আমি বল্‌তেই কি বাকী রেখেছি।

রাজা তৎক্ষণাৎ অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া ঘাতককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘাতক রাজাকে রাগত দেখিয়া গলায় কাপড় দিয়া করযোড়ে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহাকে হুকুম দিলেন—এখনি সুরেন ও ভূপেনের মস্তক কাটিয়া আমাকে তাহাদের রক্ত দেখাইবে, আর বড়রাণীকে একটা গর্ত্ত করিয়া নীচে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিবে।

এই কথা বলিবামাত্র ঘাতক চলিয়া গেল। রাজাও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বড়রাণী ও তাঁহার পুত্রেরা রাজাজ্ঞা অবগত হইয়া ঘাতকের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঘাতক তাঁহাদের ভৃত্য, বিশেষতঃ বড়রাণী চাকর-চাকরাণীদিগকে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার আদর যত্নে চাকরমাত্রেই বাধ্য ছিল। রাজকুমারদিগকে সে কাছে লইয়া বলিল—আমি অনেকদিন

আপনাদের নিমক খেয়েছি, কি ক'রে আপনাদের গায়ে অস্ত্র চালাইব, আপনাদিগকে দু'টি পক্ষিরাজ ঘোড়া আনিয়া দিতেছি, আপনারা তাহাতে চাপিয়া পলাইয়া যান, আর রাণী মা বাপের বাড়ী চলিয়া যান।

তখন তাঁহারা একত্রে তিনজনেই রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কে কোথায় গেলেন, পরস্পরে তাহা জানিতে পারিলেন না। সুরেন মনে করিলেন—ভূপেন অগ্রে গিয়াছে, ভূপেন মনে করিলেন, দাদা আগে গিয়াছেন।

এদিকে ঘাতক একটা কুকুরকে কাটিয়া তাহার রক্ত লইয়া রাজাকে দেখাইয়া বলিল—মহারাজ! এই দেখুন রাজকুমারদের রক্ত। আর রাজবাড়ীর একটা ঢিপি দেখাইয়া বলিল, এইখানেই বড়রাণীকে পুঁতিয়া ফেলিয়াছি।

ছোটরাণী খুব খুসী হইলেন। বড়রাণীকে পুতিয়া ফেলা হইয়াছে, সপত্নীর কুমারেরাও নাই—এখন নিষ্কণ্টক, রাজাকে লইয়া নানারকম আমোদ আহ্লাদে মগ্ন হইলেন। রাজার কিন্তু মনে সুখ নাই। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। রাজার হাতীশালায় হাতী কাঁদে, ঘোড়াশালায় ঘোড়া কাঁদে, পথে ঘাটে কুকুর শিয়াল কাঁদিয়া বেড়ায়। যজ্ঞশালায় আর আগুন জ্বলে না, পুরোহিত নিত্য হোম করিতেন, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। এই সকল দুর্লক্ষণ দেখিয়া শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা দু' একজন করিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন, রাজার মনে তখন বড় ভয় হইল। পাছে ছোটরাণীর মনঃকষ্ট হয়, তজ্জন্য কিছু প্রকাশও করিতেন না। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল।

একদিন ছোটরাণীর দাসী আসিয়া রাজাকে জানাইল, ছোটরাণী এক সন্ন্যাসীর নিকট ঔষধ খাইয়া গর্ভধারণ করিয়াছেন। ছোটরাণী অঞ্চল পাতিয়া শয়ন করেন, আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা এই কথ

শুনিয়া রাজ্যের নানাস্থানে লোক পাঠাইয়া নানাপ্রকার সুমিষ্ট ফলমূল আনাইয়া রাণীকে খাইতে দিলেন। একদিন রাজা রাজ-জ্যোতিষীকে ডাকিয়া গণনাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। ছোটরাণী তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে গোপনে একশত সুবর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিলেন। জ্যোতিষী রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ছোটরাণীর গর্ভে ইন্দ্রতুল্য রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ভূমিষ্ট হইবামাত্র সকল অনিষ্ট দূরীভূত হইবে, কিন্তু রাজা তাহাকে সূতিকালয়ে দর্শন করিলে তাহার প্রাণহানি হইবে। ছয়মাস উত্তীর্ণ হইলে রাজকুমারকে দেখিতে পাইবেন। তাহাতে তাহার আয়ু ও বল বৃদ্ধি পাইবে, সকল মঙ্গল হইবে।" এই কথা বলিয়া রাজ-জ্যোতিষী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পক্ষিরাজে আরোহণ করিয়া এ রাজার দেশ ছাড়িয়া অন্য রাজার দেশ—এইরূপে যাইতে যাইতে এক রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, সেখানকার রাজা পুত্র কন্যা না রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন ; রাজহস্তী রাজা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি সেইখানে ঘোড়াটী বাঁধিয়া রাখিয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে রাজহস্তী রাজার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাকে শুণ্ডে জড়াইয়া পৃষ্ঠের উপর বসাইয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইল। রাজমন্ত্রী আসন ছাড়িয়া নমস্কার করিলেন, রাজহস্তী রাজকুমারকে শূন্য সিংহাসনে বসাইল। মন্ত্রী তাহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন, ভৃত্য মাথায় রাজছত্র ধরিল, অপরে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। অন্য রাজকর্ম্মচারিগণ আসিয়া রাজানুগ্রহলাভের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সভাভঙ্গ হইলে সকলে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এইরূপে বড় রাজকুমার রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন ও সুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

বড় রাজকুমার ছোট ভাই ভূপেনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। পিত্রালয় হইতে বিমাতার ষড়্‌যন্ত্রে পলাইয়া আসিবার কালে পাছে তাহার কোন বিপদ ঘটে সেজন্য বড় ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজকুমারেরা পাটেশ্বরী বড়রাণীর পুত্র জানিয়া পলায়নকালে কেহ তাহাদের তত্ত্ব লয় নাই।

পক্ষিরাজ মাটী মাড়াইয়া চলে না—সে ছোট রাজকুমাকে লইয়া আকাশপথে চলিতে লাগিল, বহুদূর যাইবার পর স্নানাহারের কালে—এক রাক্ষসের দেশে নামিল। রাক্ষসেরা দিবাভাগে পৃথিবীর যেখানে সেখানে যায়, সন্ধ্যাবেলা তাহারা আপনাপন ঘরে নিদ্রা যায়, কচিৎ কেহ পথে ঘাটে বাহির হয়। ভূপেন ক্ষুধাতৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, এমন একটা লোক পথে দেখিতে পাইলেন না যে, তাহার আতিথ্যগ্রহণ করিয়া যৎসামান্য আহার করিতে পারেন। তিনি আপনার অপেক্ষা পক্ষিরাজ ঘোড়ার আহারের জন্য কিছু বেশী বিব্রত হইলেন। একটী বৃক্ষতলে ঘোড়াটীকে ছাড়িয়া দিয়া আপনি সতৃষ্ণনয়নে রাজপথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, এমন সময় একটী পরমাসুন্দরী ষোড়শী যুবতীকে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিলেন। রাজকুমার ভাবিতে লাগিলেন, কুলস্ত্রীর সাথে আলাপ করা শাস্ত্রবিহিত নহে, অতএব তাহার নিকট আতিথ্যগ্রহণের প্রার্থনা চলিতেই পারে না। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় সেই বরাঙ্গনা নিকটে আসিয়া আপনিই রাজকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূপেন লজ্জাবনত হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন। স্ত্রীলোকটি বলিল, আপনি দ্বিধা করিবেন না—এ দেশ আপনার দেশের ন্যায় মনে করিবেন না। এখানে পরপুরুষের সহিত আলাপে কোন বাধা নাই। আমার পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকেরা আপনাকে গৃহে লইয়া গিয়া একত্র কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিলেও কেহ কিছু বলিবে না। এখানে আমার সহিত আলাপ পরিচয়ে

যদি আপনার আপত্তি থাকে, আমাদের বাড়ীতে আসুন। রৌদ্রে আপনার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে, বোধ হয় ক্ষুধায়ও কাতর হইয়াছেন। আপনি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে আসুন, সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শীতল জল পাইবেন, আমি আপনাকে স্নান করাইয়া দিব, গা হাত পা মুছাইয়া পেট ভরিয়া সুখাদ্য খাওয়াইব। আসুন—এই বলিয়া রাজকুমারের হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে আপন বাড়ীতে লইয়া গেল। অশ্বটীও তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। কিয়ৎকাল মধ্যেই তাঁহারা এক বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বৃহৎ বাড়ী কিন্তু তত বড় বাড়ীর মধ্যে জনমানব নাই। ইহা দৃষ্টে রাজকুমারের মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। যাহাই হউক, অতিশয় ক্ষুধাতৃষ্ণার আধিক্যে তাঁহাকে বড় বেশী চিন্তা করিবার সুবিধা দিল না। সুন্দরী সুগন্ধ তৈলে তাঁহার গাত্রসম্বাহন করিল, পুষ্করিণী হইতে স্বচ্ছ সুশীতল জল তুলিয়া তাঁহাকে স্নান করাইয়া সূক্ষ্ম সুন্দর বসন পরিধান করিতে দিল, তাহার পর নানাবিধ ফলমূল মিষ্টান্নে পরিতোষপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইল। পক্ষিরাজও প্রচুর খাদ্যে পরিতুষ্ট হইল। আহারের পর সুকোমল সুন্দর শয্যায় শয়ন করিয়া রাজকুমার এই সকল ঘটনা স্বপ্ন-কল্পিতের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন।

বেলা অবসান হইয়া আসিল, সূর্য্যদেব অস্তাচলে চলিলেন, পক্ষীরা কলরব করিতে লাগিল, ক্রমে আকাশ ঘনঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। দিক্‌দিগন্তর হইতে রাক্ষসেরা আপন আপন বাড়ীতে ফিরিতে আরম্ভ করিল রাত্রি চারিদণ্ডের মধ্যে সমস্ত রাক্ষসালয় কোলাহলময় হইয়া উঠিল। রাজকুমার যে রাক্ষসীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহার নাম শঙ্খমণি। ক্রমে শঙ্খমণির পিতামাতাও বাড়ীতে আসিল। তাহারা আসিবামাত্র শঙ্খমণি তাহাদের নিকটস্থা হইয়া রাজকুমারের পরিচয় দিল। রাক্ষস বলিল, কাল

আর কোথাও যাইব না, রাজকুমারকে থাইয়া ঘরে থাকিব ; এ বুড়ো বয়সে দিন দিন আর ঘুরিতে ফিরিতে পারি না, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, না গেলেও চলে না। মা! বড় কাজ ক'রেছিস্ বাছা, তোর কল্যাণে আমাদিগকে কাল আর কোথাও পেটের জন্য ছুটাছুটি করিতে হইবে না।

শঙ্খমণি রাক্ষসীর পালিতা কন্যা। সে রাক্ষসের মহিমা বেশ জানে, সে উত্তর করিল, "বাবা, কালকার দিনটা থাকুক, আমার কেমন ক্ষুধামান্দ্য হ'য়েছে—তোমরা খাবে আর আমি খেতে পাব না? আমাকে রেখে যদি তোমাদের খেতে ইচ্ছা হয়, কালই খাইয়া ফেল।"

রাক্ষস বলিল, "তাও কি হয়, আমাদের ছেলে নাই, তুমি আমাদের ছেলে, তোকে রেখে কি খেতে পারি? আচ্ছা তা পরশুই হবে। দেখিস্ যেন পালায় না।"

শঙ্খমণি উত্তর করিল, "যখন ঘরে আনিয়া পুরিয়াছি, তখন আর পালাবে কোথায়?"

রাজপুত্র সমস্তই শুনিতে পাইলেন, আহারাদি করিয়া তিনি ভয়ে ভয়ে শয়ন করিলেন এবং কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, এইবার প্রাণ গেল। ঘাতকের হাতে যদি বাঁচলাম ত আর রাক্ষসীর হাতে পরিত্রাণ নাই। রাত্রিকাল, যাই বা কোথায়? আর কিরূপেই বা যাওয়া যায়! রাক্ষসের দেশ, এমন নয় যে, এই বাড়ী হইতে বাহির হইলে মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইব যে, তাহারা আসিয়া আমার হইয়া দাঁড়াইবে ; তাহা হইলেও পলাইবার পথ ছিল।

রাজপুত্র বিছানায় পড়িয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় শঙ্খমণি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"রাজকুমার, আমাকে বিবাহ করিতে হইবে, যদি বিবাহ না করেন, তাহা হইলে আপনার প্রাণরক্ষার উপায় নাই।

তবে, আমি এই পর্য্যন্ত আপনাকে বলিতে পারি, আর আপনার কোন দুঃখ থাকিবে না—জলে আগুনে শত্রুহস্তে আপনার মৃত্যু হইবে না, চিরদিন সুখে থাকিবেন, আমি আপনার দাসী হইয়া যাবজ্জীবন চরণসেবা করিব। আমার প্রাণ আপনাকে বই আর কাহাকেও চায় না, আমি আপনার রূপে মুগ্ধ হইয়াছি।

বিবাহ না করিলে রাজপুত্রের প্রাণরক্ষার কোন উপায় ছিল না—এই কথাটা ঠিক! কাজেই তিনি স্বীকার করিলেন। শঙ্খমণি তৎক্ষণাৎ বেলফুলের গড়ের মালা দু'ছড়া আনিয়া উপস্থিত হইল, এক ছড়া রাজপুত্রের হাতে দিল, আর এক ছড়া তাহার গলায় পরাইয়া দিল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। রাজপুত্রও হাতের মালাছড়াটী প্রণয়িণীর গলদেশে অর্পণ করিলেন। তাঁহাদের গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ হইয়া গেল।

শঙ্খমণি কিয়ৎকাল পরে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, কিন্তু রাজপুত্রের কিছুতেই ঘুম হইল না। তিনি মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইল, তখন তাঁহার তন্দ্রাবেশ আসিল, এমন সময় শঙ্খমণি জাগিয়া উঠিল। পার্শ্বের ঘরে তাহার পিতামাতা জাগিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, রাক্ষস-পল্লীর সকলেই আপন আপন বাড়ীতে জাগিয়া যাহার যাহা সঞ্চয় ছিল আহার করিয়া লইল। শঙ্খমণির পিতামাতা যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া গেল—দেখিস্ যেন পলায় না; যদি পলায় তাহা হইলে তোকে মারিয়া খাইয়া ফেলিব। শঙ্খমণি কোন উত্তর করিল না।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাক্ষস-পল্লী আবার সমস্ত দিনের জন্য নীরব হইল। শঙ্খমণি দেখিল, রাজকুমার তখনও ঘুমাইতেছেন, তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত না জন্মাইয়া আপনি গৃহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ঘরদ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সে স্নান করিল, রাজকুমারের জন্য স্নানের জল তুলিয়া রাখিল,

তাহার পর পাকাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। রন্ধনকার্য্য প্রায় শেষ—এমন সময় রাজকুমারের প্রায় নিদ্রাভঙ্গ হইব। তাহার বক্ষঃস্থলে চিন্তার ভার সমান ছিল, তিনি উদ্বিগ্ন মনে চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলেন। শঙ্খমণি তাড়াতাড়ি তাঁহার জন্য জল আনিয়া আপনি তাহার মুখ হাত ধুইয়া দিল। রাজকুমার প্রাতঃকৃত্য সারিয়া স্নান করত আহার করিতে বসিলেন, শঙ্খমণি আসিয়া কাছে বসিল, পতিকে বিমনা দেখিয়া সে বলিল—"আহারের পর বিশ্রাম করিবেন কি ?"

রাজপুত্র। "বিশ্রাম বই আর কি কাজ আছে—যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি, ততক্ষণ বিশ্রামেই কাটাইতে হইবে।"

শঙ্খমণি। আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হইতেছে না ? এখন রাক্ষস-রাক্ষসী এখানে নাই—রাক্ষস পাড়াতেও কেহ নাই। আপনাকে আমার কিছু বলিবার আছে, আগে বলি—আমার মুখের কথা শুনিয়া তাহার পর একটা ব্যবস্থা করুন।"

রাজপুত্র। "কি বল, যাহা বলিবে তাহাই করিব ; তুমিই আমার এতক্ষণ প্রাণরক্ষা করিয়াছ, নতুবা এতক্ষণ রাক্ষসের উদরে জীর্ণ হইয়া যাইতাম।"

শঙ্খমণি। "আপনার পক্ষিরাজ ঘোড়া কয়জন মানুষ লইয়া উড়িতে পারে ?"

রাজপুত্র। "কেন ?"

শঙ্খমণি। দেখুন, আমি রাক্ষসী নই, আপনার মত আমিও একজন রাজকন্যা। যে রাক্ষসটাকে দেখিলেন, সে আমার পিতামাতা, চাকর-বাকর, এমন কি রাজ্যশুদ্ধ লোককে খাইয়া ফেলিয়াছে, ভগবানের কৃপায় কেবলমাত্র আমাকে এখনও খায় নাই—এখানে আনিয়া কন্যার ন্যায় পালন করিতেছে। ঐ যে একটী ঘর দেখিতেছেন, ঐ ঘরে দুইটী সাপ ও

সাপিনী লোহার খাঁচায় আবদ্ধ আছে, ঐ দুইটাই রাক্ষসের প্রাণ। ঐ দুইটাকে কোনরূপে কাটিয়া ফেলিলে রাক্ষস ও রাক্ষসী যে যেখানে আছে, সে সেইখানেই মরিয়া যাইবে। আমরা ইত্যবসরে পক্ষিরাজে চড়িয়া পলাইয়া যাইব, ইহাই আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি; আপনি তাহার জন্য প্রস্তুত হউন, আমি এখন আসি।

শঙ্খমণি যে রাক্ষসী নহে—রাজকুমারী, একথা শুনিয়া রাজকুমারের সকল চিন্তা দূর হইল। রাজকুমার বলিলেন,—তবে তুমি খাইয়া আইস, আমার পক্ষিরাজের পিঠে একখানি তরওয়াল বাঁধা আছে, তাহাতে সাপ দু'টাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিব।

এই বলিয়া রাজকুমার তাড়াতাড়ি তরওয়ালখানি লইয়া আসিলেন, রাজকুমারীও আহার করিয়া আসিলেন; পরে দু'জনে এক সঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সর্প দুইটাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাজকুমারী সঞ্চিত মণিরত্নাদি যাহা ছিল, তাহা লইয়া পতির পশ্চাদ্‌গামিনী হইলেন। রাজকুমার অগ্রে পত্নীকে অশ্বপৃষ্ঠে চাপাইয়া আপনি তাহার পশ্চাদ্দেশে আরোহণ করিলেন, পক্ষিরাজও আকাশপথে উড্ডীন হইল। ক্রমে এ রাজার দেশ ও রাজার দেশ অতিক্রম করিতে করিতে তাহারা এক দেশে আসিয়া নামিলেন। দেশটী দেখিয়া রাজকুমারী পিতার নষ্টরাজ্য বলিয়া চিনিতে পারিলেন। রাক্ষসের ভয়ে সেখানে জনমানবের সমাগম নাই—সকল বাড়ীই জনশূন্য। তাহারা সেই রাজ্যে নামিয়া রাজবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমারী স্বহস্তে পাক করিয়া দু'জনে আহার এবং সকালে বৈকালে পরিত্যক্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদিন রাজকুমারী স্বামীকে বলিয়া দিলেন যে, এই নগরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণে সমুদ্র, যদি কোথাও বেড়াইতে যান, তাহা হইলে কদাচ উত্তরমুখে গমন না করিয়া পশ্চিমদিকে

বেড়াইতে যাইবেন, রাজকুমারও পত্নীর যুক্তিমত কখনও বেড়াইবার সাধ হইলে পশ্চিমদিক ছাড়া অন্যদিকে গমন করিতেন না। বেড়াইতে বাহির হইয়া যে দিন যাহা দেখিতেন, তাহা প্রণয়িনীর নিকট আসিয়া বলিতেন। এইরূপে পাঁচ সাতদিন বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন তিনি আর বাড়ী ফিরিলেন না। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হইল তখনও তাঁহার দেখা নাই। রাত্রি শেষ হইল দেখিয়া রাজকুমারী শয্যাশায়িনী হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, সেই রাক্ষস-রাক্ষসী কি বাঁচিয়াছিল? তাহারা আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিল, না অপর কেহ শত্রুতা সাধিল! এইরূপে তাহার মনে নানারূপ ভয় উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু কোনটারই মীমাংসা হইল না। শেষ রাত্রিতে তাহার একটু তন্দ্রাবেশ হইল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে স্বপ্নে সেই রাক্ষস ও রাক্ষসীকে দেখিয়া তিনি ভয়ে কাঁদিয়া উঠিলেন। পরে ঘুম ভাঙ্গিলে বুঝিতে পারিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এইরূপে দুই তিনদিন কাটিয়া গেল, রাজকুমারের কোন উদ্দেশ হইল না। রাজকন্যা ভাবিলেন, একবার রাজকুমারের মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার বড় ভাই আছেন, মা বাপও আছেন, বোধ হয় বা তাঁহাদেরই সন্ধানে গিয়াছেন। অতএব আমার আর এস্থানে থাকা নিরাপদ নহে। কি জানি রাক্ষসের মায়া বুঝিয়া উঠা যায় না। যাহাই হউক, এই নির্ব্বান্ধবা পুরীতে একাকিনী কেমন করিয়াই বা থাকি। এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া তিনি শয্যার উপর একখানি পত্র লিখিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। পত্রখানি তাঁহার স্বামীর নামে লিখিয়া রাখিলেন।

"প্রিয়তমে! আজ কয়েক দিবস গত হইল, আপনাকে দেখিতে না পাইয়া আমার বড় দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, আমি একা থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া এই স্থান ত্যাগ করিয়া আপনারই অনুসন্ধানে বাহির

হইলাম যতদিন না আপনাকে পাই, ততদিন নানাস্থানে ভ্রমণ করিব এবং মধ্যে মধ্যে এই রাজধানীর পশ্চিমদিকে যে এক বৃহৎ মাঠ আছে— সেই মাঠ পার হইলে প্রথমে যে গ্রাম পাওয়া যাইবে তাহার নাম দাউদ-পুর, সেই গ্রামে এক সওদাগর আছেন, তাঁহার নাম বীরেশ্বর। তিনি আমার পিতৃবন্ধু, তাঁহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিব। আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে যদি আপনি আসেন, তাহা হইলে এখানে না থাকিয়া সেইস্থানে যাইবেন, সেখানে আদর যত্ন পাইবেন। আপনার জন্য আমার বড়ই ভাবনা হইয়াছে, আপনার অভাবে আমার জীবন অকিঞ্চিৎকর।—

শ্রীচরণসেবিকা—

শঙ্খমণি।

রাজকন্যা পিতৃরাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তরমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাক্ষসবাসে অবস্থিত থাকিয়া নানারূপ মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়াছিলেন। নানাপ্রকার মনুষ্য, পশুপক্ষীর রূপধারণ করিতে পারিতেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি স্বামীর নিরুদ্দেশ গণনা করিয়া বুঝিলেন, তিনি উত্তরদিকেই অবস্থান করিতেছেন কিন্তু সেইদিকেই ডাকিনীর দেশ। ডাকিনীদের আচার ব্যবহার সকই তিনি জানিতেন, সুতরাং উত্তরদিকে যাইতে তাহার ভয় হইল না। তিনদিন ক্রমাগত উত্তরমুখে চলিবার পর ডাকিনীদের দেশে উপস্থিত হইলেন। গ্রামগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে সংলগ্ন, কোন কোন গ্রামগুলি বা তাহাদের উপরে অবস্থিত।

স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী নদীগুলি রজতধারার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। নানাজাতীয় বৃক্ষবল্লী ফলে ফুলে শোভা পাইতেছে, পক্ষীর কূজনে গ্রামগুলি অতি রমণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কোথাও বা ডাকিনীরা নদীজলে অবগাহন করিতেছে কিন্তু সকলের সঙ্গেই এক একটী পশু,

কাহার সঙ্গে বানর কাহার সঙ্গে মেষ, কাহার সঙ্গে অশ্ব ইত্যাদি নানা জাতীয় পশু লইয়া ডাকিনীরা আপন আপন পশুর গাত্রমার্জ্জনা করিয়া দিতেছে, কেহ বা আদর করিয়া কোলে লইতেছে, কেহ বা মুখচুম্বন করিতেছে। রাজকন্যা সেই সকল পশুর মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন ইহারা সকলেই মানুষ—সকলেই সুন্দর যুবা পুরুষ।

ডাকিনীরা পুরুষ পাইলেই মন্ত্রবলে পশু করিয়া রাখে। দিবাভাগে তাহারা পশুর আকার ধারণ করিয়া থাকে এবং রাত্রিকালে স্ব স্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সুন্দরী চিরযৌবনা ডাকিনীদের সহিত বিহার করে।

রাজকুমারী এখানে ডাকিনী বেশ ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, সুতরাং কেহ তাহাকে কোনরূপ সন্দেহ করে নাই। রাজকুমারী এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, তাহার স্বামী মেষরূপে এক ডাকিনীর অঙ্ক শোভা করিয়া রহিয়াছেন। তিনি রাজকুমারীকে চিনিতে পারিলেন না। স্বামীকে দেখিয়া রাজকুমারী সেখানে অপেক্ষা করিলেন না, এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিগেন। কিছুকাল বিলম্বে ডাকিনী যখন আপন ভেড়াটীকে কোলে লইয়া নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইল তখন রাজকন্যা সেই বাড়ীটী চিনিয়া লইয়া বাজারে গেলেন। বাজারে যাইয়া দেখিলেন দোকানগুলিতেও ডাকিনীরা কেনা বেচা করিতেছে। সে দেশে পুরুষমাত্র নাই—সবই স্ত্রীলোক, সকলেই ডাকিনী।

রাজকন্যা এক দোকানে গিয়া কতকগুলি মিষ্টান্ন ও একখানি সুন্দর পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া যে বাড়ীতে তাহার স্বামী আছেন, সেই বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং "সই কোথা—সই কোথা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ডাকিনী রাজকুমারীকে স্বজাতীয়া ডাকিনী স্থির করিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিল এবং আদর করিয়া ঘরে লইয়া গেল।

রাজকুমারীকে যত্নপূর্ব্বক খাটের উপর বসাইয়া ডাকিনী বলিল, "সই ! আমি খাইতে বসিয়াছিলাম তুমি বসো, আমি হাত ধুইয়া আসি। এই বলিয়া সে গৃহান্তরে যাইতে উদ্যত হইল।

রাজকুমারী বলিলেন, "তবে ত বড় অন্যায় করিলাম সই ! তুমি এত সন্ধ্যাবেলায় খাও, তা আমি জানিতাম না, তাহ'লে একটু পরেই আসিতাম।"

ডাকিনী বলিল, "সই ! আমার ভেড়াটার সকালে খাওয়া অভ্যাস, তাই আমি তাহাকে লইয়া খাইতে বসিয়াছিলাম। যাই সেটাকে বাঁধিয়া আসি।" এই বলিয়া ডাকিনী চলিয়া গেল।

রাজকুমারী কি উপায়ে স্বামীর উদ্ধারসাধন করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে সেখানে থাকিলে তাহার সুবিধা হইবে কি না, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ডাকিনী ফিরিয়া আসিল। রাজকুমারী তাহাকে সেই পট্টবস্ত্র ও মিষ্টান্ন দিয়া বলিলেন, "সই ! তবে আজ আসি ?"

ডাকিনী। ওমা, তাও কি হয় ! কখনও আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলা পড়ে না, যদি আজ কোন রকমে পড়্‌লো তা এখনই চলিয়া যাইবে !

ডাকিনী পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সই তাহার ভেড়া চুরি করিতে আসিয়াছে—সাবধান হইতে হইবে, কিন্তু ডাকিনী তাহাতে বড়ই মজবুত—তাহার নিকট হইতে ভেড়াটাকে লইয়া যাওয়া সহজ কথা নয়। ডাকিনী সইকে বেশ করিয়া আহার করাইয়া দ্বিতীয় খাটে তাঁহাকে শয়ন করিতে দিল।

রাজকন্যা বলিলেন, "সই ! আমাকে অন্য ঘরে বিছানা দিলেই ভাল হইত, ভেড়াকে ছাড়িয়া তোমার ঘুম হইবে ত ?"

ডাকিনী বলিল, "এক রাত্রির বই ত' নয়, তুমি নূতন সই এসেছ, তোমার সঙ্গে আজকের মত একসঙ্গে শুইব।"

এই বলিয়া ডাকিনী অন্য ঘরে ভেড়াটাকে একটা ছিদ্রবিশিষ্ট লোহার সিন্দুকে রাখিয়া তালাবদ্ধ করিয়া দিল, তাহার পর দু'জনে শয়ন করিল। কিয়ৎকাল পরে ডাকিনী অঘোরে ঘুমাইল। রাজকন্যা যখন দেখিলেন তাহার মন্ত্রের ফল ফলিয়াছে, তখন তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন এবং যে ঘরে মেষটী বাঁধা ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি শীঘ্র বাহির হইয়া আসুন!"

রাজকুমার বলিলেন, "সিন্দুকে যে তালাবদ্ধ, কিরূপে যাইব?

রাজকুমারী বলিলেন, "আপনি ঠেলিলেই খুলিয়া যাইবে?

রাজকুমারী তাহার স্বামীকে নিজ মূর্ত্তিতে বাহির হইতে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "এই বাড়ীর সম্মুখে যে একটী গাছ আছে, আপনি তাহাতে উঠিয়া বসুন, আমি যাইতেছি।"

রাজকুমার বলিলেন, "তোমার সই কোথায়—যদি আসিয়া পড়ে?"

রাজকন্যা বলিলেন, "তাহাকে আমি আধমরা করিয়া রাখিয়াছি, সে মড়ার মত বিছানায় পড়িয়া আছে। পরে যাহাতে সে বাঁচিতে পারে, তাহারই একটা উপায় করিয়া যাইতেছি। আপনি শীঘ্র যান।"

রাজকুমার বাড়ী হইতে বাহিরে আসিয়া একটী গাছে উঠিয়া বসিলেন। রাজকুমারীও তাড়াতাড়ি আসিয়া সেই বৃক্ষে আরোহণ করিলেন, অমনি গাছের শিকড়গুলির চড়্‌চড় শব্দ হইতে লাগিল। রাজকুমার সেই শব্দ শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। রাজকুমারী তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, গাছ মাটী ছাড়িয়া আকাশপথে ছুটিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে গাছ আর চলিবে না, যেখানে মৃত্তিকা স্পর্শ করিবে সেইখানেই থাকিয়া যাইবে। কাজেই উহার উপযুক্ত স্থান

প্রয়োজন। এদিকে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, আর অধিকদূর যাওয়া যাইবে না ভাবিয়া একটা নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে বড় বড় বাড়ী, হাট-বাজার, হাতিশালা, ঘোড়াশালা সমস্তই আছে, লোকজনের বাস অনেক, আবার নগরের বাহিরে একটা প্রকাণ্ড ছাউনী আছে, তাহাতে বড় বড় তাঁবু পড়িয়াছে। হাতী ঘোড়া অনেক বাঁধা রহিয়াছে, সাত আটজন পন্টন সিপাই খাটিয়ায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে—দেখিয়া রাজকুমারের বড় কৌতূহল জন্মিল, তিনি পত্নীকে বলিলেন, "দেখ, সকাল হইলে ত' আর তোমার গাছ চলিবে না, দিবাভাগে কিরূপে কোথায় কাটান যাইবে, তার কোন সুবিধা করিতে পারিবে কি?"

রাজকন্যা বলিলেন, "তা না হয় এইখানে আজকার দিনটা কোন গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইয়া কাটান যাইবে, পরে রাত্রিকালে অন্যত্র গমন করিব।"

রাজকুমার বলিলেন, "তাই ভাল।"

অতঃপর রাজকুমারী বৃক্ষ হইতে নামিয়া স্বামীর সঙ্গে একটী গৃহস্থের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ গৃহস্বামী এবং তাহার পত্নী ভিন্ন সে বাড়ীতে আর কেহই ছিল না। প্রাতঃকালেই গৃহদ্বারে অতিথি উপস্থিত দেখিয়া গৃহস্থ আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিলেন, সঙ্গে স্ত্রীলোক দেখিয়া গৃহস্বামিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অতি যত্নসহকারে রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। রাজকুমার বৃদ্ধ গৃহস্বামীর নিকট বসিয়া বড় আপ্যায়িত হইলেন। বৃদ্ধ ও যুবকে নানারূপ কথা হইতে লাগিল। বৃদ্ধ বলিল, "মহাশয়! আজ দুই দিন হইতে এখানে তরকারী পত্র, খাবার-দাবার, জিনিষপত্র বড়ই দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। কোন দেশের এক রাজা আসিয়া এখানে ছাউনী করিয়াছেন, সঙ্গে পাঁচ হাজার সৈন্য। কেহ বলিতেছে, বিদেশী রাজা তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কেহ বলিতেছে,

এখানকার রাজা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়া রাজকার্য্য চালাইতে পারেন না, রাজকুমার বড় দুরন্ত, প্রজাগণ কেহই তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না, এজন্য বিদেশ হইতে রাজা আসিয়াছেন—এদেশ তিনিই অধিকার করিয়া সুখে প্রজাপালন করিবেন। তাহ'লেও বাঁচা যায়, রাণীর কলঙ্কের কথায় কাণ পাতা যায় না,জমিদার দ্বারবানকে লইয়া তাঁহার যুক্তি পরামর্শ, ইহাতে কি রাজ্য থাকে? দেশের বড় বড় প্রজা সব চটিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছে, তাঁহাদেরই যোগাড়ে বিদেশী রাজা আসিয়াছেন। আহা! রাজা বুদ্ধির দোষে সকলই নষ্ট করিল, এ সবই ছোটরাণীর খেলা। সুরেন ভূপেন নামে বড়রাণীর দু'টী কি ভাল ছেলেই ছিল, রাজকুমার দু'টী কি অমায়িক—যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি বিদ্যা। অভাগীর বেটী ছোটরাণী মিথ্যা কথায় রাজাকে ভুলাইয়া সোণার চাঁদের মত ছেলে দু'টীকে ঘাতকের হাতে হত্যা করাইল। তারপরে রাজাকে অন্ধ করিবার কৌশলও তাহারই। বাবা, "রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট" যে একটা কথা আছে, সেটা বড় মিথ্যা নয়।"

রাজকুমার জিজ্ঞাসিলেন, "যে রাজা আসিয়াছেন, ইনি কোন্ দেশের রাজা?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কে জানে বাবা—কত কথাই শুনছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইল।

রাজকুমার বলিলেন, "আর কি শুন্‌ছেন বলুন না?"

বৃদ্ধ। সে কথাটা আর আমার মুখে শুনে কাজ নাই, আপনি অতিথি অভ্যাগত, অচেনা মানুষ। ছোট রাণী ও ছোট রাণীর পুত্র যদি এ কথা শুনে, এখনি আমাদের স্ত্রী-পুরুষকে শূলে চড়াবে।"

রাজকুমার। আপনাকে এত ভয় পাইতে হইবে না—শূলে বসিতে হয় আপনার বদলে আমরা স্ত্রী-পুরুষে বসিব।"

বৃদ্ধ। সেটাই কি ভাল কথা! আপনারা যেই হউন, আমার অতিথি,

সেইটাই কি ভাল দেখাইবে? কাজ নাই সে কথায়, আপনারা যেমন দু' দিনের জন্য আসিয়াছেন, আমার বাড়ীতে থাকুন, আদর যত্ন খুব পাইবেন। আমার ব্রাহ্মণী অতিথি পাইলে অতিশয় যত্ন করেন, দু'দিন ত' কোনমতেই ছাড়িবেন না।"

রাজকুমার যখন দেখিলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সে কথা বলিতে নিতান্ত নারাজ, অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন—আমি একবার অন্তঃপুর মধ্যে আমার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি কি?"

বৃদ্ধ। কেন পারিবেন না, এ বাড়ী আপনারই মনে করিবেন।"

রাজকুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারীকে বলিলেন, "আমি একবার নগরটা দেখিয়া আসি, তুমি এখানে থাক।"

রাজকুমারী। "যাও, কিন্তু সাবধান!"

রাজকুমার। সে কথা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে?"

রাজকুমার নগরে বাহির হইয়া যে পথ দিয়া যান, সেই পথই তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া মনে হইল। ব্যাপারটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, আবার কি কোন নূতন বিপদ্ ঘটবে না কি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি বিদেশীয় রাজার শিবির সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। একবার ভাবিলেন, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন, আবার মনে করিলেন, ভাল ভাবিয়া সাক্ষাৎ করিতে যাইব, হয়ত আবার একটা বিপদে পড়িয়া বন্দী হইব, সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে কিয়ৎকাল সেখানে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার পর অন্য পথ ধরিয়া যাইতে লাগিলেন, এমন সময় শিবির অভ্যন্তর হইতে একজন সিপাহী আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহারাজ বাহাদুর আপনাকে ডাকিতেছেন।"

কথাটা শুনিয়া তাহার মনে একটু ভয়ের সহিত কৌতূহল জন্মিল। তিনি তাহার সহিত শিবিরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার অগ্রজ—"সুরেন,

তাঁহার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই ভূপেন! তোমার চাঁদের মত মুখখানি দেখিতে পাইব সে আশা আমার ছিল না, আমাদের অভাগিনী মা'র কোন সন্ধান পাইয়াছ কি? তিনি কি বাঁচিয়া আছেন?"

ভূপেন চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিতে লাগিলেন,"দাদা, আমায় চিনিতে পারিয়াছেন? কি শুভক্ষণেই আজ প্রভাত হইয়াছিল, আজ বহু দিবস নানা অবস্থা ভোগ করিয়া এখানে আসিয়াছি, মা'র কোন সন্ধান এ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই। এইমাত্র আমার স্ত্রীকে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখিয়া, সহরটা দেখিয়া বেড়াইব মনে করিয়া বাহির হইয়াছিলাম।"

সুরেন। বৌমাকে আনিতে পাল্কী পাঠাই?"

ভূপেন। ব্রাহ্মণ যেরূপ ভীরু, আমি না যাইলে বোধ হয় আসিতে দিবেন না।"

সুরেন। আসিতে দেবেন না কে? এ আমাদের রাজ্য—আমরা ইহার রাজা, আমাদিগকে অবিশ্বাস?

ভূপেন। না দাদা, সেটায় একটু জুলুম করা হয়।"

সুরেন। জুলুম কি হে! রাজবধূ একজন সামান্য গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিবেন! যাও, তুমি একটা ঘোড়া লইয়া আমার চোপদার বরকন্দাজ লইয়া যাও। এক্ষণে অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি, ক্রমাগত বারো বৎসর কাল দুঃখের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া তোমার বুদ্ধিটা নিতান্ত দুঃখের বশীভূত হইয়া গিয়াছে। আমি সেই দিন হইতেই রাজা হইয়াছিলাম বটে কিন্তু তোমাদের জন্য নিশ্বাস না ফেলিয়াছি এমন দিনই নাই। এখানে আসিয়া যখন তোমার দেখা পাইয়াছি, তখন মাকেও দেখিতে পাইব।

ভূপেন অশ্বারোহণে রাজপথে বাহির হইলেন। অবিলম্বে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগৃহে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারী শঙ্খমণিকে সমস্ত কথা ব্রাহ্মণীর সাক্ষাতে বলিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অশ্বারোহী রাজভৃত্যগণকে দেখিয়া অন্তঃপুরে

প্রবিষ্ট হইলেন, তথায় অতিথি রাজকুমারের মুখে সমস্ত কথা অবগত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বিদেশীয় রাজা যে তাহার অগ্রজ—সুরেন,সেখানে এই কথাই প্রকাশ করিয়া আর কিছুই বলিলেন না। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাহাদের দুইজনকে আহার না করাইয়া ছাড়িলেন না, কাজেই কিছু খাইতে হইল। ব্রাহ্মণালয় হইতে বাহির হইয়া শঙ্খমণি পাল্কীতে উঠিলেন, ভূপেন অশ্বারোহণে চলিতে লাগিলেন। বরকন্দাজ ও তুড়কসওয়ারেরা পাল্কীর সঙ্গে চলিল।

শিবিরে পৌছিলে শঙ্খমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সুরেনের স্ত্রীর সহিত আলাপ পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ভূপেন প্রত্যাগত হইলে দুই ভাই একত্রে আপনাদের অতীত জীবনের বৃত্তান্ত পরস্পরকে অবগত করাইলেন। বিমাতার ষড়্‌যন্ত্রে তাঁহাদের পিতার অন্ধতার কথা লইয়া দুই ভ্রাতায় তৎপ্রতিকারের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

ভূপেন বলিলেন, "আমার পত্নী যে পিতৃদেবের অন্ধত্বের প্রতিকারে সমর্থ হইবে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

রাজবধূগণ পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বসিয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, বড়বধূর সহিত শঙ্খমণির ইতিপূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছিল, তিনি সেইখান হইতে বলিলেন যে, ছোটবধূ বলিতেছেন, তাহার দ্বারায় শ্বশুরের অন্ধত্ব মোচন হইবে এবং যদি কেহ শত্রুতাচরণে তাঁহাকে অন্ধ করিয়া থাকে, তবে সেও আপনার চক্ষু দুইটাকে হারাইবে।

এই কথা শুনিয়া সুরেন পিতৃদর্শনে যাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইলেন এবং সেনাপতিকে বলিয়া দিলেন যে তাহারা বৈকালে রাজবাড়ীতে যাইবেন, তাহার সুবন্দোবস্ত যেন ঠিক রাখা হয়। বৈকালে সৈন্য সজ্জিত হইল, দুইখানি শিবিকাও দুইটী পক্ষিরাজ ঘোড়াও আসিয়া দাঁড়াইল।

এই সংবাদ পাইয়া ছোটরাণীর পুত্রও আপন সৈন্য প্রস্তুত রাখিলেন। বিদেশীয় রাজা তাঁহার বিনানুমতিতে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে

শুনিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইলেন এবং রাজবাড়ী প্রবেশের অধিকার কি জানিতে চাহিলেন। একথা অবিলম্বে সুরেন ও ভূপেনের কর্ণগোচর হইল। তাঁহাদের সৈন্যসামন্তের সিকি সৈন্যও রাজার ছিল না। রাজপুত্রেরা সমস্ত সৈন্যই প্রস্তুত হইবার আজ্ঞা দিলেন, সেই সমস্ত সৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া তাহারা দুই ভ্রাতায় রাজবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎকাল মধ্যে তাহারা রাজবাড়ীর প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজবাড়ী প্রবেশের অধিকার চাহিলেন, তাহাতে দ্বাররক্ষীরা আপত্তি করিল এবং তাহাদের সৈনিকেরাও প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সুরেন হুকুম দিলেন, "যে আমাদের পথ রোধ করিবে, তাহারই মাথা লইবে। তখন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে রাজার অর্দ্ধেক সৈন্য নষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িল—বাকি অর্দ্ধেক পলায়ন করিল। সুরেনের সৈন্যগণ রাজবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছোটরাণীর পুত্রকে বাঁধিয়া ফেলিল। এই সংবাদ পাইয়া রাজা ছোট রাণীর অঞ্চল ধরিয়া বাহিরে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কে এবং কি জন্য আসিয়াছেন ?

সুরেন উত্তর করিলেন, "আমরা আপনার পুত্র—সুরেন ও ভূপেন—আমরা মরি নাই, জীবিত আছি।"

তিনি যখন এই কথা বলিতেছিলেন, সেইখানে সেই বৃদ্ধ ঘাতকও ছিল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে একটু দূরে দাঁড়াইল, রাজপুত্রেরা তাহাকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

ছোট রাণী বলিলেন, "কে সুরেন, কে ভূপেন ? তাহারা অনেক দিন মারা গিয়াছে, তোমরা কে ? তোমাদের চিনি না।"

সুরেন সেনাপতিকে বলিলেন, উহাকে যেমন করিয়া পার বন্দিনী কর। আজ্ঞামাত্র সেনাপতি তাহাই করিলেন।

ইত্যবসরে ভূপেনের পত্নী যে ঔষধ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি অগ্রে শ্বশুরের পদপ্রান্তে মস্তক লুণ্ঠন করিয়া মন্ত্রপূত ঔষধ তাঁহার চক্ষে দিলেন, রাজা দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন। পুত্রদের সম্মুখে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "বাবা" কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তোমাদের হত্যার অনুমতি দিয়াছিলাম, আমি অতি পাষণ্ড, এরূপ পিতার মুখ দর্শনেও তোমাদের পাপস্পর্শ হইবে। তোমার মাতা সাধ্বী সতী, তিনি এখন কোথায়? সেই পুণ্যবতীকে দেখিলেও আমার পাপের অনেকটা লাঘব হইত।

ছোটরাণী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কে আমাকে কাণা করিয়া দিল, রাজা আমায় রক্ষা কর। কে আমার সর্ব্বনাশ করিল? আমি কেন চক্ষুরত্ন হারাইলাম? আমি কোন পাপ করি নাই ইত্যাদি বিলাপ করিতে লাগিলেন।"

রাজা তখন ছোটরাণীর চাতুরী বুঝিতে পারিলেন এবং তিনিই যে সর্ব্ব অনিষ্টের মূল তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া ছোটরাণী ও তাঁহার পুত্রগণের শিরচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। ঘাতক তৎক্ষণাৎ তাহাদের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল, রাজপুত্রেরা তদ্দৃষ্টে বড়ই দুঃখিত হইয়া পিতাকে বলিলেন, "আপনি গুরু, আপনাকে কিছু বলিতে পারি না, বার্দ্ধক্যে স্ত্রীহত্যার প্রয়োজন কি ছিল?"

রাজা বলিলেন, "বৎস! পাপের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। সে যেমন কাজ করিয়াছে তাহার তেমনি সাজা হইয়াছে।"

যে প্রাচীন ঘাতক রাজপুত্রগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিল, তাহাকে সুরেন দশ হাজার টাকা আয়ের জায়গীর দিয়া বলিলেন, "তোমার পুরুষানুক্রমে আর ঘাতকের কাজ করিতে হইবে না, এখন তুমি বলিতে পার আমাদের মা কোথায় আছেন?"

বৃদ্ধ ঘাতক। "হাঁ ধর্ম্মাবতার! তিনি বনে আছেন, আমি তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে যাই।"

এই কথা শুনিয়া সুরেনের মন অতিশয় প্রফুল্ল হইল, তিনি বলিলেন— "আমরা তোমার সঙ্গে যাইতেছি, শীঘ্র আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চল।"

ঘাতক রাজকুমারদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া বনপথে অগ্রসর হইতে লাগিল।" বনে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গিয়া তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র কুটির দেখিতে পাইলেন। ঘাতক তাহা দেখাইয়া বলিল,"বড় রাণীমা এইখানেই থাকেন।"

ভ্রাতৃযুগল অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে মা! মা! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, পুত্রের স্নেহমাখা মা বুলী শুনিয়া বড়রাণী কুটিরের ভিতর হইতে উত্তর দিলেন "কে বাবা! সুরেন, ভূপেন?"

জননী উত্তর দিয়াই বাহিরে আসিলেন এবং অগ্রে পুত্র দু'টীর মুখ চুম্বন করিলেন, পরে তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

সুরেন, ভূপেন কুটীর দ্বারে বসিয়া আপনাদের অতীত জীবনের সমস্ত কথা মাতৃচরণে নিবেদন করিলেন এবং তাহাকে রাজবাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

আজ বড় রাণীর আহ্লাদের সীমা নাই—ছোট রাণীর হত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে শিবিকা আরোহণে রাজধানীতে যাত্রা করিলেন এবং স্বামীর সাক্ষাৎলাভে স্বর্গসুখ অনুভব করিলেন। সুরেন, ভূপেনকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া স্বীয় রাজ্যে যাত্রা করিলেন। উভয় রাজ্য হইতে প্রজা গিয়া রাজকুমারী—শঙ্খমণির পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিল। পরে ভূপেনের এক পুত্র রাজপ্রতিনিধি হইয়া সেখানে গিয়া রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

বাঘ ও বাঁদরের বন্ধুত্ব।

এক

বনের মধ্যে একটী পুষ্করিণী ছিল। পুষ্করিণীর চারিদিকের পাড় লতা গুল্ম দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেখানে জনমানব যায় না। যদিও কেহ তথায় যায়, তখনি বাঘ ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে খাইয়া ফেলে। সেই পুকুরের চারিপাড়ের বনের মধ্যে চারিটী গহ্বর ছিল। প্রথম গহ্বরে এক শৃগাল বাস করিত। দ্বিতীয় পাড়টীতে একটী ছাগল বাস করিত, তৃতীয়টীতে এক বাঘ বাস করিত এবং চতুর্থ পাড়ে এক বাঁদর বাস করিত। ইহারা সমস্ত দিন যে যাহার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া খাইয়া বেড়াইত এবং রাত্রি হইলে যে যাহার বাসায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত। এইরূপে কিছুদিন থাকিবার পর একদিন ঊষাকালে শৃগালীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল, সে তখন মনে করিল—আমার এই ছোট গহ্বরটীতে আমার নিজের থাকিবার স্থান হয় না। তাহার পর যদি ইহার মধ্যে প্রসব হই, তাহা হইলে আমার শাবকগুলি থাকিবে কোথায় এবং আমি বা থাকিব কোথায়? এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া শৃগালী সেই পুকুরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ঘুরিবার পর দেখিল একটী পাড়ে এক প্রকাণ্ড গহ্বর রহিয়াছে; অথচ কোন জীবজন্তুর বাস নাই, তখন সে মনে মনে ভাবিল, বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে এখানে কোন বাঘ ভাল্লুক বাস করিত, যাহা হউক আমি

আজ খুব সুযোগ পাইয়াছি ; এই ভাবিয়া শৃগালী নিজের বাসায় আসিয়া তাহার সংগৃহীত খাদ্যগুলি লইয়া তাহার নব আবিষ্কৃত গৃহে গমন করিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার প্রসববেদনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং এককালে চারিটি সন্তান প্রসব করিল। সন্তানগুলিকে ভিতরে রাখিয়া শৃগালী সেই গহ্বরের সম্মুখে বসিয়া আছে, এমন সময় তথায় এক বাঘ আসিয়া পৌছিল।

বাঘকে দেখিয়া শৃগালী কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাহার শাবকগুলিকে কামড়াইতে লাগিল এবং শিশুগুলি চেঁচাইতে লাগিল। তখন শৃগালী গহ্বরের মুখে বসিয়া বলিতে লাগিল, আচ্ছা, এইমাত্র তোমাদের সাত সাতটা বাঘ ধরিয়া খাইতে দিলাম—ইহার মধ্যে খিদে পাইয়াছে ! আমি তোমার জন্য এইখানে বসিয়া আছি ; দেখি যদি এক আধটা বাঘ পাইতে পারি।

বাঘ শৃগালীর মুখে এই কথা শুনিয়া মনে মনে করিল এ আবার কি জানোয়ার ! যে সাত সাতটা বাঘ শীকার করিয়া তাহার সন্তানগুলিকে খাইতে দিয়াছে এবং পুনরায় আমাকে খাইবার জন্য বসিয়া আছে ; এইরূপ ভাবিয়া প্রাণভয়ে দৌড়াইতে লাগিল। কিছুদূর যাইয়া মনে মনে স্থির করিল, এক্ষণে বাঁদর বন্ধুর নিকটে যাওয়া উচিত, এই ভাবিয়া বাঁদর বন্ধুর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। বাঁদর বন্ধু বাঘকে দেখিয়া বলিল, বন্ধু ! আজ এমন অসময়ে গরীবের বাড়ী পদার্পণ কেন ?

বাঘ তখন বাঁদর বন্ধুকে তাহার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া বলিল, "ভাই ! আজ বড় বিপদে পড়িয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। এক্ষণে যদি তুমি আমার এই বিপদ সময় সহায়তা কর, তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত হইব। বাঁদর বন্ধু তখন বাঘকে বলিল, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি বন্ধু। আমি এখনই যাইয়া ইহার প্রতিকার করিতেছি।

বাঘ বন্ধুর মুখে এই কথা শুনিয়া বলিল, না ভাই, আমি তোমার

সহিত সেখানে কিছুতেই যাইব না, তুমি একলা যাইয়া ইহার প্রতিকার কর।"

বাঁদর তখন সগর্ব্বে বলিল, "বন্ধু! আমি যখন তোমার সঙ্গে যাইতেছি, তুমি তবুও ভয় করিতেছ? তোমার মতন কাপুরুষ ত' আর কোথাও দেখি নাই!"

বাঘ ও বাঁদর।

বাঘ বন্ধুর মুখে এইরূপ আশ্বাসবাণী শুনিয়া বলিল, "বন্ধু! বিপদ্ সময়ে যদি তুমি আমাকে ফেলিয়া পলাইয়া আইস, তাহা হইলে ত' আমায় খাইয়া ফেলিবে।"

বাঁদর, বন্ধুর এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, তোমার এতই অবিশ্বাস হয়, তাহা হইলে এক কাজ কর, তোমার লেজে ও আমার লেজে এরূপভাবে বাঁধ, যাহাতে আমি পলাইতে না পারি।

বাঘ তখন বাঁদর বন্ধুর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল এবং স্বীয় লেজের সহিত বাঁদর বন্ধুর লেজটী এরূপভাবে বন্ধন করিল, যাহাতে উভয় বন্ধুই কোনরকমে পলাইতে না পারে।

বাঁধা শেষ হইলে দুই বন্ধুতে বাহির হইয়া বাঘ বন্ধুর বাসার অভিমুখে রওনা হইল।

কিছুদূর যাইয়া বাঘ বন্ধু বলিল, "ঐ দেখ বন্ধু! আমার বাসায় কে বসিয়া রহিয়াছে।"

বাঁদর বন্ধু দেখিল, এক শৃগাল তাহার বাসায় বসিয়া রহিয়াছে এবং তাহার শিশুগুলি ভিতরে কামড়াকামড়ি করিতেছে।

তখন দুই বন্ধুতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে লাগিল, শৃগালী দূর হইতে ইহাদিগকে দেখিয়া মনে মনে করিল, এবার বুঝি আমাদের প্রাণ যায়, যাহা হউক, এক চাল চালিয়া দেখা যাউক। এই বলিয়া শৃগালী বাঁদরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আরে বর্ব্বর বাঁদর! আমি তোকে কখন বাঘ ধরিতে পাঠাইয়াছি, আর তুই কিনা এতক্ষণ পরে একটা মরা বাঘ ধরিয়া আনিতেছিস্। আমার ছেলেরা না খাইয়া এতক্ষণ উপবাস রহিয়াছে।

শৃগালীর এই কথা শেষ হইতে না হইতেই, বাঘ তখন লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং বাঁদর বন্ধু তাহার লম্ফপ্রদানের সহিত একবার এগাছ ওগাছ করিয়া আছাড় খাইতে খাইতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শৃগালী তখন নিরাপদে আপনার শিশুগুলি লইয়া দিনযাপন করিতে লাগিল।

রাক্ষসী ও রাজপুত্র।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাহার সন্তান ছিল না। অনেক যাগযজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও রাজা পুত্রমুখ দেখিতে পান নাই। এইজন্য তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্নচিত্তে কালযাপন করিতেন।

একদিন এক সন্ন্যাসী রাজার সমীপে আগমন করিয়া বলিলেন, "রাজন্! আপনি অনেক চেষ্টা করিয়াও পুত্রলাভ করিতে পারেন নাই। আমার নিকট এক আশ্চর্য্য ঔষধ আছে তাহা সেবন করিলে রাণীর গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিবে। কিন্তু যদি আপনি সেই সন্তানের মধ্যে একটীকে আমায় প্রদান করেন, তবেই আমি ঔষধ দিতে পারি।"

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা সম্মত হইলেন। সন্ন্যাসীও ঔষধ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাণী সেই সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি সেই-দিনই স্নান করিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি ঔষধ শিলে বাটিয়া খাইয়া ফেলিলেন। ক্রমে দশ মাস দশ দিন অতিবাহিত হইলে রাণী একটি সন্তান প্রসব করিলেন। সন্তানের অলৌকিক রূপ-লাবণ্য-দর্শন করিয়া রাজা ও পারিষদ্‌বর্গ পরম আনন্দিত হইলেন।

কিছুদিন পরে রাণীর আর একটী পুত্রসন্তান হইল। বয়োবৃদ্ধির সহিত রাজপুত্রগণের সৌন্দর্য্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাদের

উভয়েরই একই প্রকার আকৃতি দেখিয়া রাজ্যের সমস্ত লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

বহুদিবস গত হইল তখনও সন্ন্যাসী রাজার সহিত দেখা করিল না। রাজা ভাবিলেন, সন্ন্যাসী হয়ত সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। এই স্থির করিয়া রাজা পুত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন।

রাজকুমারদ্বয়ের অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল। অপরাপর বালক একমাসে যাহা শিক্ষা করিতে না পারিত, রাজকুমারেরা এক সপ্তাহে তাহা অভ্যাস করিতে লাগিল। এই প্রকারে অল্পকালের মধ্যেই তাহারা অনেক বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিল।

ক্রমে তাহারা দ্বাদশবর্ষে উপনীত হইল। রাজা তখন তাহাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। কুমারদ্বয় অল্পদিনের মধ্যেই সে বিদ্যাও শিক্ষা করিয়া ফেলিল।

রাজা উভয়কুমারকেই প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, কাহাকেও একদণ্ড দেখিতে না পাইলে যেন পাগলের মত হইয়া যাইতেন। সন্ন্যাসীর কথা তাহার মনেই ছিল না, সে যে আবার রাজার সহিত দেখা করিয়া একটী পুত্রকে প্রার্থনা করিবে এ কথা রাজার বিশ্বাসই হইল না।

এমন সময়ে একদিন সহসা সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজসমীপে গমন করিয়া কুমারদ্বয়ের মধ্যে একটীকে প্রার্থনা করিল, রাজা মনে মনে প্রমাদ গণিলেন এবং রাণীর নিকট সন্ন্যাসীর কথা ব্যক্ত করিলেন।

রাজ্যমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কি রাজা কি প্রজা সকলেই রাজকুমারদ্বয়কে ভালবাসিত। বিশেষতঃ লালনপালন করিয়া সর্ব্ব-বিদ্যায় বিশারদ পুত্রকে অপরের হস্তে প্রদান করিতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সন্ন্যাসীকে সকলেই ভয় করিত। যাহার ঔষধে অপুত্রকের পুত্র জন্মিয়াছে, সে যে ইচ্ছা করিলে রাজ্যের সকলকে ভস্মীভূত করিতে

পারিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! এই ভাবিয়া কেহই সন্ন্যাসীর কথায় দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিলেন না।

রাজা দুই পুত্রকে সমান ভালবাসিতেন, কাহাকে রাখিয়া কাহাকে সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান করিবেন, এই চিন্তায় রাজা চিন্তিত হইয়া অবশেষে কুমারদ্বয়ের উপরই সে ভার প্রদান করিলেন।

কনিষ্ঠ রাজকুমার বলিলেন, "দাদা! তুমি পিতার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ, এ রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। পিতার অবর্ত্তমানে তুমিই এ রাজ্যের রাজা হইবে। সুতরাং তোমার যাওয়া হইতে পারে না। আমিই সন্ন্যাসীর সহিত গমন করি।"

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বলিলেন, "ভাই! তুমি কনিষ্ঠ, মায়ের আনন্দস্বরূপ। মা তোমায় একদণ্ড না দেখিলে অস্থির হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ তুমি কোন বিষয়েই আমা অপেক্ষা হীন নও। আমার মতে তুমি থাক; আমিই সন্ন্যাসীর সহিত গমন করি।"

এইরূপ নানা বাক্‌বিতণ্ডার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যাওয়াই ঠিক হইল। কনিষ্ঠ রাজকুমার স্বদেশে রহিলেন। সন্ন্যাসী জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া শুভক্ষণে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন।

কিছুদূর গমন করিবার পর একস্থানে দুইটী কুকুর শাবক ও একটী কুক্কুরী তাঁহাদের নয়ন গোচর হইল। রাজকুমারকে দেখিয়া একটী শাবক তাহার মাতাকে বলিল, "মা! এই যুবককে দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি আমাদের রাজকুমার, যদি অনুমতি কর, তাহা হইলে আমি ইহার সহিত যাই।"

কুক্কুরী সম্মত হইল। তাহার শাবকও রাজকুমারের সহিত সন্ন্যাসীর অনুগমন করিতে লাগিল। আরও কিছুদূর গমন করিবার পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এক বৃক্ষের উপর এক শুকপক্ষী দুইটি শাবক লইয়া বাস

করিতেছে। একটী শাবক তাহার মাতাকে বলিল, "মা, এই যুবক নিশ্চয় আমাদের রাজকুমার। যদি আমায় অনুমতি দাও, তাহা হইলে আমি উহার সঙ্গে গমন করি।

শুকপক্ষী সম্মত হইল। তখন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সেই কুকুর শাবক ও পক্ষীশাবক লইয়া সন্ন্যাসীর সহিত গমন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বনের ভিতর একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, রাজকুমার! এই কুটীরেই আমার বাসস্থান। এখানে তোমাকে বাস করিতে হইবে। কাজ্যের মধ্যে প্রতিদিন প্রাতে এই বন হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আমার পূজার সাহায্য করিবে। আর সমস্তদিন তোমার ইচ্ছামত সকল কার্য্য করিতে পারিবে, কেবল পশ্চিমদিকে যাইতে পাইবে না। পশ্চিমদিকে যাওয়া ব্যতীত আর কোন কার্য্যেই নিষেধ নাই।"

রাজপুত্র ভাবিলেন, কার্য্য অতি সামান্য, তিনি অনায়াসে যথেষ্ট পুষ্পচয়ন করিতে পারিবেন। তাহার পর বনের নানাবিধ সুখাদ্য ফল ও নদীর নির্ম্মল জলপান করিয়া শুকপাখী ও কুকুরের সাহায্যে সমস্ত দিবস মৃগয়া করিয়া মনের আনন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবেন।

এই প্রকার স্থির করিয়া রাজকুমার প্রাতে পুষ্পচয়ন করিতেন আর সমস্ত দিন মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি একটী হরিণকে বাণে বিদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। ক্রমে হরিণটী পশ্চিমদিকে ধাবিত হইল। সন্ন্যাসী যে রাজকুমারকে ঐদিকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, সে কথা তাঁহার মনে ছিল না। তিনি ক্রমাগত পশ্চিমদিকে দৌড়িতে লাগিলেন।

কিছুদূর গমন করিবার পর রাজকুমার আর সেই হরিণকে দেখিতে পাইলেন না। তাহার পরিবর্ত্তে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বারদেশে এক পরমাসুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাইলেন।

রাজকুমার তাহার রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। বনের মধ্যে সেই অট্টালিকাই বা কোথা হইতে আসিল? কে তথায় বাস করে? সে রমণীই বা কে? এই সকল প্রশ্ন তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল।

তখন সেই রমণী রাজকুমারের দিকে চাহিয়া অতি নম্রস্বরে বলিল, "যদি দয়া করিয়া আসিয়াছ, একবার আমার সহিত পাশাক্রীড়া করিয়া আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ কর।"

রাজপুত্র উত্তম পাশা খেলিতে পারিতেন। তিনি রমণীর কথায় সম্মত হইলেন। যুবতী তখনই খেলিবার বন্দোবস্ত করিয়া বলিল, তুমি যদি জয়লাভ কর, তবে আমি তোমার কুকুরের মত অবিকল একটী কুকুর দিব। আর যদি আমি জয়লাভ করি, তাহা হইলে তোমার কুকুর গ্রহণ করিব।

রাজকুমার খেলায় সম্মত হইলেন। যুবতী খেলায় জয়লাভ করিল এবং রাজকুমার হারিয়া গেলেন। যুবতী তখন সেই কুকুরকে অন্যস্থানে রাখিয়া পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করিল।

এবার রাজকুমার শুকপক্ষীটীকে বাজী রাখিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেবারেও যুবতী জয়লাভ করিল। যুবতী তখন রাজকুমারের নিকট হইতে শুকপক্ষীটী গ্রহণ করিয়া একস্থানে রাখিয়া দিল।

তৃতীয়বার খেলা আরম্ভ হইল। সেবারও রাজপুত্র আপনাকে পণ রাখিলেন। অদৃষ্টদোষে সেবারেও রাজপুত্র হারিয়া গেলেন! যুবতী তখন রাজপুত্রকে সবলে ধারণ করিয়া একস্থানে রাখিয়া দিল।

যুবতী মনুষ্য নহে, সে এক ভয়ানক রাক্ষসী, সুন্দরী যুবতীর রূপ ধরিয়া লোক ভুলাইয়া নিজের বাড়ীতে আনয়ন করে, তাহার পর কৌশলে আবদ্ধ করিয়া সময় মত ভক্ষণ করে। সেদিন রাক্ষসীর আহার শেষ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া রাজপুত্রকে ভক্ষণ করিল না, সময়ান্তরে ভক্ষণ করিবে বলিয়া রাখিয়া দিল।

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র যখন পিতামাতা ও ভ্রাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্ন্যাসীর সহিত গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি স্বহস্তে রাজবাটীর প্রাঙ্গণে একটী বৃক্ষ রোপণ করিয়া ভ্রাতাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "ভাই! যখন দেখিবে এই গাছ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তখন জানিতে পারিবে যে, আমি কোন বিপদে পড়িয়াছি। যতকাল বৃক্ষটী সতেজ থাকিবে, ততকাল জানিবে আমি নিরাপদে আছি।"

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র যখন রাক্ষসীর গৃহে বন্দী হইলেন, তখন রাজবাটীর প্রাঙ্গণে সেই গাছটি ক্রমেই শুষ্ক হইতে লাগিল। কনিষ্ঠ রাজপুত্র প্রতিদিনই সেই গাছটিকে লক্ষ্য করিতেন। সহসা বৃক্ষটী একদিন শুষ্ক হইতে দেখিয়া তিনি ভয়ানক চিন্তিত হইলেন এবং রাজা ও রাণীর অনুমতি লইয়া সেই সন্ন্যাসীর আশ্রমের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন।

রাজপুত্র একটি পক্ষিরাজ ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তীরবেগে বনের দিকে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় পথের পার্শ্বে কুকুর শাবকটি তাহার মাতাকে বলিল, "মা ঐ দেখ, সেই রাজপুত্র আবার কোথায় যাইতেছেন। উনি যখন আমার ভাইকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তখন বোধ হয় আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। যদি তুমি অনুমতি দাও, তাহা হইলে আমিও উহার সহিত গমন করি।"

রাজপুত্রদ্বয়ের আকৃতি একই প্রকার, কোনরূপ ইতরবিশেষ ছিল না। কুক্কুরী তখনই তাহার শাবককে অনুমতি প্রদান করিল। শাবকও কনিষ্ঠ রাজপুত্রের নিকট গিয়া বলিল, "রাজপুত্র! আপনি আমার ভাইকে লইয়া গিয়াছেন, এখন আমাকেও লইয়া চলুন। আমিও আপনার সহিত যাইব।"

কনিষ্ঠ রাজপুত্র বুঝিতে পারিলেন যে, ঠিক পথ দিয়াই যাইতেছেন। কারণ যাহার কথা কুকুর-শাবক তাহাকে বলিতেছে, সে নিশ্চয়ই তাহার

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি তখন সম্মত হইয়া কুকুরশাবকে লইয়া আবার যাইতে আরম্ভ করিলেন।

আরও কিছুদূরে গিয়া রাজপুত্র শুনিলেন একটি পক্ষীশাবক তাহার মাতাকে বলিতেছে, "মা! ওই সেই রাজপুত্র যাইতেছেন। উনিই আমার ভাইকে লইয়া গিয়াছেন। এখন তুমি যদি হুকুম দাও, তাহা হইলে আমিও উঁহার সহিত যাইতে পারি।"

শুকপক্ষী সম্মত হইলে পক্ষিশাবক কনিষ্ঠ রাজপুত্রের নিকট গিয়া বলিল, "রাজপুত্র! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভাইকে লইয়া গিয়াছেন,আজ আমাকেও আপনার সঙ্গে লউন। আমরা দুই ভাই একত্রে আপনার সেবা করিব।" রাজপুত্র বুঝিতে পারিলেন, পক্ষিশাবক তাহার জ্যেষ্ঠের কথাই বলিতেছে। তিনি সম্মত হইলেন এবং পক্ষিশাবকে লইয়া সেই বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে সন্ন্যাসী আশ্রমে ফিরিয়া আসিল এবং রাজপুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল। সে মনে করিল জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রই ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই বলিল আমি তোমাকে পশ্চিমদিকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমার নিষেধবাক্য না শুনিয়া সেইদিকে গিয়াছিলে। তোমার অদৃষ্ট ভাল, তাই আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছ।"

সন্ন্যাসীর কথায় কনিষ্ট রাজপুত্র ভীত হইলেন না বা কোন উত্তর করিলেন না। তিনি পরদিন প্রাতে সেই কুকুর-শাবক ও পক্ষিশাবক গ্রহণ করিয়া ক্রমাগত পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। তাহার পর একটি হরিণ দেখিয়া তাহাকে বাণবিদ্ধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া হরিণের পিছু পিছু উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। হরিণটিও কিছুদূর গমন করিয়া এক রাজপ্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকায় প্রবেশ করিল।

রাজপুত্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন কিন্তু অট্টালিকার ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর সেই হরিণকে দেখিতে পাইলেন না। তাহার পরিবর্ত্তে এক পরমা সুন্দরী যবতীকে দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। তাহার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইল না।

যুবতী হাসিতে হাসিতে রাজকুমারকে বলিল, "আমার পরম সৌভাগ্য যে, আজ আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। যদি দয়া করিয়া আসিয়াছেন, তবে একবার আমার সহিত পাশাক্রীড়া না করিয়া যাইতে পাইবেন না।"

কনিষ্ঠ রাজকুমার তখনই সম্মত হইলেন। যুবতী খেলার বন্দোবস্ত করিয়া প্রথমে সেই কুকুরশাবক পণ রাখিল। বলিল, যে পরাস্ত হইবে, তাহাকে ঐরূপ একটি কুকুর-শাবক প্রদান করিতে হইবে।

প্রথমবার কনিষ্ঠ রাজকুমারই জয়লাভ করিলেন। যুবতী অনিচ্ছার সহিত জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের নিকট হইতে যে কুকুরশাবক জিতিয়া লইয়াছিল, সেইটি বাহির করিয়া দিল।

দ্বিতীয়বারে শুকপক্ষী পণ রাখিয়া খেলা আরম্ভ হইল। সেবারেও কনিষ্ঠ রাজপুত্র জয়লাভ করিলেন। রমণী অগত্যা জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের নিকট হইতে যে পক্ষী পাইয়াছিল সেইটি বাহির করিয়া দিল।

তৃতীয়বারে আপনাকে পণ রাখিয়া যুবতী খেলিতে আরম্ভ করিল। বলিল, "যদি আমি হারিয়া যাই, তাহা হইলে আমি তোমার অনুরূপ একজন লোক দিব। আর যদি আমি জয়লাভ করি, তোমাকে আমার অধীনস্থ হইয়া থাকিতে হইবে।"

রাজপুত্র সম্মত হইয়া খেলিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু সেবারেও কনিষ্ঠ রাজপুত্র জয়লাভ করিলেন। যুবতী প্রথমে পণরক্ষা করিতে স্বীকার করিল না কিন্তু কনিষ্ঠ রাজপুত্রের তাড়নায় অগত্যা জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে

বাহির করিয়া দিল। তখন উভয়ে মিলিত হইলে পরস্পরে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন তাহা কল্পনাতীত।

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র উদ্ধার হইলে উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া রাক্ষসীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। রাক্ষসী প্রাণভয়ে বলিল—তোমরা আমায় হত্যা করিও না। আমি একটি গোপনীয় কথা প্রকাশ করিতেছি, তাহাতে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন।

রাজকুমারদ্বয় রাক্ষসীর কথায় সম্মত হইলে রাক্ষসী বলিল—ঐ সন্ন্যাসী সামান্য লোক ন'ন। উনি একজন শক্তি উপাসক। উহার আশ্রমের কিছুদূরে কালীমন্দির আছে। উহার আন্তরিক বাসনা এই যে, সাতটী রাজকুমারকে বলি দিয়া মোক্ষলাভ করে, এই কারণে এতাবৎকাল ছয়টী রাজকুমারকে ব'ল দিয়াছে। আর এই জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে বলি দিতে পারিলেই উহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

এই বলিয়া রাক্ষসী রাজকুমারদ্বয়কে বিদায় দিল। তাঁহারা সন্ন্যাসীর আশ্রমে না গিয়া রাক্ষসীর কথার সার্থকতা প্রমাণ করিবার জন্য একেবারে সেই কালিকাদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই ছয়টী নরমুণ্ড পাশাপাশি রক্ষিত হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে দেখিয়া নরমুণ্ডগুলি বিকট হাস্য করিল। তাহাতে ভীত না হইয়া রাজকুমারদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমাদিগকে দেখিয়া তোমরা এমন অট্টহাস্য করিতেছ কেন?

একটী মুণ্ড বলিল—রাজকুমার! আমরা এক্ষণে ছয়টী মুণ্ড আছি, শীঘ্র আর একটী মিলিত হইয়া সাতটী হইব।

উভয় রাজকুমারই সে কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা নীরব হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন দেখিয়া সেই মুণ্ডটি বলিল—জ্যেষ্ঠ রাজকুমার! সন্ন্যাসীর কার্য্য শীঘ্রই শেষ হইবে।

তখন সে তোমাকে লইয়া এই মন্দিরে আসিবে এবং তোমার মস্তক ছেদন করিয়া দেবীর পূজা সমাধান করিবে। তবে যদি এক কাজ করিতে পার, তবেই আমরা সকলে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব।
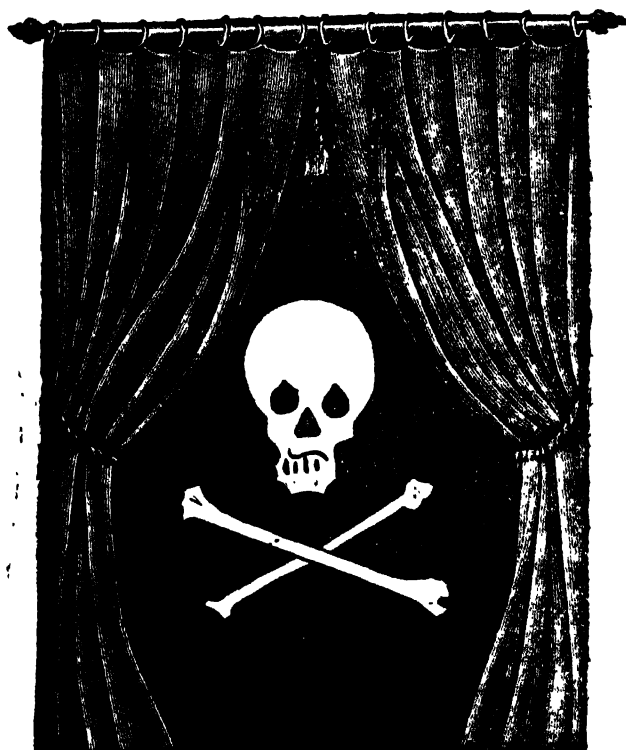
নরমুণ্ড ও কঙ্কাল।

রাজকুমারদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে তোমরা মুক্তিলাভ করিতে পারিবে?

সেই মুণ্ড বলিল—যখন সন্ন্যাসী পূজা করিয়া তোমাকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে বলিবে, তখন তুমি বলিও যে, আমরা রাজকুমার, কখনও দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে জানি না। এই শুনিয়া সন্ন্যাসী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে দেখাইয়া দিবে। ইত্যবসরে তুমি মায়ের হাতের খড়্গ লইয়া সবলে তাহার গলদেশে এমন আঘাত করিবে, যেন সেই আঘাতেই তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

রাজকুমারদ্বয় তাহাদের পরামর্শ শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সন্ন্যাসীর নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং কনিষ্ঠ রাজপুত্র গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাসীর কার্য্য শেষ হইল। সে জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া কালীপূজা করিতে গেল। কনিষ্ঠ রাজপুত্রও গোপনে তাহাদের সঙ্গে গেলেন। রাজকুমারদ্বয় জানিতেন যে, সন্ন্যাসী জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে বলি দিবার জন্য সেখানে লইয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসী জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবীর পূজা করিল। তাহার পর রাজকুমারকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে বলিল।

রাজকুমার বলিলেন—আমি রাজকুমার! ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে জানি না, আপনি দেখাইয়া দিলে করিতে পারিব।

সন্ন্যাসী আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়া দেবীপ্রতিমার সমক্ষে যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, অমনই রাজকুমার প্রতিমার হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ করিয়া এক আঘাতেই সন্ন্যাসীর মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

দেহ হইতে সন্ন্যাসীর মস্তক বিচ্ছিন্ন হইতে না হইতে নরমুণ্ডগুলি অট্টহাস্য করিয়া উঠিল ; কারণ তাহারা জানিত যে সন্ন্যাসীর কার্য্যের ফল জ্যেষ্ঠ রাজকুমার হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে।

তদনুসারে তাহারা জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে বলিল—রাজকুমার! আমাদের

দেহের সহিত আমাদের মুণ্ডগুলি পরস্পর একত্রিত করিলে আমরা পুনর্জ্জীবিত হইব।

কনিষ্ঠ রাজকুমার গোলযোগ শুনিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং সন্ন্যাসীকে মৃত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, তখন দুই ভ্রাতায় মিলিয়া নরমুণ্ডগুলির দেহ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে যখন সকল দেহ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকের দেহের সহিত প্রত্যেকের মস্তক সংযোজিত করিলেন, অমনি রাজপুত্রগণ পুনর্জ্জীবিত হইল।

তখন সেই ছয় রাজপুত্র, এই রাজপুত্রদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিল। রাজপুত্রদ্বয় ও সন্ন্যাসীর আশ্রম নষ্ট করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা ও রাণী পুত্রদ্বয়কে গৃহে প্রত্যাগত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং কিছুদিন অতীত হইলে রাজা কুমারদ্বয়ের বিবাহ দিয়া মনের আনন্দে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

———

সন্ন্যাসী ও রাজপুত্র।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ও একটী কন্যা ছিল। পুত্র তিনটির নাম যথা—সমরেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ। কন্যাটি সর্ব্বকনিষ্ঠা—নাম হিরণ্ময়ী। পুত্রত্রয়ের মধ্যে অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। তাঁহারা ভগিনীকে লইয়া সদাই খেলা করিতেন।

রাজ্যের মন্ত্রিপুত্রের নাম বিভূতিভূষণ। বিভূতিভূষণের বয়স প্রায় সমরেন্দ্রনাথের মত। সমবয়স্ক বলিয়া জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সর্ব্বদাই বিভূতিভূষণের সহিত খেলা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে এত সদ্ভাব ছিল যে, তাহারা কখনও পৃথকভাবে থাকিতেন না। যেখানে একজন থাকিতেন, সেইখানে অপর বালকগণ আসিয়া খেলা করিত। আর হিরণ্ময়ী—সে ত সকলেরই আদরের ধন। যে যাহা কিছু পাইতেন তাহা হিরণ্ময়ীকে খেলিতে দিতেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পর, একদিন তাহারা পাঁচজনে সমুদ্রতীরে এক প্রকাণ্ড মাঠে খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড শ্বেতবর্ণ ঘোড়া লাফাইতে লাফাইতে হিরণ্ময়ীর নিকটে আগমন করিল। তাহার ভ্রাতাগণ ও বিভূতিভূষণ কিছু দূরে খেলিতেছিল, ঘোড়া দেখিয়া হিরণ্ময়ী অতি ভীত হইল এবং চীৎকার করিয়া ভ্রাতাগণকে ও বিভূতিভূষণকে ডাকিতে লাগিল।

ঘোড়াটি কোন প্রকার উৎপাত করিল না। সে ধীরে ধীরে হিরণ্ময়ীর পার্শ্বে গিয়া এমনভাবে দাঁড়াইল যে, সে আর ভয় করিল না।

সে তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিল ও আস্তে আস্তে পিঠে চাপড়াইতে লাগিল এবং অবশেষে সাহস করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল।

অশ্বটি হিরণ্ময়ীকে পৃষ্ঠে লইয়া দুই এক বার ধীরে ধীরে পায়চারী করিল। অবশেষে সুযোগ পাইয়া এমন দৌড়াইল যে, নিমেষ মধ্যে সকলেরই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। হিরণ্ময়ীও চীৎকার করিতে করিতে সেই অশ্বের সহিত অদৃশ্য হইল।

তখন সকল ভ্রাতায় মিলিয়া হিরণ্ময়ীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাহার সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া সন্ধ্যার পর অতি বিষণ্ণ মনে সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা, পুত্রগণ অপেক্ষা হিরণ্ময়ীকে অধিক ভালবাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন একটা ঘোড়া তাহার কন্যাকে লইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে, তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং তখনই পুত্রগণকে রাজপ্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দিয়া বলিলেন, যতদিন না তাহারা হিরণ্ময়ীর সন্ধান পাইবে ততদিন যেন এ রাজ্যের কাহারও নিকট মুখ না দেখায়। হিরণ্ময়ীকে না পাইলে তিনি কাহারও মুখদর্শন করিবেন না।

পুত্রগণও সম্মত হইলেন। তাহারা তখনই বাড়ী হইতে রওনা হইলেন। তাহাদের মাতা যখন সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, তখন তিনিও তাহাদিগের সঙ্গে যাইতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার পুত্রগণ অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাদের কথায় সম্মত হইলেন না।

বিভূতিভূষণও তাহাদের সঙ্গে গমন করিল। রাজকুমারগণ ও তাহাদের মাতা তাহাকে অনেক নিষেধ করিলেন, সে কিছুতেই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না।

অবশেষে রাণী স্বয়ং রাজকুমারগণকে ও বিভূতিভূষণকে সঙ্গে লইয়া

হিরণ্ময়ীর অন্বেষণে গমন করিলেন। রাজা বিদায় দিবার সময় সকলকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, হিরণ্ময়ীকে না লইয়া যেন তাহারা আর এ রাজ্যে প্রত্যাগমন না করে।

এইরূপে পাঁচজনে ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর পরে যখন তাহাদের রাজকীয় পোষাকগুলি নষ্ট হইয়া গেল তখন তাহারা সেগুলির পরিবর্ত্তে সামান্য কৃষকদিগের পোষাক পরিধান করিলেন এবং পথি মধ্যে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্রমাগত যাইতে লাগিলেন।

আর কিছুদিন পরে রাজকুমার নগেন্দ্রনাথ আর চলিতে পারিলেন না। তখন সকলে মিলিয়া একটি উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া নগেন্দ্রনাথের জন্য একটি কুটির প্রস্তুত করিলেন এবং তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়া অবশিষ্ট চারিজন হিরণ্ময়ীর অন্বেষণে বাহির হইলেন।

আরও কিছু দিবস পরে হরেন্দ্রনাথের ঐরূপ অবস্থা হইল। তখন আর একটি উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া সেইস্থানে হরেন্দ্রনাথের জন্য কুটির প্রস্তুত হইল এবং তাহাকে সেই কুটীরে রাখিয়া অবশিষ্ট তিনজনে পুনরায় হিরণ্ময়ীর সন্ধানে বাহির হইলেন।

ইহার এক বৎসর পরে বিভুতিভূষণেরও ঐ প্রকার অবস্থা হইল। তাহার জন্যও একটি কুটির নির্ম্মিত হইল। পরে তাহাকে সেই কুটিরে রাখিয়া রাণী কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া হিরণ্ময়ীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে কয়েক বৎসর ধরিয়া অর্দ্ধাহার বা অনাহারে থাকিয়া রাণীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি আর নড়িতে পারিলেন না। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিকটেই ছিলেন। তিনি মাতার অবস্থা দেখিয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলেন এবং গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই

কিছু হইল না। আরও কয়েকদিন কষ্টভোগ করিয়া "হিরণ্ময়ী হিরণ্ময়ী" করিতে করিতে রাণী স্বর্গধামে গমন করিলেন।

সমরেন্দ্রনাথ যথাসময়ে তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধান করিয়া পুনরায় ভগিনীর অন্বেষণ করিতে নিযুক্ত হইলেন। তাহার শরীরও ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল। তিনি একদিন ভ্রমণ করিয়া দুই দিন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার কয়েকজন বন্ধু জুটিল। তাহারা সমরেন্দ্রনাথের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া সকলেই তাহার সহিত ভগিনীর অন্বেষণে নিযুক্ত হইল।

এইরূপে কিছুদিনের পর একদিন সমরেন্দ্রনাথ এক নির্জ্জন বনমধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় একটি শ্বেতবর্ণ ঘোড়া তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘোড়া দেখিয়া সমরেন্দ্রনাথের মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি তখনই তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে এত দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল, যে সমরেন্দ্রনাথ শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলেন না।

পরে হতাশ হইয়া সমরেন্দ্রনাথ এক সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী তাহাকে রাজপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিল এবং তাহাকে সেই আশ্রমে থাকিয়া ঘোড়ার অন্বেষণ করিতে বলিল। তাহার বন্ধুগণও তাহার নিকটে বসিয়াছিল। সমরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে স্ব স্ব প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহারা কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

একদিন সমরেন্দ্রনাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসী বলিল,—সমরেন্দ্রনাথ! ঘোড়ার অনুসরণে বিরত হইও না। যেস্থানে ঐ ঘোড়াকে দেখিতে পাইবে, সেইখানেই তোমার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে। সেই স্থানেই তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সকলেই সেই কথা শুনিতে পাইলেন। তাহারা আর বিলম্ব না করিয়া সেই ঘোড়ার অন্বেষণে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে প্রায় মাসাবধি নানাদেশ, উপদেশ, জনপদ, নগর পরিভ্রমণ করিয়া এক নির্জ্জন প্রান্তরের একটী নিভৃত স্থানে গিয়া ঘোড়াকে দেখিতে পাইলেন।

ঘোড়াকে দেখিতে পাইয়া সমরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধুগণ সেই স্থানে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং সমরকে রাজা করিয়া বন্ধুরা প্রজার কার্য্য করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই নানাদেশ হইতে অনেক লোক আসিয়া সেইখানে বসতি করিল। শীঘ্রই সেইস্থান এক অতি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইল।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে সহসা এক রাক্ষস আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া সমরেন্দ্রনাথের প্রজা ধ্বংস করিতে লাগিল। সমরেন্দ্রনাথ ভগিনীকে ভুলিয়া সেই নূতন রাজ্যে মনের আনন্দে বাস করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই রাক্ষস আগমনের কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং তখনই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রাক্ষসের সম্মুখীন হইলেন। দেখিলেন সেই বিকটাকার রাক্ষস মুখব্যাদন করিয়া তাহারই প্রজাগণকে গ্রাস করিতেছে। তাহার মুখের গহ্বর দেখিয়া সমরেন্দ্রনাথ প্রথমে সঙ্কুচিত হইলেন। পরে এক লম্ফে তাহার সম্মুখে গিয়া দুই হস্তে তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। রাক্ষস অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল।

সমরেন্দ্রনাথ তখন রাক্ষসের মৃতদেহ সেইখানে রক্ষা করিয়া কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে আবার দৈববাণী হইল, সমরেন্দ্রনাথ! রাক্ষসের দন্তগুলি লইয়া মাঠে রোপণ কর, কিছুক্ষণ পরে একদল সশস্ত্র সৈন্য মাঠ হইতে উৎপন্ন হইবে। তাহারা তোমারই শত্রুতাচরণ করিবে, কিন্তু তুমি সামান্য কৌশল প্রয়োগ দ্বারা অনায়াসেই

তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে। অবশিষ্ট কয়েকজন মাত্র সৈন্য থাকিলেই তোমার রাজ্য সুরক্ষিত থাকিবে।

দৈববাণী শুনিয়া সমরেন্দ্রনাথ সেইমত কার্য্য করিলেন। পরে যথা-সময়ে দন্তগুলি মাঠে রোপিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে অসংখ্য সশস্ত্র সৈন্য উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সমরেন্দ্রনাথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের বিকট আকৃতি, উদ্ধত স্বভাব ও ভয়ানক গর্জ্জন শুনিয়া সমরেন্দ্রনাথ আন্তরিক ভীত হইলেন। তখন তাহার সেই দৈববাণী মনে পড়িল। তিনি তখন একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া সকলের অগোচরে সৈন্যদলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রস্তরখানি সৈন্যগণের সম্মুখে পতিত হইতেই তাহারা ভাবিল, বুঝি তাহাদেরই পশ্চাৎবর্ত্তী সৈন্যগণ তাহাদের লক্ষ্য করিয়া সেই প্রস্তরখানি নিক্ষেপ করিয়াছে। এই স্থির করিয়া তাহারা রাগান্বিত হইল এবং সেই প্রস্তরখানি উত্তোলন করিয়া তাহাদেরই দিকে নিক্ষেপ করিল। ইহাতে সেই সৈন্য দলের মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। অবশেষে তাহারা আপনাআপনি কাটাকাটি করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে কিছুদিন যুদ্ধের পর পাঁচজন ব্যতীত সকলেই মারা পড়িল। সমরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাদের কার্য্য অবলোকন করিতে-ছিলেন, এমন সময় সহসা সেই সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া বলিল—রাজকুমার! অবশিষ্ট সৈন্যগণকে রক্ষা কর, ইহারা তোমার রাজ্য রক্ষা করিবে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র তখনই সৈন্যদল মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং মিষ্টবাক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত করিলেন। যে কয়জন রক্ষা পাইল, তাহারা সকলেই সমরেন্দ্রনাথের বশীভূত হইল এবং তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে লাগিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে এক বিস্তীর্ণ রাজ্য সংস্থাপিত হইল। সমরেন্দ্রনাথ সে রাজ্যের একমাত্র

রাজা হইলেন। তাহার প্রজাগণ সকলেই সুখে-স্বচ্ছন্দে তথায় বাস করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

এদিকে রাজা সমরেন্দ্রনাথের পিতা প্রায় দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়াও যখন তাঁহার কন্যা বা কোন পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং কিরূপে তাহাদিগকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে একদিন রাত্রে রাজা কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া গোপনে রাজ্য ত্যাগ করিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে ভয়ানক ঝটিকা উত্থিত হইল, তখন রাজা সেই প্রবল বাতাসে পথভ্রান্ত হইলেন এবং দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া যেদিকে ইচ্ছা যাইতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে তিনি সমরেন্দ্রনাথের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখনই তিনি যেখানে যাইতেছিলেন, সেইখানেই তিনি তাঁহার পুত্রকন্যা ও স্ত্রীর সন্ধান লইতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার কথা সমরেন্দ্রনাথের কর্ণে উঠিল। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পিতাপুত্রে অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। রাজপুত্র তখন সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া মাতার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি সে শোকসম্বরণ করিতে না পারিয়া একমাসের মধ্যেই মৃত্যুর কবলে পতিত হইলেন।

পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপন করিয়া সমরেন্দ্রনাথ লোকজন সমভি-ব্যাহারে পুনরায় ভগিনীর অন্বেষণে বাহির হইলেন। ঠিক সেই সময়ে আবার দৈববাণী হইল, ভগিনীর সন্ধান করিয়া সময় নষ্ট করিও না, যাহাতে তোমার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা কর।"

দৈববাণী শুনিয়া সমরেন্দ্রনাথ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং উদ্যানে
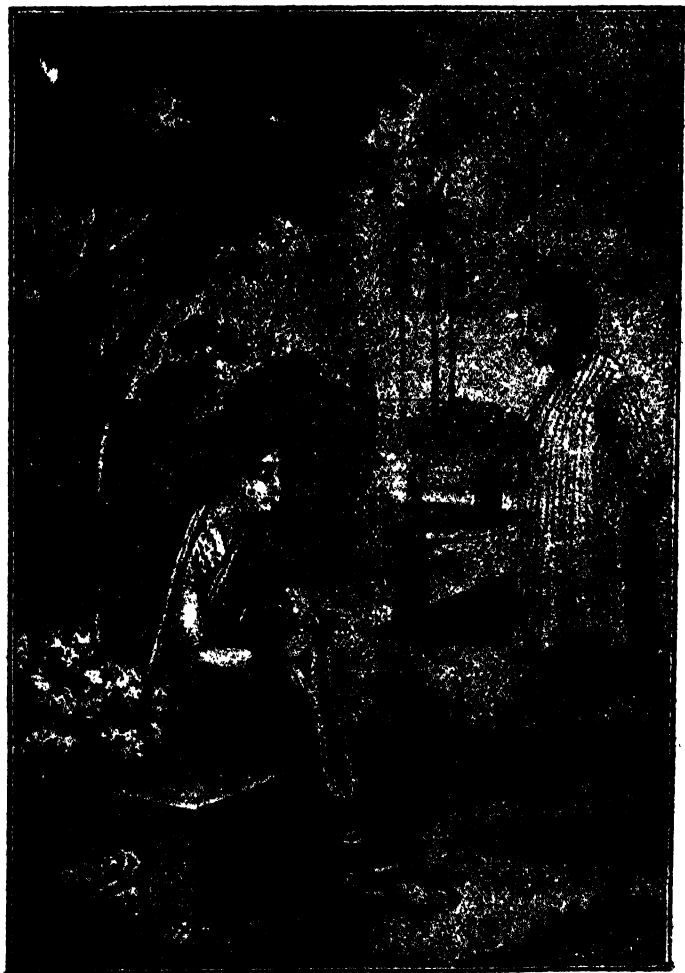
যুবতী ও রাজকুমার

প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক পরমাসুন্দরী ষোড়শী যুবতী ফুলের মালা হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছে।

যুবতীকে দেখিয়া রাজপুত্র পুলকিত হইলেন। তিনি যেমন কথা কহিতে উদ্যত হইলেন, অমনি পুনরায় দৈববাণী হইল, "রাজকুমার! ঐ রমণী তোমার উপযুক্ত পাত্রী। উহাকে বিবাহ করিয়া সুখে রাজ্য-পালন কর।"

সেইদিনই আচার্য্য ডাকাইয়া রাজপুত্র শুভদিন স্থির করিলেন। পরে সেই শুভদিনে শুভলগ্নে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল। তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

ফুলগাছ কুমার।

এক

নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক ডাইনী তার এক অবিবাহিতা যুবতী কন্যাসহ বাস করত। ডাইনী বুড়ো হ'য়েছে, কোন্‌দিন ম'রে যাবে। তার ইচ্ছা যে মরবার আগে মেয়েটাকে রাজরাণী ক'রে দিয়ে যায়। ছল ক'রে মেয়েকে সুন্দরী ক'রে রেখেছে—সে বন আলো ক'রে ঘুরে বেড়ায়, আর ডাইনী নেহাৎ ভাল মানুষটী সেজে কুঁড়েঘরের দোরগোড়াটীতে চুপ ক'রে ব'সে মানুষ ধর্‌বার ফিকিরে থাকে।"

"রাজা-রাজড়ার পুত্রেরা সব মৃগয়া কর্‌তে এলে মেয়েটা দেখ্‌তে পেলেই ভুলিয়ে আনে, ডাইনী-বুড়ী তাদের রক্ত শুষে খেয়ে মেরে ফেলে। একটাও মনের মত রাজা, কি রাজকুমার পায়না যে, মেয়েকে তার রাণী করে দেয়।"

একদিন এক রাজকুমার সেইখানে আসিতেই ডাইনী-বুড়ীর পছন্দ হ'ল। ভাবিল, এ এখন জীয়ানো থাক্, যদি আর ভাল পাত্র না পাই, তবে এর সঙ্গেই মেয়ের বে দিয়ে রাণী ক'রে দিয়ে যাব।

এই ভাবিয়া সে এক গণ্ডুষ জল নিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিল, অমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাজকুমার একটি ফুল গাছ হ'য়ে গেল।

একদিন সেই দেশের রাজা, লোকলস্কর, হাতী, ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে খুব ধুমধাম ক'রে মৃগয়া করিতে গেলেন।

সারাদিন ধ'রে মৃগয়ায় মত্ত হ'য়ে—বাঘ, ভল্লুক বরা হরিণের পিছনে

দৌড়ে দৌড়ে হয়রাণ হ'য়ে পড়্লেন, গা দিয়ে দর দর ক'রে ঘাম বার হ'চ্ছে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—একটু জল না পেলে প্রাণ যায়!

তখন তিনি পাগলের মত—একটু জলের জন্য চারিদিকে ছট্‌ফট্ ক'রে ঘুরিতে লাগিলেন কিন্তু কোথাও জলের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একখানি কুঁড়েঘর দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন যে, এক বুড়ী বাড়ীর দরজায় চুপটী করিয়া বসিয়া আছে। রাজা তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে যাইয়া বলিলেন, "তুমি যে হও, শীঘ্র একটু জল দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।"

বুড়ী বলিল, "জল আমি দিতে পারি, কিন্তু আমার এক পণ আছে। যদি আপনি তা রাখিতে প্রতিজ্ঞা করেন, তবেই জল পাইবেন, নইলে নয়।"

রাজা বলিলেন, "কি প্রতিজ্ঞা?"

বুড়ী বলিল, "আমার একটী মেয়ে আছে, যদি তাকে বে' করেন, তবেই জল পাইতে পারেন।"

রাজা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তা' কি ক'রে হবে? আমি এ দেশের রাজা, আমার রাণী আছে, ছেলে আছে!"

বুড়ী বলিল, "সে সব আমি জানি। কিন্তু জেনে শুনেও যখন সতীনের উপর মেয়ে দিতে প্রস্তুত আছি, তখন আপনার আপত্তি কি? যদি রাজী না হন, জল দিতে পারব না।"

রাজা করেন কি, তৃষ্ণায় প্রাণ যায়! বলিলেন, "আচ্ছা আমি রাজী হলুম, এখন শীঘ্র জল দিয়ে আগে আমার প্রাণরক্ষা কর।"

বুড়ী তখন তাড়াতাড়ি জল আনিয়া দিল, রাজা জল খাইয়া প্রাণ পাইলেন।

সেই রাত্রেই বুড়ী রাজার সঙ্গে তার মেয়ের বিবাহ দিয়া দিল।

পরদিন রাজা বুড়ীকে আর নূতন রাণীকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

বড়রাণী সব শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজ! বেশ ক'রেছেন, আমি খুব খুসী হ'য়েছি। ও আমার সতীন নয়, আমার ছোট বোন, ওকে তেমনি আদর যত্ন ক'রে রাখ্‌ব।"

বড়রাণী ছোটরাণীকে এমন আদর যত্ন করিতে লাগিলেন, এমন ভালবাসিতেন, ঠিক যেন তাঁর মায়ের পেটের বোন। আর বুড়ীকেও এমন সেবা-যত্ন করিতে লাগিলেন, এমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন, ঠিক তাঁর মা।

এই সব গুণ দেখে দেশের লোকের মুখে আর বড়রাণীর সুখ্যাতি ধরে না। সকলেই বড়রাণীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ছেলে-মেয়েকে শিক্ষা দিতে লাগিল।

কিন্তু "চোরা নাহি শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।" ডাইনীরা কি আর তাতে ভোলে!

বুড়ী ফিকিরে রহিল, কেমন করিয়া বড়রাণীকে মারিবে, কেমন করিয়া তার ছেলেমেয়েগুলিকে মারিয়া নিজের মেয়েকে পাটরাণী ক'রে দিবে।

রোজ রাত্রিতে যখন বড়রাণী ঘুমায়, তখন ডাইনী চুপিসাড়ে গিয়ে চুলের নল দিয়ে রক্ত শুষে খায়।

বড়রাণী দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন—অস্থিচর্ম্ম সার হইলেন, শেষে একদিন মানবলীলা-সম্বরণ করিলেন।

তখন রাজার ভারী সন্দেহ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এতদিন না—ততদিন না, রোগ নেই, শোক নেই, ছোটরাণী আর তার মাকে ঘরে আন্‌বার পর থেকেই বড়রাণী আপনা-আপনি শুকিয়ে মারা গেল—এর মানে কি?

রাজা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহারা হয় রাক্ষসী, না হয় ডাইনী, তা না হ'লে বড়রাণী ম'রে গেল কেন ? এখন ছেলেমেয়েগুলিকে এদের হাত থেকে বাঁচাই কিরূপে ?

রাজা মনে মনে ঠিক করিলেন, এখন মৃগয়ায় যাওয়া যুক্তিসঙ্গত।

পরদিন বুড়ীকে বলিলেন—মা ! মনটা বড় খারাপ হ'য়েছে, অনেকদিন শিকারে যাই নাই, আজ থেকে দিনকতক মৃগয়া করিতে যাইব।

বুড়ী বলিল—তা বেশতো বাবা ! যাও না, মনের সুখে তুমি মৃগয়া ক'রে বেড়াও গে। আমি যখন আছি, তখন তোমার কোন ভয় নেই, তোমার ছেলে মেয়ে, ঘরদোর, সব আমি দেখ্‌বো।

রাজা মৃগয়ায় যাইয়া সেই গহন বনের ভিতরে একটী ছোট বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিলেন, তারপর লুকিয়ে মেয়েটীকে আর ছেলে দু'টীকে নিয়ে সেই বাড়ীতে রাখিয়া দিয়া মনে করিলেন, এদের সন্ধান আর কেউ করিতে পারিবে না, এরা এখানে নিরাপদে থেকে মানুষ হ'য়ে উঠিবে।

কিন্তু এখানে রোজ আসিয়া একবার ক'রে দেখাশুনো করিতে হইবে। তা না হ'লে ইহারা এই নিবিড় বনমধ্যে থাকিবে কি ক'রে ? রাজা ভেবে ভেবে কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে ঠিক করিলেন যে, এই বাড়ীর জানানালায় একটা সরু সুতো বেঁধে—সেই সুতোটী বরাবর রাজবাড়ীতে আনিয়া তাঁর শোবার ঘরের জানালার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলেন। কেহ সেইটা দেখিতে পাইল না। রাজা সেই সুতো গাছটী ধরিয়া রোজ কথাবার্ত্তা বলেন আর মধ্যে মধ্যে এক একবার দেখিয়া আসেন।

একদিন ডাইনী ভাবিল, ভালরে ভাল, ছেলে মেয়েগুলো গেল কোথায় ? তাদের না পেলে ত' খাইতে পারব না, নিশ্চয় রাজা কৌশল ক'রে তাদের কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।

ডাইনী চারিদিকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজিতে লাগিল, খুঁজিতে খুঁজিতে সেই সুতো গাছটা তার নজরে পড়িল। আর যায় কোথায়! তখন সেই সুতো ধ'রে বরাবর গিয়ে, সেই বাড়ীতে উঠিয়া দেখিল, ছেলেমেয়ে তিনটী অঘোরে ঘুমাইতেছে। অমনি মন্ত্র পড়িয়া ছেলে দু'টীকে পাখী ক'রে দিল। মেয়েটীর বিবাহ হ'লেই ত পরের ঘরে যাবে, এই ভাবিয়া তাকে আর কিছু বলিল না।

সকাল হ'লেই ভাই দুটী পাখী হইয়া বনে উড়িয়া গেল, আবার সারাদিন চরিয়া সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসিত এবং মানুষ হ'য়ে ঘরে ঘুমাইতে লাগিল। আবার রাত্রি প্রভাত হইলেই পাখী হইয়া উড়িয়া গেল। বোন্‌টী কিছুতেই তাহাদের ধ'রে রাখিতে পারিল না।

রাজকন্যা সারাদিন একলাটী বসিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ভাই দু'টী পাখী হইয়া উড়িয়া যাইল, হয়ত কোন্‌দিন কে তাদের ধ'রে নেবে, নয় ত কেউ মেরে ফেল্‌বে, তাহ'লে আর ত ফিরে আসিতে পার্‌বে না।

একদিন সন্ধ্যা হ'য়ে গেল.তবুও ভাই দুইটী ফিরিল না।

রাজকন্যা ভাবনায় আকুল হ'য়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বাগানের ভিতর খুঁজিয়া দেখিতে গেল। হঠাৎ দেখে কি! সাম্‌নে দিব্য একটী সোণারচাঁদ রাজকুমার দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

রাজকন্যা ভাবিল, এ আবার কি? ভূত না প্রেত, দৈত্য না দানব, ডাইন না রাক্ষস, এ কার মায়া! তা না হ'লে এমন সময়ে এই বাগানের ভিতর রাজকুমার আসিবেন কেমন ক'রে? রাজকন্যা প্রাণভয়ে ছুটিয়া বাগানের মধ্যে একটী গৃহ ছিল তাহাতে প্রবেশ করিল। রাজকুমারও তাহার পিছু পিছু যাইয়া খপ্‌ ক'রে তার হাত দু'টী ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন, ভয় পেও না রাজকুমারী, আমি মানুষ! ডাইনী মন্ত্রের দ্বারা আমাকে

ফুলগাছ কুমার
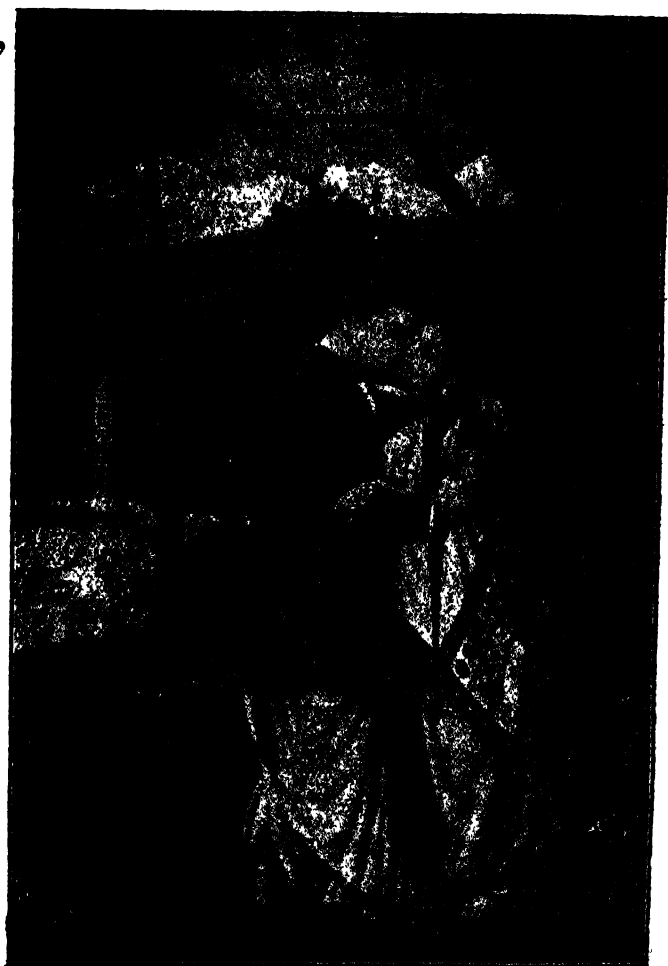
দিনের বেলা গাছ করিয়া রাখে আর রাত্রি হ'লেই মানুষ করে, তথাপি তার মন্ত্রের গুণে পথ চিনে বেরিয়ে যেতে পারিনি। সকাল হইলেই দেখিবে, এইখানে যে ফুলগাছটী থাকে, সেই-ই আমি।

রাজকন্যা ভয়ে ও লজ্জায় মস্তক নত করিয়া বলিল, তবে উপায়? আমার ভাই দু'টীকেও ত পাখী করিয়া রাখে। রাত হইলে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া—যেমন ছিল তেমনি মানুষ হয়। কি হইবে, এ মায়া কাটাবার কি কোন উপায় নাই?

রাজকুমার বলিলেন—উপায় আছে, কিন্তু বড় শক্ত কথা, তুমি ছেলে মানুষ তা পারিবে কি?

রাজকন্যা বলিলেন—পারব, আপনি বলুন? না পারি ত' প্রাণ দেব।

রাজকুমার বলিলেন—প্রাণ দিতে হইবে না, তবে একটু চট্‌পট্ করিয়া কাজ করিতে হইবে। রাতারাতি কাজ শেষ করিতে না পারিলে কোন ফল হইবে না।

রাজকন্যা বলিলেন—আমি যেমন করিয়া পারি, রাত্রের মধ্যে কার্য্য শেষ করিব।

রাজকুমার বলিলেন—ওই যে পুকুর দেখ্‌ছো, ওর ভিতরে এক রকমের ছোট ছোট গোল গোল পাতার গাছ আছে। সন্ধ্যাবেলা এক ডুবে যদি ঐ পাতা আনিয়া তার জামা ক'রে রাতারাতি ভাইদের পরিয়ে দিতে পার, তবেই মায়া কেটে যাবে। আর তাহারা পাখী হবে না।

রাজকন্যা বলিলেন—আর আপনি?

রাজকুমার হাসিয়া বলিলেন—আমি নাই বা উদ্ধার হইলাম।

রাজকন্যা সজল নয়নে বলিলেন—তা কি হয়! আপনি এই সন্ধান

দিয়ে আমার পরম উপকার করলেন। যে উপকারীকে ভুলে যায়, তা'র মহাপাপ হয়। সকলের আগে আপনাকে উদ্ধার করা চাই।

রাজকুমার বলিলেন, তবে সেই পাতার একটা মুকুট ক'রে আমার মাথায় পরিয়ে দিও। এই বলিয়া রাজকুমার রাজকন্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই পুকুরে গিয়া, সেই গাছ চিনিয়ে দিলেন। পরে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রে ভাই দু'টি ফিরিয়া আসিতে অনেক রাত্রি হইল, বোনটী বলিল, কাল তোমরা ফিবে আসিতে রাত্রি ক'র না, তাহা হ'লে আরও বিপদে পড়িবে। এই কথা শুনিয়া ভাই দু'টী বলিল, রাস্তায় এক জায়গায় আসিতে আসিতে দেখিলাম, শিকারীরা ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে; সেইজন্য আসিতে কিছু দেরী হইল, কাল আর সে দিকে যাইব না, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ফিরিয়া আসিব। এই বলিয়া তিন ভাই বোনে খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল, পরদিন ভোর হইতে না হইতেই আবার তারা পাখীর আকার ধারণ করিয়া দুই ভায়ে উড়িয়া গেল।

রাজকন্যা সারাদিন ছটফট করিয়া কাটাইল, এবং সন্ধ্যা হইতে না হইতেই রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিল, পরে সেই পুকুরে গিয়া এক ডুবে কতকগুলি গাছ পাতা শিকড় শুদ্ধ তুলিয়া লইয়া আসিল। সন্ধ্যার সময় দু'টী ভাই ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার বোনটী কাজে ব্যস্ত হইয়া একমনে কি সব পাতাগুলি সূতায় গাঁথিতেছে।

ভাই দু'টী জিজ্ঞাসা করিল, "ওকি হ'চ্ছে দিদি?"

বোন বলিল, এদিকে কেউ চেও না, আমার কথা বলিবার সময় নাই, তোমরা যে বায় খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়।

ভাই দু'টী বলিল, কেন দিদি! ও সব কি করছ আমাদের বল না।

রাজকুমারী বলিল, কথা কইও না, কথা কহিলে সব নষ্ট হইয়া যাইবে, সকাল হইলেই সমস্ত জানিতে পারিবে।

রাত্রি কখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন ডাকিনী মনে মনে করিল, দেখি'ত মেয়ে ছেলেগুলো কি ক'চ্ছে। এই বলিয়া সেই সূতা গাছটী ধরিয়া এক নিমিষের মধ্যে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ! তখন ডাইনী অবাক্ হইয়া বলিল, ছি! ছি! ও কি করিস্ লো! বিষের পাতা নিয়ে তোর খেলা! ফেলে দিয়ে চট্ ক'রে আমার সঙ্গে আয়। তোর বাপ সেথা মর মর হইয়াছে, আর তুই এখানে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছিস্?

রাজকুমারী বলিল, "এই যে দিদি মা, যাই। তুমি একটু ব'স এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মুকুট শেষ করিয়া একটী জামা বুনিতে বসিল।

তখন ডাইনী নানা চাতুরী করিয়া রাজকন্যাকে বাধা দিতে লাগিল কিন্তু রাজকন্যা শুনিল না, এক মনে জামা তৈয়ারী করিতে লাগিল। এই দেখে ডাইনী আগুন! ডাইনী মন্ত্রপূত করিয়া জল ছিটাইয়া দিয়া কার্য্য পণ্ড করিয়া দিতে উদ্যত হইল। এমন সময় রাজপুত্র শুনিলেন শুক সারী নিত্য ভোররাত্রে যেমন রাজকুমারের ঘরের পাশে গাছের ডালে বসিয়া কথা কয়, আর ফুলগাছ রাজকুমার শুনেন; আজ সেইরূপ শুনিতে লাগিলেন।

শুক বলিল, সারি! রাজকন্যার ভারী বিপদ।

সারী বলিল, কি বিপদ্।

শুক বলিল, ডাইনী তাকে যাদু করছে।

সারী বলিল, এর কি কোন উপায় নেই।

শুক বলিল, রাজকন্যা যে লতা দিয়া জামা বুনিতেছে সেই ল'তার শিকড় ডাইনীর গায়ে ছুঁইয়ে দিলেই ডাইনী বেহুঁস হইবে।

রাজকুমার এই কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি রাজকন্যার কাছে আসিয়া একটা শিকড় শুদ্ধ লতা ডাইনীর গায়ে ঘসে দিলেন, অমনি ডাইনী বেহুঁস হইয়া পড়িল।

কাক-কোকিল ডাকিয়া উঠিল, পূর্ব্বদিক ফরসা হইল। আর সময় নাই ভাবিয়া, রাজকন্যা তাড়াতাড়ি মুকুটটা লইয়া সেই রাজকুমারের মাথায় পরাইয়া দিল, আর ভাই দু'টীকে জাগিয়ে জামা দু'টী গায়ে পরাইয়া দিবামাত্র তাহারা মানুষ হইয়া রহিল।

তারপর ফুলগাছ-কুমার তাহাদের সঙ্গে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া বিচারপ্রার্থী হইলেন। রাজা ডাইনীকে ও তার মেয়ে ছোটরাণীকে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিলেন, আর সেই ফুলগাছ রাজকুমারের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

ভূতের জাহাজ।

এক সময় বালাসোর নগরে এক বণিক বাস করিত। তাহার সংসারে তেমন কেহই ছিল না, এক পুত্র আর একটী পুরাতন চাকর। পুত্রের নাম মনসুর, চাকরটীর নাম ডম্বরু। বণিকের অবস্থা তাদৃশ ভাল না থাকাতে সুবিধা মত ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিত না। কোনরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইত। মনসুরের বয়স প্রায় আঠার বৎসর, সে তখন পিতার সহিত ব্যবসা-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিল। মনসুর ব্যবসাক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া পিতা পুত্রে ব্যবসায় দিন দিন খুব উন্নতি করিতে লাগিল।

কিছুদিন ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার পর মনসুরের পিতা অতিরিক্ত চিন্তাধিক্যবশতঃ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। মনসুরের পিতার মৃত্যুর পর হঠাৎ একদিন খবর আসিল তাহাদের সাতখানি পণ্যদ্রব্যবাহী জাহাজ সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

পিতার মৃত্যু ও এক সঙ্গে সাতখানি জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে মনসুরকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইল। সে তখন বসত বাড়ী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয়

করিয়া যাহা অর্থ পাইল এবং সঞ্চিত অর্থ যাহা ছিল তাহা লইয়া স্বদেশে বাণিজ্য করা সুবিধাজনক নহে বিবেচনা করিয়া বিদেশে যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল।

মনসুর বিদেশে যাত্রা করিবে শুনিয়া তাহার পুরাতন ভৃত্য ডম্বরু বলিল, আপনি বিদেশে যাইতেছেন—এখন আমার দুর্দ্দশা কি হইবে, অতএব আমিও আপনার সঙ্গে যাইব।

যদিও মনসুরের তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না, তথাপি তাহার পিতা ডম্বরুকে যথেষ্ট ভালবাসিত এবং সেও শৈশব হইতে তাহাকে দেখিয়া আসিতেছে, ইত্যাদি কারণে তাহার কথা সহজে ঠেলিতে পারিল না, বাধ্য হইয়া তাহাকেও সঙ্গে লইতে হইল।

মনসুর যখন বিদেশে যাত্রা করিবে বলিয়া উদ্যোগ করিতেছে, সেই সময় শুনিল, বালসোর হইতে একখানি জাহাজ এডেন অভিমুখে যাত্রা করিবে। এই সংবাদ পাইয়া সে তৎক্ষণাৎ জাহাজাধ্যক্ষের নিকট গমন করিল এবং সেখানকার পণ্যদ্রব্য কতক পরিমাণে লইয়া এডেন অভিমুখে আসিবার ব্যবস্থা করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে মনসুর ও তাহার চাকর যথাসময়ে পণ্যদ্রব্য সহ জাহাজে আরোহণ করিল। সেদিনকার বায়ুর গতি ভাল থাকাতে জাহাজাধ্যক্ষ জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন, জাহাজ আপন গন্তব্যপথে চলিতে লাগিল। প্রায় পনর দিবস যাবত জাহাজ বেশ নিরাপদে চলিতেছে, কোন গোলমাল নাই, হঠাৎ নাবিকাধ্যক্ষ কহিলেন—আজ হাওয়ার গতি বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় না—ঝড় উঠিবে। এই বলিয়া তিনি চারিদিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে জাহাজের পাল নামাইতে হুকুম দিলেন। জাহাজ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগন রঞ্জিত করিয়া সমুদ্রের অতল জলরাশির মধ্যে বিশ্রাম লইলেন। আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চন্দ্রদেব উঠিলেন, মৃদু মৃদু সান্ধ্যসমীরণ বহিয়া যাইয়া রাত্রি আসিল। এমন সময় সহসা ঝড় উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার ধ্বনি করিতে করিতে জলদস্যুদিগের জাহাজ আসিয়া তাহাদের জাহাজে ধাক্কা দিল। এদিকে জাহাজের যাত্রিগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সকলেই ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন করিতে লাগিল।

ঈশ্বর যাহার সহায় তাহাদের মারে কে? হঠাৎ ঝড়ের গতি এরূপ হইয়া গেল যাহাতে দস্যুদিগের জাহাজ সেখান হইতে বহুদূরে গিয়া নিপতিত হইল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, ঈশ্বর যাহাদের প্রতি বাম তাহাদের আর আশ্রয় কোথায়? ঝড় থামিল বটে কিন্তু জাহাজ সংঘর্ষণের ফলে ইহাদের জাহাজে জল প্রবেশ করিতে লাগিল এবং ক্ষণকাল মধ্যেই অতল জলরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইল।

জাহাজখানি জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বে নাবিকাধ্যক্ষ কয়েকখানি ডিঙ্গীতে কতকগুলি যাত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য তুলিয়া দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একখানিতে মনসুর ও তাহার চাকর ছিল। তাহারা ত্বরায় সেই ক্ষুদ্র তরীখানি বাহিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু অতল সমুদ্রের মধ্যে সামান্য তরীখানি নির্ভর করিয়া মানুষ কতক্ষণ বাঁচিবে এবং কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে; সেই ভাবিয়া তাহারা জাহাজ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন একরাত্রি ক্রমাগত অনাহারে অনিদ্রায় জাহাজ অন্বেষণ করিতে করিতে তাহারা অনতিদূরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইল। জাহাজখানি দেখিয়া তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা সাধ্যমত জোরে তরীখানি বাহিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ বাহিয়া যাইবার পর ক্রমে তাহারা জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

যখন তাহারা জাহাজখানির নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তাহাদের সকল আশা বিলুপ্ত হইল এবং তাহারা কিরূপে আবার রক্ষা পাইবে তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিল। মনসুর চাকরকে বলিল—দেখ ডমরু! এরূপ অনাহারে অনিদ্রায় মরা অপেক্ষা দস্যুর হাতে মরা ভাল। চল, আমরা ঐ জাহাজের গায়ে নৌকা ভিড়াই।

চাকর আর কি বলিবে, সেও মনিবের কথায় সায় দিয়া তরীখানি জাহাজের গায়ে ভিড়াইয়া দিল এবং জাহাজের উপর হইতে একগাছি দড়ি ঝুলিতেছিল তাহা নাড়িয়া সঙ্কেত করিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কোন প্রত্যুত্তর পাইল না। তখন তাহারা সেই দড়িগাছটী ধরিয়া জাহাজের উপর উঠিতে চেষ্টা করিল এবং অনতিবিলম্বেই মনসুর অতি কষ্টে জাহাজের উপর উঠিল। জাহাজে উঠিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে তাহার আর কথা কহিবার ক্ষমতা রহিল না। সে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

পরক্ষণেই তাহার চাকর জাহাজের উপরে উঠিল, সেও উপরে উঠিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে সেও নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। তাহারা দেখিল, প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত লোকের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। সকলের দেহ ক্ষতবিক্ষত, সকলেরই যুদ্ধের সাজ। জাহাজের উপরিভাগে উঠিয়া দেখিল, প্রধান মাস্তলে ঠেস দিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার দেহ বেশ বলিষ্ঠ, পোষাক পরিচ্ছদে তাহাকে জাহাজের অধ্যক্ষ বলিয়া বোধ হইতেছিল। তাহার হস্তে একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি এবং তাহার হস্তপদ লৌহশৃঙ্খল দ্বারা মাস্তলের সহিত আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা সেই দৃশ্য দেখিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ সেই ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহারা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে জাহাজের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই লোমহর্ষণ দৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই তাহাদের লক্ষ্য হইল না। সর্ব্বত্রই

জনহীন—নিস্তব্ধ—কেবল যা মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের অতল জলধির গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। তথাপি কেহ কাহারও সহিত কথা কহিবার সাহস হইতে ছিল না। কেন না, তাহাদের সদাই মনে হইতেছিল, যাহারা ইহাদের এ অবস্থা করিয়া গিয়াছে তাহারা যদি পুনরায় ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাদের দুর্দ্দশা কি হইবে? এইরূপ নানা চিন্তায় অনেক সময় অতিবাহিত হইল।

কিছুক্ষণ পরে মনসুরের ভৃত্য বলিল, চলুন নীচে যাইয়া দেখি, যদি আরো কোন দুর্ঘটনা দেখিতে পাই। এই বলিয়া তাহারা জাহাজের নিম্ন-তলায় গমন করিল। সেখানে যাইয়া তেমন কিছুই দুর্ঘটনা দেখিতে পাইল না। তখন তাহারা ঘরগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যে ঘরে প্রবেশ করে সেই ঘরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নানাবিধ পোষাক পরিচ্ছদ, ভারে ভারে খাদ্যদ্রব্য, অসংখ্য টাকাকড়িতে ঘর পরিপূর্ণ এই সব দেখিয়া ভয়ে ও আনন্দে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

তখন মনসুরের চাকর তাহার প্রভুকে বলিল—আপনি উহার কিছু বুঝিতে পারিলেন?

মনসুর বলিল—না।

ভৃত্য। ঐ যে লোকগুলিকে দেখিলেন, উহারা বিদ্রোহী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়াছে। প্রথমে উহারা বিদ্রোহী হইয়া জাহাজের অধ্যক্ষকে নিহত করে, তাহার পর এই সব দ্রব্য লইয়া উহারা পরস্পরে কাটাকাটি করিয়া মরিয়াছে।

মনসুর। তবে কি বলিতে চাও—এই সমুদয় জিনিষের মালিক নাই।

ভৃত্য। না।

মনসুর। তবে এক কাজ কর, চল আমরা দুইজনে যাইয়া ঐ সব লাস সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিই।

জাহাজের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারী।

মনিবের কথা শুনিয়া ভৃত্য রাজি হইল, তখন তাহারা দু'জনে উপরে গিয়া এক একটি লাস তুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাহারা যাহাকে ধরিয়া তুলিতে যায় তাহাকেই

তুলিতে পারে না। এইরূপে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল।

এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি আসিল, তখন তাহারা উপর হইতে নীচে যাইয়া একটী নিভৃত কক্ষে আশ্রয় লইল। রাত্রি যখন আন্দাজ দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সময় দেখিল যে, জাহাজের উপরিভাগে ভয়ানক কোলাহল হইতেছে, কেহ কেহ বিকট আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহারা একবার মনে করিল, বোধ হয় জলদস্যুদিগের জাহাজ আসিয়া এই জাহাজ লুট করিতেছে। আবার মনে করিল যাহারা ইহাদের কাটিয়া গিয়াছে, বোধ হয় তাহারাই আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন অনুমানই বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না ; একটু পরেই দেখিল, যে লোকটীকে তাহারা জাহাজের অধ্যক্ষ বলিয়া মনে করিয়াছিল, সেই লোকটী তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া তাহার নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার একটু পরেই আর একটা লোক আসিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। লোকটীর পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাকে অধ্যক্ষের সহকারী বলিয়া বোধ হইল। সে গৃহে প্রবেশ করিয়া অধ্যক্ষকে কি বলিল, তখন অধ্যক্ষ তাহাকে জোর গলায় কি বলিল এবং দুইজনেই একসঙ্গে উপরে উঠিয়া গেল।

জাহাজের অধ্যক্ষ উপরে যাইলে পুনরায় সেইরূপ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। এইরূপে রাত্রি যখন প্রভাত হইল তখন সব নিস্তব্ধ হইল।

রাত্রি প্রভাত হইলে মনসুর নিজের ভৃত্যকে ডাকিয়া উপরে গেল। উপরে যাইয়া দেখিল ঠিক পূর্ব্বদিনের অনুরূপ যে যেখানে ছিল, সে সেই-খানেই পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এইরূপে দুই চারিদিন কাটিয়া গেল।

একদিন প্রাতঃকালে মনসুরের ভৃত্য মনিবকে বলিল—দেখুন! দিনের বেলায় জাহাজ চালাইয়া কোন বন্দরে যাওয়া যায় না?

মনসুর বলিল, "ঠিক বলিয়াছ! চল, আজই যাওয়া যাক, এই বলিয়া তাহারা জাহাজ ছাড়িয়া দিল এবং সমস্ত দিন জাহাজ চালাইয়া সন্ধ্যার সময় বন্ধ রাখিল।

রাত্রিতে আবার সেইরূপ কাণ্ড হইল, সেই আর্ত্তনাদ, সেই কাটাকাটি হইতে লাগিল এবং সকালে যে যেখানে ছিল, সে সেইখানেই পড়িয়া রহিল। প্রাতঃকাল হইলে পুনরায় তাহারা জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

এইরূপে ২।৪ দিন জাহাজ চলিবার পর জাহাজখানি এক বন্দরের অনতিদূরে আসিয়া নঙ্গর করিল। তার পর ডিঙ্গার সাহায্যে মনসুর ও তাহার ভৃত্য উপরে আসিল।

উপরে আসিয়া তাহারা এক ওঝা ঠিক করিল। ওঝা যাইয়া সেই সব লোককে মন্ত্রশক্তি দ্বারা একে একে উঠাইয়া জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অবশেষে যখন অধ্যক্ষকে মন্ত্রপুতঃ করিয়া তোলা হইল, তখন তার ক্ষণেকের জন্য জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে সে আস্তে আস্তে বলিল, "হে সুহৃদ্‌বর! কে আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন? আজ আমরা বহুদিবস এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, আপনি আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়া সুখে দিন যাপন করুন। আমরা পূর্ব্বে অভি-সম্পাৎগ্রস্ত হইয়াছিলাম, আজ আমি আপনাকে পাইয়া সে অভিসম্পাৎ হইতে মুক্ত হইলাম। এই বলিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। ক্রমে অধ্যক্ষের দেহ হিমাঙ্গ হইয়া আসিল।

তখন মনসুর ও তাহার ভৃত্য যথেষ্ট সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন তাহার দেহ জাহাজ হইতে নামাইয়া সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়া দিল এবং মনসুর ও তাহার চাকর অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়া সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

ভূতের কাছারী।

এক দেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বাস করিত। ব্রাহ্মণ সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসে, তারপর রান্না হইলে খাইয়া শুইয়া পড়ে। আবার প্রাতঃকাল হইলে ভিক্ষায় যায়। এইরূপে অতি কষ্টে কোন দিন খাওয়া হয়, কোন দিন বা খাওয়া হয় না।

একদিন ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ভিক্ষা করিতে করিতে অনেকদূর গিয়া পড়িল, কিন্তু সেদিন তাহার অদৃষ্টে কিছুই জুটিল না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিবে স্থির করিয়া বাড়ী অভিমুখে রওনা হইল। কিছুদূর আসিতে না আসিতে সন্ধ্যা হইল, তখন ব্রাহ্মণ কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিল।

তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে, রাস্তায় লোকজন কেহই নাই, ব্রাহ্মণ সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। কিছুদূর আসিবার পর ব্রাহ্মণ দেখিল, একটি লোক তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, ব্রাহ্মণ তাহাকে অনেক ডাকিল, সে কোন সাড়াশব্দ দিল না। তখন হতাশ হইয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, আর একজন লোক যাইতেছে, ব্রাহ্মণ তাহাকে সম্মুখে পাইয়া বলিল, "মহাশয়! আমি গরীব ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু পথ ভুলিয়া নির্জ্জনস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে আমায় থাকিবার স্থান দিন।

ব্রাহ্মণ যাহাকে থাকিবার স্থান প্রার্থনা করিতেছিল, সেও ব্রাহ্মণকে কোন কথা না বলিয়া ইঙ্গিতে আরও কিছুদূর অগ্রে যাইতে বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে করিল, ইহার মানে কি! এদেশের লোক কি কথা বলিতে জানে না—না ইহারা সব ভূত! তা না হইলে ইহার পূর্ব্বেও যাহাকে দেখিয়া একটু থাকিবার স্থান চাহিয়াছিলাম, সেও কোন কথা না বলিয়া বরাবর চলিয়া গেল। ইহাকেও যদি পাইলাম, এও কোন কথা না বলিয়া ইঙ্গিতে অগ্রে যাইতে বলিল, ইহার মানে কি? আর এতদূর পথ আসিলাম, কিন্তু একখানা সেরূপ বাড়ীঘর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। যাহা হউক, এখন উপায় কি? এখনই হয় ত বাঘ ভাল্লুক আসিয়া আমাকে খাইয়া ফেলিবে, এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিতে ভাবিতে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল।

কিছুদূর আসিবার পর, ব্রাহ্মণ দূর হইতে দেখিল একটী বাড়ীতে অনেক লোকজন যাওয়া আসা করিতেছে, চারিদিকে দিনের মত আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণের প্রাণে অনেকটা আনন্দ হইল, সে মনে করিতে লাগিল বোধ হয় ঐ বাড়ীতে কোন সমারোহ কাজকর্ম্ম হইতেছে, নচেৎ এত লোকজন কেন? যাহা হউক, সমস্ত দিনের পর ভগবান্ যাহা হউক একটা আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বরাবর সেই বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল।

বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া ব্রাহ্মণ দেখিল, দ্বারে দ্বারবান্ পাহারা দিতেছে। ভিতরে অনেক লোক যাওয়া আসা করিতেছে বটে, কিন্তু কাহারও মুখে কোন কথা নাই, সবই যেন কলে চলিতেছে। ব্রাহ্মণ দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইল ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এই বাড়ীর ভিতর এত লোক যাওয়া আসা করিতেছে, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নাই, ইহার মানে কি? যাহা হউক, দ্বারবানের কাছে যাইয়া একবার সংবাদটা লওয়া যাক্, তাহার

পর যাহা হয় করা যাইবে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারবানের নিকট যাইয়া বলিল, "মহাশয়! এই বাড়ী কাহার? আমি একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, সমস্তদিন খাওয়া-দাওয়া হয় নাই সেইজন্য আসিয়াছি। এক্ষণে আপনার হুকুম হইলে আমি একবার বাড়ীর ভিতর যাইতে পারি।"

ব্রাহ্মণের কাতরোক্তি শুনিয়া দ্বারবান্ তাহাকে সঙ্গে করিয়া বরাবর ভিতরে লইয়া গেল এবং যেখানে রাজা বসিয়া বিচার করিতেছেন তাহার সম্মুখে ব্রাহ্মণকে দাঁড় করাইয়া সে চলিয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিতে লাগিল, এ ত বড় মন্দ নয়! দ্বারবানকে এত কথা বলিলাম, সে কোন কথা বলিল না, কলের পুতুলের মত আমাকে সঙ্গে লইয়া এখানে দিয়া গেল। যাহা হউক, একবার রাজার সঙ্গে কথা কহিয়া দেখা যাক্। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ! আমি বড় ক্ষুধার্থ ব্রাহ্মণ, আজ প্রাতঃকাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করি নাই। আমায় কিছু খাইবার এবং অদ্যকার মত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন, তাহা হইলেই আমি পরম উপকৃত হইব।"

রাজা তখন ব্রাহ্মণের কাতরোক্তি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ একজনকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ জলপানান্তে রাজসমীপে আসিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনার কাজকর্ম্ম দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইতেছি। আপনার এত লোকজন কাজ করিতেছে বটে; কিন্তু আমি এদেশে আসিয়া অবধি কাহারও মুখে কোন কথা শুনিলাম না! সব কাজই যেন কলে হইতেছে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!

রাজা বলিলেন, ব্রাহ্মণ আমরা কেহই জীবিত নহি, সকলেই প্রেত-যোনি। বহুপূর্ব্বে এই রাজ্য, এই কাছারী, এই বাড়ী আমারই ছিল, আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও এক সময়ে ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা করি

নাই, সেই অভিসম্পাতে আজ আমরা সকলেই প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনার আগমনে আজ আমরা উদ্ধার হইলাম। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা নির্ব্বিঘ্নে মুক্তিলাভ করিতে পারি। আর আমাদের বিষয় বৈভব যাহা রহিল এ সবই আপনার। আমরা এতদিন আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, যখন দয়া করিয়া আসিয়াছেন, তখন আমাদের পরিত্রাণ করুন।

ব্রাহ্মণ রাজার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "রাজন্! আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হউক। আপনি স্বর্গলাভ করুন।"

ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তিমাত্র সকলেই উদ্ধার হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ তখন সেই সমুদয় সম্পত্তি লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মণ একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিল।

কূপোর ভিতর কূপোকাৎ।
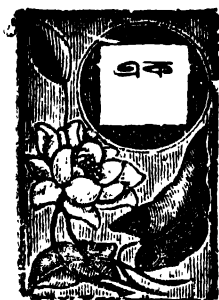
এক দেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। ব্রাহ্মণের সেরূপ পয়সা-কড়ি না থাকতে বিবাহ হয় নাই। বিবাহ করিতে হইলে তাহাকে অনেক টাকা পণ দিতে হইবে বলিয়া বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ সেজন্য বড়ই দুঃখিত।

অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভিক্ষা করাই স্থির করিল এবং ধনবান ব্যক্তিগণের বাটীতে গমন করিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে কিছুদিনের মধ্যে প্রয়োজন মত অর্থলাভ করিয়া ব্রাহ্মণ এক পরমা সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিল।

বিবাহকার্য্য সমাধা হইলে স্ত্রীকে গৃহে আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ সংসার পাতিল। ভিক্ষা ও তোষামোদ বৃত্তি দ্বারা কায়ক্লেশে নিজের স্ত্রীর ও বৃদ্ধা মাতার কোনরূপে ভরণপোষণ চালাইতে লাগিল।

কিছুদিন এইরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ব্রাহ্মণের মনে বড় ঘৃণার উদয় হইল। সে তখন বিদেশে গিয়া পরিশ্রম দ্বারা সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে মনস্থ করিল।

একদিন ব্রাহ্মণ মাকে বলিল, "দেখ মা! আমি বিদেশে গিয়া চাকরী করিব মনে করিয়াছি। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। আমার নিকটে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই তোমাকে দিয়া যাইতেছি; তুমি ইহার সাহায্যে যেমন করিয়া পার, তোমাদের দুইজনের খরচপত্র চালাইয়া দিনযাপন ক'রো। যতদিন না আমি অর্থসঞ্চয় করিতে পারিব, ততদিন আর গৃহে ফিরিব না।

পুত্রের কথায় মাতা ব্যথিত হইলেন, কিন্তু কোনরূপ আপত্তি করিলেন না, বরং কায়মনোবাক্যে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

ব্রাহ্মণের বাটীর পার্শ্বে একটী বেলগাছ ছিল। সেই গাছে একটা ব্রহ্মদৈত্য বাস করিত। যেদিন সকালে ব্রাহ্মণ বিদেশে গমন করিল, সেইদিন সন্ধ্যার সময় সেই ভূত ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা! এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে?"

ব্রাহ্মণবেশী ব্রহ্মদৈত্য বলিল, "আজ দিন ভাল নয়, তাই ফিরিয়া আসিলাম। আর ইহার মধ্যেই আমি কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি।"

এই বলিয়া সে ব্রাহ্মণের মায়ের হাতে কিছু অর্থ প্রদান করিল। সেও তাহাকে পুত্রের অনুরূপ দেখিয়া কোনরূপ সন্দেহ করিল না। বিশেষ অর্থ পাইয়া সে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ব্রহ্মদৈত্য নির্ব্বিবাদে কর্ত্তার ন্যায় থাকিতে লাগিল।

প্রতিবেশিগণও কোনপ্রকার সন্দেহ করিল না। তাঁহারা ব্রহ্মদৈত্যকেই ব্রাহ্মণ মনে করিয়া তাহার সহিত সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইল ব্রাহ্মণ বিদেশে গিয়া অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিল, অবশেষে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল, তাহারই মত আর একজন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে তাহার অধিকার করিয়াছে। ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি কে?"

ব্রহ্মদৈত্য তাহাকে বাড়ীর ভিতর দেখিয়া ভয়ানক রাগিয়া গেল। ব্রাহ্মণকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়া বলিল, "আমি বাড়ীর কর্ত্তা, আমার অনুমতি না লইয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করা তোমার অতি গর্হিত কার্য্য করা হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণের মাতা ও স্ত্রী উভয়কে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল কিন্তু কিছুই

বুঝিতে পারিল না। পাড়া-প্রতিবেশিগণ সকলেই দুইজনের আকৃতি এক প্রকার দেখিয়া বিস্মিত হইল।

ব্রাহ্মণ উপায়ন্তর না দেখিয়া সেই দেশের রাজার নিকট নালিশ করিল। রাজা তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কি মীমাংসা করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া সভাসদ্‌গণের উপর সেই ভার ন্যস্ত করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে পরদিন আসিতে আদেশ করিলেন।

সেইদিন ব্রাহ্মণ মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে এক মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিল। মাঠের একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে কতকগুলি বকাটে ছেলে, কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কোটাল ইত্যাদি সাজিয়া "রাজা রাজা" খেলিতেছিল। তাহারা ব্রাহ্মণকে কাঁদিতে দেখিয়া একজন তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? আমাদের রাজা তোমায় ডাকিতেছেন।"

ব্রাহ্মণ বলিল, "এইমাত্র আমি রাজার নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি কাল দেখা করিতে বলিয়া দিয়াছেন। আবার ডাকিতেছেন কেন?

বালক বলিল, "সে রাজা নয়—আমাদের রাজা।"

ব্রাহ্মণ তাহার সহিত তাহাদের রাজার নিকট গিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিল। রাজবেশী যুবক বড় চতুর। সে ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সমস্ত ব্যাপার বেশ বুঝিতে পারিল। পরে ব্রাহ্মণকে বলিল, "ঠাকুর! তুমি রাজার নিকট গিয়া যদি অনুমতি লইতে পার, তাহা হইলে আমি ইহার মীমাংসা করিতে পারি।"

ব্রাহ্মণ একেবারে হতাশ হইয়াছিল। যুবকের কথায় তখনই সে সম্মত হইয়া রাজার নিকট গিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিল। রাজা তাহার মোকদ্দমার মীমাংসার জন্য নিতান্ত অস্থির হইয়াছিলেন, সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ তখন সেই যুবককে ডাকিয়া রাজবাড়ীতে গেল, এবং তাহাদের বিচার আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মদৈত্য একে একে উভয়েই মনের কথা ব্যক্ত করিল। অনেক বন্ধানুবাদ হইবার পর যুবক একটী কুপো দেখাইয়া অগ্রে ব্রাহ্মণকে বলিল—আমি তোমাদের উভয়েরই কথা শুনিয়াছি ও তাহাতে এই স্থির করিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই কুপোর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, সেই প্রকৃত মালিক। তুমি এই কুপোর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে?

ব্রাহ্মণ হাসিয়া উঠিল। সে বলিল—আমি মূর্খ, তাই তোমার মত একটা সামান্য বালকের কথায় এত কাণ্ড করিয়াছি। মানুষ কি এই কুপোর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে?

বিচারক গম্ভীরভাবে বলিল—তবে তুমি কখনই মালিক হ'তে পার না।

তাহার পর ব্রহ্মদৈত্যের দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি কি এই কুপোর ভিতর প্রবেশ করিতে পার? যদি পার, তবেই বাড়ীর কর্ত্তা হইতে পারিবে।

ব্রহ্মদৈত্য বলিল—কেন পারিব না?

এই বলিয়া সে অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিল ও সকলের সাক্ষাতে যেমন সেই কুপোর ভিতর প্রবেশ করিল, অমনই বিচারক কুপোর মুখ ছিপি দ্বারা বন্ধ করিতে বলিল; ব্রহ্মদৈত্য আর বাহির হইতে পারিল না। সে কুপোর মধ্যে আটক হইয়া রহিল।

যুবক ব্রাহ্মণের হস্তে সেই কুপোটী দিয়া উহাকে কোন নদীগর্ভে ফেলিয়া দিতে বলিল।

ব্রাহ্মণ সেই কুপোটি লইয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর গৃহে ফিরিয়া মাতা ও স্ত্রী লইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

অতি লোভে তাঁতি জব্দ।

এক দেশে এক নাপিত ও তাঁতি বাস করিত। দুইজনে ছেলেবেলা হইতে এক সঙ্গে পাঠশালায় যাইত; ক্রমে বড় হইয়াও তাহাদের সঙ্গ ছাড়াছাড়ি হয় নাই। একদিন নাপিত বলিল, "ভাই বন্ধু! আমরা ছেলেবেলা হইতেই একসঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তোমাকে ছাড়িয়া অন্য স্থানে গিয়া কিরূপে চাকরি করিব? তার চেয়ে এক কাজ করি এস—দুইজনে একটা কারবার করি।

তাঁতি বন্ধু তাহাতে রাজী হইল এবং কি কারবার হইবে তাহাই দুইজনে ভাবিতে লাগিল। কিছুদিন পর স্থির হইল যে, তাহারা ধান চালের কারবার করিবে। তখন দুইজনে বাড়ী হইতে টাকা কড়ি আনিয়া কারবার আরম্ভ করিল।

কারবার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দুইজনের ব্যবস্থা ছিল যে, নাপিত বন্ধু ধানগাছের ডগা লইবে আর তাঁতি বন্ধু ধানগাছের গোড়া লইবে এই স্থির করিয়া কারবার আরম্ভ হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে যখন ধান পাকিল, তখন নাপিত বন্ধু ধানগাছের ডগা কাটিয়া লইল এবং তাঁতি বন্ধুকে ধানগাছের গোড়া কাটিয়া দিল। তাঁতি বন্ধু তাহা লইয়া বাড়ী গেল।

বাড়ীতে যাইতে তাঁতি বন্ধুর বাপ মা বলিল, তোমার যেম্‌নি বিদ্যে, তেম্‌নি তোমার বুদ্ধি, তাহা না হইলে কিনা তুমি ধানগাছের ডগা

লোককে ভাগ দিয়া গোড়া কাটা লইয়া আস? এইরূপে অনেক ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

তাঁতির মনে তখন রাগ হইল, সে মনে করিল আর এ জীবন রাখিব না, এই বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল।

বাড়ী হইতে যখন বাহির হইয়া যাইবে এমন সময় পথে নাপিত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত বলিয়া মনের আবেগ কতকটা শান্তি করিল।

নাপিত বন্ধু তখন বন্ধুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া দুইজনেই বাড়ী হইতে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিল এবং দুই একদিনের মধ্যেই নাপিত বন্ধু একখানি ক্ষুর লইল, আর তাঁতি বন্ধুকে একখানি আয়না লইতে বলিয়া বাড়ী হইতে রওনা হইল।

কিছুদূর বাহির হইবার পর সন্ধ্যা হইল। তখন কি করিবে, কোথায় যাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। ক্রমে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল একটা খুব বড় বাড়ী ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা অন্য উপায় না দেখিয়া সেই বাড়ীতেই আশ্রয় লইল।

রাত্রি যখন এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সময় একটা ভূত আসিয়া বলিল—আমার বাড়ীতে কে রে?

ভূতের কথা শুনিয়া তাঁতি বন্ধুর অতিশয় ভয় হইল, সে তখন নাপিত বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—বন্ধু! এইবার ত ভূতের হাতে প্রাণ যাইবে। এই বলিয়া সেস্থান হইতে অন্য দিক দিয়া পলাইয়া গেল।

বন্ধুকে পলাইতে দেখিয়া নাপিত বন্ধু বলিল—ভয় কি বন্ধু! সামান্য একটা ভূতকে দেখিয়া তোমার এত ভয় হইতেছে, আমার থলিটার মধ্যে অমন কত ভূত রহিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া ভূতের কিছু ভয় হইল, সে সাহসে ভর করিয়া

নাপিতের নিকটে গিয়া দেখিতে চাহিল। নাপিত ধূর্ত্ত—সে আয়নাটি বাহির করিয়া সেইখানি ভূতের সম্মুখে ধরিল। ভূত আয়নার ভিতর নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে অপর ভূত মনে করিল এবং নিতান্ত ভীত হইয়া বলিল—আমাকে ধরিও না। আমি তোমার অনেক উপকার করিব। তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন বল, আমি এখনই আনিয়া দিতেছি।

নাপিত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তোমায় ধরিবার আবশ্যকতা নাই, এখনই আমায় সহস্র মোহর আনিয়া দাও।

ভূত প্রস্থান করিল এবং নিমেষ মধ্যে সহস্র মোহরপূর্ণ একটা থ'লে আনিয়া নাপিতের হস্তে প্রদান করিল। তখন নাপিত মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—ভাল, আরও একটি কার্য্য করিতে হইবে। আমার বাড়ীর উঠানে একটা প্রকাণ্ড মরাই বাঁধিয়া তাহাতে যথোপযুক্ত ধান্য সঞ্চয় করিয়া দিতে হইবে।

আদেশ পাইয়া ভূত চলিয়া গেল। নাপিত তখন ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

প্রাতঃকালে নাপিত গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রীকে দ্বার খুলিতে বলিল, তাহার স্ত্রী স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া সত্বর দ্বার উন্মোচন করিল। তখন নাপিত সেই থ'লে হইতে মোহরগুলি ঢালিয়া ফেলিল। তাহার স্ত্রী সেই চাকচিক্যময় স্বর্ণমুদ্রাগুলি দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া নাপিতকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিল।

নাপিত সকল কথা ব্যক্ত করিলে তাহার স্ত্রী আরও আনন্দিত হইল। সেই রাত্রের মধ্যেই সহসা উঠানে একটা প্রকাণ্ড মরাই বাঁধা হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কে সেই কার্য্য সমাধা করিল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

এই কার্য্য সমাধা করিতে ভূতযোনিকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে

হইয়াছিল। তাহার এক বন্ধু ছিল, সে ভূতকে পরিশ্রম করিতে দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভূত বলিল, "এক নাপিতের ভয়ে ভীত হইয়া এত পরিশ্রম করিতেছি। এই বলিয়া সে আদ্যোপান্ত সকল কথা প্রকাশ করিল।" ভূতের বন্ধু হাসিয়া বলিল, "তুই অতি বোকা, তাই তোকে এত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। নাপিত যত বড় ধূর্ত্তই হউক না কেন, তাহার এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, ভূতকে আবদ্ধ ক'রে ধ'রে রাখে।"

ভূত বলিল, "বিশ্বাস না হয় আমায় সহিত চল, দেখিবে সে কত ভূত ধরিয়া রাখিয়াছে।"

এই বলিয়া ভূত বন্ধুর হাত ধরিয়া নাপিতের বাড়ীতে গমন করিল। নাপিত পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল, সে ভূতের বন্ধুকে জানালা হইতে একখানি প্রকাণ্ড আয়না প্রদর্শন করাইলে সে তাহাতে নিজের নিকট মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং তখনই নাপিতের বশ্যতা স্বীকার করিতে অঙ্গীকার করিল। নাপিত এইরূপে ভূতের সাহায্যে প্রভূত অর্থ পাইয়া ধনবান হইল এবং পুত্র পৌত্রাদি লইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। এদিকে তাঁতি বন্ধু ভূতের ভয়ে জব্দ হইয়া বাড়ীতে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সাত ভাই চম্পা।

এক

রাজার দুই রাণী, ছোট রাণী আর বড় রাণী। বড় রাণীকে রাজা ভালবাসেন না, কিন্তু ছোট রাণীকে একদণ্ড চোখের আড়াল করেন না। এজন্য বড় রাণীর দুঃখের সীমা নাই, যদিও মৌখিক কিছু বলিতেন না বটে, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদাই ঐ ভাবনা ভাবিতেন।

কিছুদিন পরে ছোট রাণী গর্ভবতী হইলেন। রাজার আনন্দের সীমা নাই, প্রজারাও খুব খুসী—এমন কি রাজ্যের সকলেই সন্তুষ্ট, কেন না, রাজার সন্তান হইলে সকলেই পুরস্কার পাইবে। কেবল দুঃখের মধ্যে বড় রাণীর, একেই ত রাজা তাহাকে ভালবাসেন না, তাহার উপর যদি ছোট রাণীর ছেলে হয়, তাহার দশা কি হইবে? এইরূপ স্থির করিয়া মনে মনে নানারূপ মতলব স্থির করিতে লাগিলেন।

এদিকে একমাস যায়, দু' মাস যায়, ক্রমে দশমাস উত্তীর্ণ হইল। ছোট রাণী ভাবিয়া অস্থির হইলেন, কেমন করিয়া সন্তান প্রসব করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বড় রাণীকে বলিলেন, "দিদি! তুমি আমায় রক্ষা কর, আমার বড় ভয় হইতেছে।

বড় রাণী আন্তরিক মনকষ্ট কোনরূপে চাপিয়া মৌখিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "সেকি বোন! আমি যখন রহিয়াছি তখন কোন কষ্ট হইবে না। তুমি আমার ছোট বোনের মত সেজন্য তোমার কোন ভয় নাই, যাহা করিতে হইবে সে ব্যবস্থা আমিই করিব।" এই বলিয়া তিনি

তখনই ধাত্রীর বাড়ী লোক পাঠাইলেন। ধাত্রী আসিল, বড় রাণী তাহাকে গোপনে পরামর্শ দিলেন যে, ছোট রাণীর ছেলেই হউক আর মেয়েই হউক, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে পুঁতিয়া ফেলিবে এবং ছেলের পরিবর্ত্তে একটা কাঠের পুতুল রাখিয়া দিবে; যদি তুমি এইরূপ করিতে পার যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।

ধাত্রী তখন মহাবিপদে পড়িল, কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। একবার মনে করিল, যদি বড় রাণীর কথায় অমত করি তাহা হইলে পুরস্কার ত দূরের কথা, রাজবাড়ী আসা পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে। কারণ বড় রাণী যে প্রকৃতির লোক, তাহার কথা না শুনিলে এমন গোলমালে ফেলিবে যাহাতে হয় রাজবাড়ীর আশা ত্যাগ করিতে হইবে, না হয় এ দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া বড় রাণীর কথাতেই স্বীকৃত হইল।

ক্রমে দশ মাস দশ দিন হইল, ছোট রাণী ভাবিয়া আকুল হইতে লাগিলেন, কি করিবেন, কি করিয়া এ সময় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, এই ভাবনাই তাঁহার বেশী। এখন তাঁহার একমাত্র সহায় বড় রাণী। বড় রাণী সে তাঁহার জন্য কিরূপ কুটিলতাপূর্ণ জাল বিস্তার করিয়াছে, সরল প্রাণা ছোট রাণী তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

যথাসময়ে ছোট রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। রাজবাড়ীর সকলেরই আনন্দ। তিনি তখন আস্তে আস্তে বড় রাণীর নিকট যাইয়া বলিলেন, "দিদি! আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার বড় কষ্ট হইতেছে।"

বড়রাণী নানারকম মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া সূতিকাঘরে লইয়া গেলেন। ধাত্রীও আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বড় রাণী ছোট রাণীকে বলিলেন যে, চোখে সাতপুরু কাপড় বাঁধিতে হইবে। ধাত্রী তাড়াতাড়ি কাপড় বাঁধিয়া দিল। যথাসময়ে ছোট রাণী একটি পদ্মফুলের ন্যায় কন্যা প্রসব

করিলেন। বড় রাণী তাড়াতাড়ি ধাত্রীকে দিয়া সেই কন্তাটীকে ছাইগাদায় পুঁতিয়া ফেলিতে বলিলেন এবং কাঠের পুতুলটিকে ছেলের মত রাখিতে বলিলেন, ধাত্রীও আজ্ঞামাত্র তাহাই করিল।

এদিকে রাজবাড়ীতে লোকে লোকারণ্য, ছোট রাণীর কি ছেলে হইল জানিবার জন্ম সকলেই ব্যাকুল। এমন সময় অন্দর হইতে খবর আসিল ছোট রাণী একটি কাঠের পুতুল প্রসব করিয়াছেন। তখন সকলেই আশ্চর্য্য, কিন্তু কি হইবে ভগবানের উপর ত' আর কাহারও হাত নাই। রাজা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং সেটাকে ফেলিয়া না দিয়া একস্থানে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

কিছুদিন কাটিয়া গেল, ছোট রাণী পুনরায় গর্ভবতী হইলেন। রাজা শুনিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আনিয়া গণনা করাইলেন, পণ্ডিত বলিয়া গেলেন, ছোট রাণীর গর্ভে পুত্রসন্তান হইবে কিন্তু শাপভ্রষ্ট।

ক্রমে দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হইল, ছোটরাণী প্রসববেদনায় অস্থির হইয়া বড় রাণীকে বলিলেন, "দিদি! আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না।" বড় রাণী তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া সূতিকাঘরে লইয়া গেলেন। এবং পূর্ব্ববৎ চক্ষে সাত পুরু কাপড় বাঁধিয়া দিলেন কিন্তু সেবারে আর কোন জিনিস পূর্ব্ব হইতে লইয়া যাইতে পারেন নাই, কারণ এবার তাহার রীতিমত ব্যবস্থা ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি একখানি ইট সংগ্রহ করিলেন।

যথাসময়ে ছোট রাণী একটি চাঁদের মত পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। বড় রাণী তাড়াতাড়ি ধাত্রীকে দিয়া তাহাকে পুঁতিয়া ফেলিলেন এবং সেই ইটখানিতে কাপড়চোপড় জড়াইয়া ছোট রাণীর চোখের কাপড় খুলিয়া দিলেন। চোখের কাপড় খোলা হইতে না হইতে তিনি তাড়াতাড়ি দেখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখ

মলিন হইয়া গেল। রাজবাড়ীরও সকলেই জানিবার জন্য উৎসুক হইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুনিল, ছোট রাণী একখানি ইট প্রসব করিয়াছেন, তখন তাঁহারা নিজেদের অদৃষ্টের দোষ দিতে লাগিল। রাজাও শুনিয়া পুত্র-আশায় বঞ্চিত হইলেন।

আবার কিছুদিন পরে ছোটরাণী পুনরায় গর্ভবতী হইলেন, ক্রমে দশ মাস দশদিন উত্তীর্ণ হইল এবং যথাসময়ে একটী পুত্র সন্তান হইল। সেবারেও বড় রাণী ঐরূপ ভাবে একটি নোড়া দিয়া বলিলেন,ছোট রাণীর গর্ভে এইটি হইয়াছে, সকলে তাহাই বিশ্বাস করিল। এইরূপে ছোট রাণী একটী কন্যা এবং পর পর সাতটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, আর বড় রাণী প্রত্যেকবারেই পুঁতিয়া ফেলিয়া একটা না একটা জিনিস দিয়া সকলকেই ভুলাইলেন। রাজা এই সব দেখিয়া ছোট রাণীর উপর অতিশয় রাগান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে রাজবাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়া এক গোয়ালঘরে থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

কিছুদিন যায়, রাজার পিতা মারা গিয়াছেন, দানসাগর শ্রাদ্ধ হইবে, রাজবাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। সমুদয় জিনিস আসিয়াছে, কেবল ফুল আসে নাই, মালীর অসুখ কি হবে, রাজা যদি একথা শোনেন তাহা হইলে কাহারও মাথা থাকিবে না,কাজেই ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি ফুল অন্বেষণে বাগানে গেলেন। বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখেন কোথাও ফুল নাই। সমস্ত গাছেরই ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে। চারিদিক অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, ছাইগাদার উপর অসংখ্য চাঁপাফুল ও পারুল ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; দেখিয়া ব্রাহ্মণের অতিশয় আনন্দ হইল, তিনি তাড়াতাড়ি ফুল তুলিতে যাইলেন। যেমন গাছের কাছে যাইয়া ফুলে হাত দিবেন, অমনি গাছ হইতে কে যেন বলিল—

"সাত ভাই চম্পা জাগরে!

উত্তর—কেন বোন পারুল ডাক রে?

প্রশ্ন—রাজার বাপের শ্রাদ্ধ—ফুল দিব কি না দিব?

উত্তর—না দিব না দিব ফুল, গাছ উঠুক অনেক দূর।

আগে আসুন গোয়াল কাড়ুনী মা তবে দিব ফুল।"

এই বলিতে বলিতে গাছ চতুর্গুণ বড় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। মনে মনে করিলেন, এ আবার কি! গাছে যে কথা বলে তা কখনও শুনি নাই। যাহা হউক, এ খবর রাজবাড়ীতে দেওয়া দরকার। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজবাড়ীতে যাইয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! কোথাও ফুল না পাওয়াতে বাগানে ফুল আনিতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম একটা ছাইগাদায় অনেক ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, যেমন ফুল তুলিতে গেলাম অমনি গাছ হইতে কে যেন বামাকণ্ঠে বলিল,—

"সাত ভাই চম্পা জাগরে!

উত্তর—কেন বোন পারুল ডাক রে?

আবার সেই বামাকণ্ঠে বলিল,

প্রশ্ন—রাজার বাপের শ্রাদ্ধ—ফুল দিব কি না দিব?

উত্তর—না দিব না দিব ফুল, গাছ উঠুক অনেক দূর।

আগে আসুন গোয়াল কাড়ুনী মা তবে দিব ফুল।"

এই বলিয়া গাছ চতুর্গুণ বড় হইয়া উঠিল। মহারাজ! বড় আশ্চর্য্য —বড় আশ্চর্য্য!

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সকলেই উপহাস করিলেন এবং রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে কয়েকজন দেখিতে গেলেন। তাহারা যাইয়াও পূর্ব্ববৎ দেখিলেন। তখন সকলেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! ব্রাহ্মণ যাহা বলিতেছেন সবই সত্য।"

রাজা তখন মন্ত্রীকে পাঠাইলেন, মন্ত্রী মহাশয় যাইয়াও পূর্ব্ববৎ দেখিলেন,

তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া মহারাজকে বলিলেন, মহারাজ! ইহারা যাহা বলিলেন সমস্তই সত্য।

রাজা তখন নিজেই যাইলেন, তিনি যাইয়া পূর্ব্ববৎ দেখিলেন, রাজা তখন মনে মনে করিলেন, "আগে আসুন গোয়াল কাড়ুনী মা তবে দিব ফুল," ইহার মানে কি, যাহা হউক গোয়াল কাড়ুনীকে ডাকিয়া আন।

রাজাজ্ঞা প্রাপ্তমাত্র ভৃত্যেরা যাইয়া রাণীকে বলিল, রাণী মা! আপনাকে মহারাজ ডাকিতেছেন।

ছোট রাণী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন মহারাজ ডাকিতেছেন, না জানি আমার অদৃষ্টে আবার কি ভোগ আছে? ছিলাম রাজরাণী, এখন হইয়াছি গোয়াল কাড়ুনী, পরে যে কি হব তা কে জানে? যাহা হউক, রাজার যখন হুকুম—যখন যাইতেই হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ ছোট রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আজ আমার পিতার শ্রাদ্ধ, কোথাও ফুল পাওয়া যাইতেছে না, সেজন্য তোমায় ডাকিয়াছি, তুমি এই গাছ থেকে কতকগুলি ফুল তুলিয়া দাও।

রাজার আজ্ঞা প্রাপ্তমাত্র ছোট রাণী ফুল পাড়িতে গেলেন, যেমন ফুল গাছে হাত দিবেন অমনি গাছ হইতে কে যেন বলিল—

সাত ভাই চম্পা জাগরে!

উত্তর—কেন বোন পারুল ডাকরে?

প্রশ্ন—মা এ'সেছেন ফুল নিতে দিব কি না দিব?

উত্তর—দিবতো নিশ্চয় ফুল তুলে নিন নিয়ের ফুল।

এই কথা শুনিয়া ছোট রাণী নীচের ফুলটীতে যেমন হাত দিলেন অমনি এক চাঁপাফুলের কন্যা আসিয়া তাঁহার কোলে উঠিল। এইরূপে যেমন এক একটী ফুলে হাত দেন, অমনি এক একটী ছেলে আসিয়া কোলে

উঠিতে লাগিল। রাজা, রাণী, কর্ম্মচারিবৃন্দ সকলেই আশ্চর্য্য, কেহ কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না।

সকলেই আনন্দে বিভোর। এমন সময় সেই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আসিয়া মহারাজকে বলিলেন মহারাজ! কি ভাবিতেছেন, আমি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছিলাম, আপনার সাতটি পুত্র ও একটী কন্যা হইবে। কিন্তু উহারা শাপে ভ্রষ্ট হইয়াছিল বলিয়া এত কষ্টভোগ করিতে হইল। এ সবই বড় রাণীর কীর্ত্তি। ছোট রাণীর যখনই ছেলে হয় তখনই তিনি এক একটী করিয়া সবগুলিই নষ্ট করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে সন্তানগুলি লইয়া সুখে রাজ্যপালন করুন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

মহারাজ তখন বড় রাণীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাহাকে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুঁতিয়া ফেলিলেন। আর ছোট রাণীকে পাটরাণী করিয়া সুখে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

বৃক্ষ ও সওদাগর কন্যা।

এক দেশে এক ধনবান সদাগর বাস করিত। তাহার সাতটী কন্যা। সদাগর তাহাদের সকলকেই অত্যন্ত ভালবাসিত। একদিন সওদাগর কন্যাগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা সকল! তোমরা কাহার ভাগ্যে খাও?" সকলেই উত্তর করিল—বাবা, আমরা তোমারই ভাগ্যে সুখভোগ করিতেছি। কেবল কনিষ্ঠা কন্যা বলিল, আমি নিজের ভাগ্যে নিজে খাইতেছি।

কনিষ্ঠা কন্যার উত্তর শুনিয়া সওদাগর অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিল, তুমি যখন নিজের ভাগ্যে এত সুখ ভোগ করিতেছ, তখন আর তোমাকে এই বাড়ীতে স্থান দিব না। আজই তোমাকে কোন বনবাসে পাঠাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া সওদাগর তখনই একখানি পাল্কী আনিয়া তাহাকে বনবাস দিল।

কিছুদূর যাইতে না যাইতে এক বৃদ্ধা বাহকদিগের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা আমার মেয়েকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

বাহকগণ বলিল, সওদাগরের হুকুম—আমরা ইহাকে বনে লইয়া যাইতেছি।

বুড়ী সেই কন্যাকে মানুষ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে আপন কন্যার চেয়েও অধিক ভালবাসিত। সে কন্যাকে বনবাস দেওয়া হইতেছে শুনিয়া বলিল, "তবে আমিও সেখানে যাইব। আমার মেয়ে যেখানে থাকিবে, আমিও সেখানে থাকিব।

বাহকগণ বলিল, "তুমি আমাদের সঙ্গে দৌড়িতে পারিবে না। আমাদিগকে আজ রাত্রির মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

পাল্কীর ভিতর হইতে সওদাগরকন্যা সকল কথাই শুনিতেছিল। সে বুড়ীকে পাল্কীতে তুলিবার জন্য বাহকগণকে অনুরোধ করিল। তাহার কথায় বৃদ্ধাও পাল্কীতে আরোহণ করিল এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাহাদিগকে এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পলাইয়া আসিল।

একে নিবিড় বন, তাহাতে সন্ধ্যাকাল। তাহার উপর কনিষ্ঠা কন্যার বয়সও অধিক নহে, সহায়ের মধ্যে এক বৃদ্ধা। সে কি করিবে, কোথায় যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া বনমধ্যস্থ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিল।

সওদাগরকন্যার ক্রন্দন শুনিয়া বৃক্ষ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল "মা! তোমার দুঃখ দেখিয়া আমিও কাতর হইয়াছি। আর কিছুক্ষণ পরে এই বন ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইবে এবং নানাপ্রকার হিংস্রজন্তু আহারান্বেষণে চারিদিকে বিচরণ করিবে। তখন তোমাদিগকে দেখিলে হয় ত গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অতএব এক কাজ কর, আমার গুঁড়ি দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছি, তোমরা উভয়ে তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলে আমি আবার দুই ভাগ একত্রিত করিব। তাহাতে হিংস্রজন্তুগণ তোমাদের কোন অপকার করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া সেই বৃক্ষ আপনার গুঁড়ি দুই ভাগে বিভক্ত করিল। সওদাগরকন্যা ও বুড়ী তাহার ভিতর আশ্রয় লইল।

সন্ধ্যার পর যখন সেই নিবিড় কানন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, তখন সওদাগরকন্যা ও বৃদ্ধা ভিতর হইতে বাঘ ভল্লুকের গর্জ্জন শুনিতে পাইল। মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া তাহারা একে একে সেই বৃক্ষের নিকটে আসিল এবং দন্ত ও নখর-প্রহারে বৃক্ষকে জর্জ্জরিত করিল কিন্তু কোন ক্ষতি করিতে পারিল না।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে হিংস্রজন্তুগণ আপন আপন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন সেই বৃক্ষ কহিল, "মা, সূর্য্য উঠিয়াছে, আর তোমাদের কোন ভাবনা নাই, জন্তুগণ পলায়ন করিয়াছে। এইবার তোমরা বাহির হইয়া স্নানাদি শেষ কর।" এই বলিয়া বৃক্ষ আবার দুইভাগে বিভক্ত হইল।

সওদাগরকন্যা ও বুড়ী ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহারা অত্যন্ত ভীত হইল। তাহারা দেখিল, হিংস্রজন্তুগণ যদিও তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছে এবং দন্ত নখর-প্রহারে তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়াছে।

সওদাগরকন্যার বড় দুঃখ হইল। সে অগ্রে নিকটস্থ এক সরোবরের তটে গিয়া খানিকটা কর্দ্দম আনয়ন করিয়া বৃক্ষের ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া দিল, পরে বুড়ীর সহিত স্নানাদি সমাপন করিল।

সওদাগরকন্যার সেবায় বৃক্ষ অনেকটা শান্তিলাভ করিল, তাহার যন্ত্রণার লাঘব হইল। সে কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "মা! কাল রাত্রি হইতে তোমরা উপবাসী আছ, কিন্তু আমি এমন অধম যে আমার দ্বারা তোমাদের কোন উপকার হইল না। আমার যদি ফল হইত—খাইতে দিতাম, কিন্তু ঈশ্বর আমায় সে আশায় বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব ইহার নিকটেই এক গ্রাম আছে, বুড়ীকে কিছু খাবারের জন্য সেখানে পাঠাইয়া দাও।"

সওদাগরকন্যা বলিল "আমার নিকট অর্থ নাই, আমি কেমন করিয়া খাদ্য আনিতে দিব?"

বৃক্ষ বলিল, "ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখ, যাহা কিছু আছে, তাহাই দিয়া গ্রাম হইতে খই আনিতে বল।"

সওদাগরকন্যা সমস্ত খুঁজিয়া পাঁচ কড়া কড়ি বাহির করিল এবং সেই-

গুলি বৃদ্ধার হাতে দিয়া নিকটস্থ গ্রাম হইতে খই কিনিতে বলিল। বৃদ্ধাও সত্বর গ্রামে গিয়া একটী দোকানে পাঁচ কড়ার খই চাহিল। দোকানদার, বুড়ী কোন বিপদে পড়িয়াছে বুঝিতে পারিয়া পাঁচকড়া কড়ি লইয়া অনেক খই দিল! বৃদ্ধা সন্তুষ্টমনে খই লইয়া সওদাগর কন্যার নিকট ফিরিয়া আসিল।

খই দেখিয়া বৃক্ষ বলিল, "খইগুলি দুই ভাগ কর। এক ভাগ রাখিয়া দাও, অপর ভাগ দুইজনে ভক্ষণ কর। আহারের পর অবশিষ্ট খইগুলি ঐ সরোবর তীরে ছড়াইয়া দিবে।

সওদাগরকন্যা বৃক্ষের কথামত কার্য্য করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল আবার সেই বন ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল। সওদাগরকন্যা ও বুড়ী পূর্ব্বরাত্রের মত সেই বৃক্ষের ভিতরে আশ্রয় লইল।

সরোবরতটে খই ছড়াইয়া দেওয়াতে কতকগুলি ময়ূর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং খই দেখিয়া পরস্পর বিবাদ করিতে তাহাদের অনেক-গুলি পালক খুলিয়া গেল।

প্রাতঃকাল সমাগত হইলে যখন হিংস্রজন্তুগণ পলায়ন করিল তখন সেই বৃক্ষের পরামর্শে সওদাগরকন্যা ও বৃদ্ধা বহির্গত হইয়া সরোবরতটস্থ সেই পালকগুলি সংগ্রহ করিল। সওদাগরকন্যা নানাপ্রকার কাজকর্ম্ম জানিত, সে সেই পালকগুলি দ্বারা একখানি অতি সুন্দর পাখা প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধাকে বিক্রয় করিয়া আসিতে বলিল।

কন্যার কথা শুনিয়া বৃদ্ধা সেই পাখাখানি গ্রামে লইয়া গেল। পাখার কারুকার্য্য দেখিয়া এক রাজপুত্র মুগ্ধ হইল এবং অনেক অর্থ দিয়া উহা ক্রয় করিল। বৃদ্ধা তখন সেই অর্থে আরও কতকগুলি খই আনিল এবং আপনাদের জন্য অন্যান্য যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিল।

সেইদিন হইতে প্রতিদিনই সওদাগরকন্যা পাখা প্রস্তুত করিতে লাগিল এবং বৃদ্ধা উহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

কিছুদিন এইরূপে অতীত হইলে যখন সওদাগর কন্যার যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় হইল, তখন বৃক্ষ বলিল, "মা! তোমার অনেক অর্থ হইয়াছে। এক কাজ কর, এইস্থানে একখানি প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে রাজরাণীর মত বাস কর।"

বৃক্ষের উপদেশমত সওদাগর কন্যা বৃদ্ধাকে গ্রামে পাঠাইয়া দিল এবং গৃহনির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি ও লোকজন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল।

আরও কিছুদিন পরে সওদাগর কন্যা একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী কাটাইতে মনস্থ করিল এবং তদনুসারে অনেক লোক নিযুক্ত করিল। সে প্রতিদিন প্রত্যেক লোককে যথেষ্ট অর্থদান করিয়া সন্তুষ্ট করিত।

এদিকে সওদাগরের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে লাগিল। ব্যবসায়ে তাহার যথেষ্ট ক্ষতি হইল, ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইল। দেনার দায়ে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইল। সওদাগর তখন কায়িক পরিশ্রম দ্বারা অতি কষ্টে দিন নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

লোকমুখে সওদাগর কন্যার দয়ার কথা শুনিয়া সওদাগর তাহার বাটিতে যাইবার জন্য স্থির করিল, তাহার পত্নীও তাহার সঙ্গে যাইতে মনস্থ করিল।

পরদিন সওদাগরকন্যা আপনার সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার বিস্তৃত দালানে বসিয়া আছে, এমন সময় দূর হইতে তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া চিনিতে পারিল। যদিও আহারাভাবে তাহারা শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহাদের কন্যা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে তাহাদিগকে ভিতরে আনিবার জন্য ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিল।

সওদাগর ও তাহার পত্নী যখন সেই পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইল, তখন দেখিল যে, উহা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন ভগ্নমনে সেইখানে

দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে এক ভৃত্য আসিয়া তাহাদের উভয়কে অট্টালিকার ভিতর লইয়া গেল এবং তাহাদিগকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে দিল, তখন তাহাদের প্রাণে একটা ভয়ানক আতঙ্ক হইল। তাহারা জানিত পুষ্করিণী, শেষ হইলে নরবলি দিতে হয়। তাহাদের প্রতি যখন এত আদর ও যত্ন করা হইতেছে,তখন তাহাদিগকেই দেবতার নিকট বলি দেওয়া হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা অতি বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল, এমন সময় সদাগরকন্যা অতি মূল্যবান বেশভূষায় ভূষিত হইয়া তাহাদের নিকটে আসিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিল এবং যে প্রকারে এই বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও বর্ণনা করিল।

সওদাগর তাহার স্ত্রী কনিষ্ঠ কন্যার অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। তখন সওদাগর স্বীকার করিল, যে যাহার নিজের নিজের ভাগ্যে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তাহার কন্যা তখন পিতাকে প্রচুর অর্থদান করিল। সেই অর্থ লইয়া সওদাগর নিজ দেশে ফিরিয়া আবার ধন্‌বান্‌ হইয়া উঠিল এবং কন্যাগণের বিবাহ দিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি।

এক

রাজার দুই রাণী, ছোট রাণী আর বড় রাণী। দুঃখের বিষয়, কোন রাণীরই ছেলে হয় নাই। সেজন্য রাজা দুঃখিত, রাণীরা দুঃখিত, এমন কি রাজ্যশুদ্ধ লোক সবাই দুঃখিত। অনেক যাগযজ্ঞ করা হইল তথাপি রাজার ছেলে হইল না।

একদিন রাজা সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, মহারাজ! আপনি পুত্রের জন্য যথেষ্ট পয়সা খরচ করিয়াছেন, তথাপি একটীও সন্তানসন্ততি হয় নাই। যাহা হউক, আমি ঔষধ দিয়া যাইতেছি; এই ঔষধ একটী পাকা হরীতকীর সহিত খাইলে ছোট রাণী একটি পুত্রসন্তান লাভ করিবেন।

মহারাজ বলিলেন, ঠাকুর! পাকা হরীতকী কি পাওয়া যায়, না হরীতকী পাকে?

সন্ন্যাসী বলিলেন, হাঁ মহারাজ, পাওয়া যাইবে। আপনার রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলে যে জঙ্গল পাওয়া যাইবে, সেই জঙ্গলে যাইলে দেখিবেন, একটী বৃক্ষে ঐ হরীতকী পাকিয়া আছে। এই বলিয়া সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

মহারাজ এই ঔষধ লইয়া ছোট রাণীর নিকটে গেলেন এবং সন্ন্যাসী যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার সবিশেষ বিবরণ বলিলেন।

ছোট রাণী একে পায় ত আরে চায় না—ঔষধ খাইলেই যখন তাঁহার সন্তান হইবে, তখন আর কি তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তিনি

তখনই রাজাকে সেই হরীতকী আনিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

রাজা যখন ঔষধ নিজে আনিয়াছেন, তখন হরীতকী না আনিলে ঔষধ খাওয়া হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া তিনি পরদিন প্রাতঃকালেই হরীতকী আনিবার জন্য সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অরণ্যে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে হতাশ মনে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক রাক্ষসী অসামান্য সুন্দরী যুবতীর বেশ ধরিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন, এ কি মানুষ! না কোন বনদেবী—না রাক্ষসী? তিনি কিছু স্থির করিতে না পারিয়া রমণীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "তুমি কে? এবং কি জন্যই বা এই বনমধ্যে বাস করিতেছ?

মহারাজের বাক্য শুনিয়া রমণী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল, পরে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আমি যে কে এবং কিজন্য বনমধ্যে বাস করিতেছি তাহা আমি জানি না। শৈশবে বোধ হয় আমার মাতা পিতা আমাকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেই অবধি আমি এই বনমধ্যে বাস করিতেছি এবং ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতেছি।"

মহারাজ রমণীর কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, যদি তুমি এই বনের ভিতর হইতে যে গাছে পাকা হরীতকী আছে সেই গাছ দেখাইয়া দিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া রাণী করিব।

মহারাজের কথা শুনিয়া রমণী মনে মনে খুব খুসী হইল এবং সে মহারাজকে বলিল, "মহারাজ অগ্রে যদি আমাকে বিবাহ করেন এবং

প্রতিজ্ঞা করেন যে কখনও আমায় পরিত্যাগ করিবেন না, তাহা হইলে আমি ঐ ফল আনিয়া দিতে পারি।"

মহারাজ তখন কি করেন, একেই ত তাহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন, তাহার উপর আবার একটী বিষম দায়ে পড়িয়াছেন, কাজেই রমণীর কথাতে স্বীকৃত হইয়া গন্ধর্ব্বমতে তাহাকে বিবাহ করিলেন।

রাক্ষসী তখন মায়াপ্রভাবে সেই হরীতকী বৃক্ষ সৃজন করিয়া তাহাতে অসংখ্য পাকা হরীতকী দেখাইয়া মহারাজকে পাড়িয়া লইতে বলিল।

মহারাজ পাকা হরীতকী গাছে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং দুই একটী ফল পাড়িয়া সেই রমণীসহ বাড়ীতে আসিলেন।

বাড়ীতে আসিয়া ছোটরাণীকে সেই পাকা হরীতকীটী দিয়া বলিলেন, "দেখ ছোটরাণি! আমি তোমার জন্য যেমন একটী ফল আনিয়াছি, তেমনি আমার জন্য একটী তোমার মত রাণী আনিয়াছি।"

মহারাজ যখন স্বয়ং বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন তখন কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই, কাজেই ছোটরাণী কোন কথা না বলিয়া বরং মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ! আমরা আপনার দাসী, আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করিবেন, তাহাতে আর এ দাসীর বলিবার কি আছে?

মহারাজ আর কোন কথা বলিলেন না, তিনি অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া রাজকার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

ঔষধ খাইয়া ছোটরাণী গর্ভবতী হইলেন। ক্রমে এক মাস যায়, দুই মাস যায়, এইরূপে পাঁচ মাস উত্তীর্ণ হইল। রাজবাড়ীর সকলেই আনন্দিত, কেবল নূতন রাণীর মনমধ্যে সুখ নাই। সে কেবল খুঁত খুঁজিতেছে, কিরূপে ইহাদের বাড়ী হইতে বিদায় করিবে, কিরূপে বনে পাঠাইবে সর্ব্বদাই এই চিন্তা।

একদিন মহারাজ অন্দরে আসিয়া নূতন রাণীর নিকট গিয়া আপ্যায়িত

করিয়া বলিলেন, "নূতন রাণি! আমি তোমাকে যত ভালবাসি, এমন আর কাহাকেও ভালবাসি না।"

মহারাজের এইরূপ কথা শুনিয়া নূতন রাণী বলিল,হাঁ,আপনি আমাকে যা ভালবাসেন, তা জানি, এর চেয়ে আমি বনে সুখে ছিলাম। নূতন রাণীর কথা শুনিয়া মহারাজ অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং কি হ'লে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

নূতন রাণী তখন রাজাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন, আমাকে যদি ভালবাসেন তবে এক কাজ করুন, আপনার দুইজন রাণীকে আজই বনবাস দিন, তবেই জানিব আপনি আমায় ভালবাসেন।

নূতন রাণীর কথা শুনিয়া মহারাজ চমকিয়া উঠিলেন কিন্তু কি করিবেন, তিনি যখন বাক্যদত্ত হইয়াছেন যে, তাহাকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। কাজেই তাহাকে রাখিয়া পাঁচমাস গর্ভবতী ছোটরাণী ও বড় রাণীকে বনবাস দিলেন।

বড়রাণী ও ছোটরাণী বনে গিয়া একটী পাহাড়ের গহ্বরে আশ্রয় লইলেন এবং নানাকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দশমাস দশদিন হইলে ছোটরাণীর একটী চাঁদের মত ছেলে হইল। তখন তাঁহারা তাহাকে নির্জ্জন গুহার মধ্যে মানুষ করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র বড় হইলে বড়রাণীর মুখে তাহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার প্রতিফল দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল এবং রাজবাড়ী যাইয়া একটী চাকুরীর জন্য প্রার্থনা করিল।

রাজপুত্র যখন রাজবাড়ীতে চাকুরীর প্রার্থনা করিল, তখন নূতন রাণী-রাক্ষসী রাজবাড়ীর সকলকেই খাইয়া ফেলিয়াছে। হাতিশালায় হাতী নাই, ঘোড়াশালায় ঘোড়া নাই, এমন কি চাকর-বাকর কেহই নাই। থাকিবার মধ্যে এক মন্ত্রী আছেন আর রাজা আছেন।

রাজপুত্র চাকুরী প্রার্থনা করাতে তাহার চাকুরী হইল। সে সমস্তদিন রাজবাড়ীতে থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাসায় যাইত, সেজন্য রাক্ষসী তাহাকে খাইতে পারিত নাই।

রাক্ষসী মনে মনে করিত, তাই ত ছেলেটা খুব চালাক, সে রাত্রিতে এখানে কিছুতেই থাকিতে চাহে না, যাহা হউক, ইহাকে জব্দ করিতে হইবে। এই বলিয়া মহারাজকে অসুখের ভাণ করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমার বড় অসুখ করিয়াছে, এ অসুখ সহজে সারিবে না, তবে যদি কেউ 'বারহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বিচি আন্তে পারে, তবে আমি ভাল হইব, নচেৎ এ রোগ ভাল হইবে না।

মহারাজ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কি করিবেন, কি করিলে নূতন রাণী ভাল হইবে, এই চিন্তাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইল। তখন ছদ্মবেশী রাজপুত্র মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ আপনি ভাবিতেছেন কেন? আমি ঐ জিনিস আনিয়া দিব। কোথায় পাওয়া যাইবে রাণীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে বলুন।

যুবকের কথা শুনিয়া মহারাজ হাতে স্বর্গ পাইলেন এবং তাড়াতাড়ি অন্দরে যাইয়া রাণীর নিকট হইতে একখানি পত্র আনিয়া যুবকের হাতে দিলেন। যুবক সেই পত্রখানি পাইবামাত্র তথা হইতে রওনা হইলেন।

পত্রের ঠিকানা দেখিয়া যুবকের মনে সন্দেহ হইল। সে পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল, পত্রে লেখা ছিল,—মাসি! এই লোককে তোমার নিকট পাঠাইলাম, তুমি ইহাকে যাইবামাত্র খাইয়া ফেলিবে, এ আমার পরম শত্রু।" যুবক পত্রখানি পড়িয়া তখনই ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। কিছুদূর যাইয়া "দিদি মা! দিদি মা!" তোমার মেয়ের ভয়ানক অসুখ, আমি তোমার নিকট ঔষধ নিতে আসিয়াছি চীৎকার করিতে লাগিল।

রাক্ষসীর মাসী যুবকের কথা শুনিতে পাইয়া তখনই তাহার নিকট আসিল এবং যুবককে সঙ্গে করিয়া বাটীতে লইয়া গেল।

যুবক বাটীতে যাইয়া বলিল, "দিদি মা! মায়ের ভারী অসুখ "বার-হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি" চাই, না হইলে মা বাঁচিবে না।

রাক্ষসীর মাসী যুবকের কথা শুনিয়া "সেকি দাদা! আমি এখনই দিতেছি, তবে যখন এসেছ, আজকের দিনটা থাক।"

যুবক ত' তাই চায়, সে কোন্‌রূপে সমুদয় সন্ধান পাইবে তাহাই খুঁজিতেছে। সে বলিল, "হাঁ দিদিমা! আজকার দিনটা থাকিয়া কাল যাইব। এই বলিয়া সেদিন রহিয়া গেল।

রাক্ষসীর মাসী যুবককে সেদিন যথেষ্ট খাওয়াইল, তারপর 'বারহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বিচি' একটী আনিয়া দিল। রাজকুমার সেটীকে নিজের কাছে রাখিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল। চারিদিকে দেখিতে দেখিতে একস্থানে দেখিল, একটী খাঁচায় একটী পাখী রহিয়াছে। রাজকুমার তাড়াতাড়ি যাইয়া সেই খাঁচাশুদ্ধ পাখীটীকে নামাইয়া আনিল, পরে দিদিমাকে বলিল, "দিদিমা! এ দেশের পাখীগুলি বেশ দেখিতে, আমি এই পাখীটী লইব।"

রাক্ষসীর মাসী বলিল, "সেকি দাদা! ও পাখী দেবার যো নাই! ও পাখীতে তোমার মায়ের পরমায়ু আছে।"

রাজকুমার এতক্ষণ ত' তাই খুঁজিতেছিল সে আত্মসংযম করিয়া বলিল, "তবে ত ভালই হ'য়েছে দিদিমা, আমি যখন তার ছেলে, তখন দিতে আপত্তি কি?"

রাক্ষসী বলিল, "না দাদা! ওটী দেবার যো নেই, তবে তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এস, যদি দিতে বলে পরে দিব।"

রাজকুমার তকে তকে রহিল, যখন দেখিল রাক্ষসী বাড়ী হইতে বাহির

হইয়াছে, রাজকুমার তখনই সেই কাঁকুড় ও খাঁচাসমেত পাখী লইয়া পলাইয়া আসিল।

রাজকুমার বাড়ীতে আসিয়া রাণীকে সেই 'বারহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বিচি' দিল এবং নিজে সেই খাঁচাটী লুকাইয়া রাখিল।

পরদিন প্রাতঃকালে যুবক মহারাজকে বলিল, "মহারাজ! আমার একটি বক্তব্য আছে, আপনি একটা সভা করুন।"

যুবকের কথায় মহারাজ সভা করিলেন, যুবক তখন আপনার জীবন কাহিনী একে একে বলিতে লাগিল। মহারাজ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, সভাশুদ্ধ সকলেই অবাক্ হইয়া রাজপুত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। রাজপুত্র তখন পাখীর খাঁচা হইতে সেই পাখী বাহির করিয়া সকলকেই বলিল— আপনারা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে রাক্ষসীকে এখানে আনয়ন করুন, আমি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছি।

রাজকুমারের কথামত রাক্ষসীকে সভায় আনয়ন করিলে, রাজকুমার তখনই সেই পাখীর এক একটা করিয়া অঙ্গহীন করিতে লাগিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসী-রাণীর এক একটা দেহ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। সর্ব্বশেষে রাজকুমার যখন পাখীটার গলা ধরিয়া সজোরে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল রাক্ষসীও অমনি একটা বিকট চীৎকার করিয়া সেই সভামধ্যে পড়িয়া গেল। এইরূপে রাক্ষসীর জীবনলীলা শেষ হইল। মহারাজ তখন বড় রাণীকে ও ছোট রাণীকে বাটীতে আনিয়া যেমন সংসার ছিল, সেইরূপ করিয়া সুখে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

ভূত ও ব্রহ্মচারী।

এক কালে দামোদর নামে পরম ধর্ম্মপরায়ণ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। অহর্নিশি ঈশ্বরাধনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র সার ব্রত ছিল। তিনি প্রায়ই অনশনে কালযাপন করিতেন, পক্ষান্তে বা মাসান্তে কোনদিন যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন। কাম, ক্রোধাদি ষড় রিপুকে তিনি জয় করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে বিন্দুমাত্রও কলঙ্কের রেখা দৃষ্ট হইত না। তিনি নগর প্রান্তে এক অরণ্যের মধ্যে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করিতেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, ময়ূর, মৃগ, ভুজঙ্গ প্রভৃতি জন্তুগণ আশ্রমের নিকটেই বিচরণ করিত কিন্তু পরস্পর কেহ কাহারও প্রতি হিংসাচরণ করিত না। নগরবাসী কেহ কোনরূপ বিপদে পতিত হইলে ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়া তাহার শরণাগত হইতেন, ব্রাহ্মণ সাধ্যানুসারে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বিপন্নের বিপদ বিদূরিত করিয়া দিতেন।

খলের স্বভাবও কোন কালে পরিবর্ত্তন হয় না। এক দুরাত্মা খল ব্যক্তি নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া ভূতযোনি প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণের প্রতি তাহার বিদ্বেষ কিরূপে ছিল, কে জানে? কিন্তু তাহার আন্তরিক ইচ্ছা যে, সে কি ক'রে ব্রাহ্মণকে পাপপথে প্রবর্ত্তিত করিবে, কিরূপে তাহার চিরকালার্জ্জিত তপোরাশি ভস্মসাৎ করিবে, কিরূপে তাহার অনিষ্টাচরণ করিবে, ভূত দিবা-নিশি এই চিন্তায় নিমগ্ন ছিল এবং সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণের দোষ অনুসন্ধান করিত।

এই সময়ে সে দেশের রাজকুমারী উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। নানাদেশ হইতে চিকিৎসকগণ সমাগত হইল কিন্তু বহু যত্নেও তাহারা রোগ

উপশম করিতে সমর্থ হইল না, বরং পীড়া দিন দিন অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহারাজ যারপর নাই বিষাদিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে মহারাজ সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যখন রাজকুমারীর রোগ দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতেছে, চিকিৎসকেরাও হতাশ হইতেছেন, তখন কন্যাকে দামোদরের আশ্রমে প্রেরণ করিবার কল্পনা করিয়াছি, সেই উদাসীন ব্রাহ্মণ বহুদর্শী ও পরোপকারী। তিনি দিবানিশি তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া শতবর্ষ পরমায়ু অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধ পবিত্র পুণ্যবান ধরাতলে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি তাঁহার করুণাদৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহা হইলে আমার কন্যা অবশ্যই এই সঙ্কট রোগে মুক্তিলাভ করিবে। এক্ষণে ইহা ব্যতিরেকে অন্য উপায় কিছুই দেখিতেছি না। আমার বিবেচনায় কন্যাকে সেই আশ্রমে প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত।

সভাসদদ্‌গণ মহারাজার পরামর্শ অনুমোদন করিলে মহীপতি তৎক্ষণাৎ কিঙ্করগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কন্যাকে দামোদরের আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। এত রুগ্ন, এত দুর্ব্বল জীর্ণশীর্ণ তথাপি রাজকুমারীর রূপের ছটায় আশ্রম সমুদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। দামোদর যাবজ্জীবন নারীসহবাস করেন নাই। তিনি জানিতেন, নারী সহবাসই তপস্যায় অন্তরায়। পাছে নারীর মুখাবলোকন করিতে হয় এইজন্য তিনি গহনবনবাসেই অবস্থান করিতেন। হায় বিধি! তোমার কি বিচিত্র লীলা! কামিনি! তোমার কি মোহিনী শক্তি তা না হইলে এত বৃদ্ধ বয়সেও তোমার রূপ দর্শনে দামোদরের মন বিমোহিত হইয়া পড়িবে কেন? তাঁহার হৃদয়ে অনঙ্গের আবির্ভাব হইল। বৃদ্ধ সতৃষ্ণনয়নে একদৃষ্টে রমণীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ইত্যবসরে সেই দুরাত্মা ভূত অবসর বুঝিয়া দৈববাণীচ্ছলে দামোদরের কাণে কাণে কহিল, তাপসবর! আমার বাক্য শ্রবণ কর, ভাগ্যবশে তোমার গৃহে যখন রমণীরত্নের আগমন হইয়াছে তখন উপভোগ কর।

এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিও না। রাজার কিঙ্করগণকে বল যে, রাজকন্যা একনিশা আশ্রমে বাস না করিলে রোগমুক্তি হওয়া দুরূহ, কল্য প্রাতঃকালে তোমরা আসিয়া পুনরায় লইয়া যাইও।

কালবশে দামোদরের বুদ্ধিশক্তি বিলুপ্ত হইল, তাই ভূতের প্রত্যক্ষ-বাণীতে তাহার মন বিমোহিত হইয়া গেল। তখন তিনি ভূতের বাক্যানুসারেই কিঙ্করগণের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলেন।

কিঙ্করগণের মধ্য হইতে একজন রাজসমীপে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত কথা নিবেদন করিল। তখন মহারাজ কহিলেন, "দামোদরের আশ্রমে কন্যাকে রাখিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। সেই ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ ও পরম পবিত্র, তিনি যতদিন ইচ্ছা কন্যাকে আশ্রমে রাখিতে পারেন।"

রাজার আদেশ শ্রবণমাত্র কিঙ্করগণ পুনরায় অরণ্যে গমন করিল এবং রাজ আদেশ অবগত করাইয়া কন্যাকে দামোদরের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক সকলে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইল।

দামোদর ঐশীশক্তি-প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে রাজকুমারীকে রোগমুক্ত করিল। তখন ভূত পুনরায় ব্রাহ্মণের কাণে কাণে কহিল, "তাপসবর! বৃথা বিলম্ব করিয়া কি চিন্তা করিতেছ, তোমার তুল্য ভাগ্যবান্ এ জগতে আর কে আছে? পরমেশ্বর কৃপা করিয়া যখন তোমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, তখন এ সুযোগ পরিত্যাগ করিও না, এ গুহ্য বৃত্তান্ত কেহ জানিতে পারিবে না। যদিও রাজকুমারী প্রকাশ করিয়া দেন, তথাপি কেহ সে কথায় বিশ্বাস করিবে না। তোমার প্রতি সকলের অটল বিশ্বাস, যেমন তেমনই থাকিবে।

মদনশাসনে ব্রাহ্মণের জ্ঞানশক্তি তিরোহিত হইল, তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন, ধৈর্য্য তাহার অন্তর হ'তে পলায়ন করিল, সুতরাং তিনি ভূতের বাক্যে বিমোহিত হইলেন, অনঙ্গ বসে অধীর হইয়া রাজকন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন।

অনঙ্গবিভ্রম দূরীভূত হইলে ব্রাহ্মণের অন্তরে পুনরায় জ্ঞানসঞ্চার হইল। তখন তাহার হৃদয় যেন মুহুর্মুহুঃ তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি ভূতের দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করিতে পারিয়া ভূতকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "রে দুরাত্মন্! তোর মনে এই ছিল, আমি শতবর্ষাবধি বহু কষ্ট ও বহু যন্ত্রণা স্বীকার করিয়া যে পুণ্যরাশি উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, আজ তুই সমূলে তাহা নিঃশেষিত করিলি?"

ভূত ব্রহ্মচারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আমাকে বৃথা তিরস্কার করিতেছ কেন? তুমি আমার অনুগ্রহে পরম সুখ উপভোগ করিলে। এখন যদি নিজের কল্যাণ কামনা কর, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার সহবাসে এই রাজকন্যা গর্ভবতী হইয়াছেন, সুতরাং ভবিষ্যতে তোমার পাপকার্য্য গুপ্ত থাকার সম্ভাবনা দেখিতেছি না, প্রকাশ হইলে তুমি লোকসমাজে ঘৃণার পাত্র হইবে। এখন যাহারা ভক্তিভরে তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে, তখন তাহারা তোমাকে দেখিবামাত্র তিরস্কার করিবে। আর যদি মহারাজের কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না। তিনি নিশ্চয়ই তোমার জীবনদণ্ড করিবেন, সন্দেহ নাই।

ভূতের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ব্রাহ্মণের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বিষাদে বিষণ্ণ হইয়া ম্লানবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার উপায়? তুমি ত আমার ধর্ম্মপথ কণ্টকে সমাকীর্ণ করিয়াছ। এখন যাহাতে কোনরূপ বিপদে পতিত হইতে না হয়, তাহার উপায় বিধান কর।"

দুরাত্মা ভূত ব্রাহ্মণকে বিহ্বলপ্রায় দেখিয়া মনে মনে যারপর নাই পুলকিত হইল, পরে ধীরে ধীরে বলিল, "তাপস! এখন যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যেরূপ উপদেশ প্রদান করি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর, নচেৎ এ ঘোর বিপদ্ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। তোমাকে আর

একটী পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তুমি অবিলম্বে রাজকুমারীকে নিহত করিয়া আশ্রমের প্রান্তদেশে ভূগর্ত্তে প্রোথিত করিয়া রাখ। যখন রাজবাড়ী হইতে লোক আসিয়া রাজকুমারীকে লইতে চাহিবে, তখন তুমি বলিও, রাজকুমারী নীরোগিণী হইয়া প্রত্যূষেই স্বইচ্ছায় রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। তোমার বাক্য সকলেই বিশ্বাস করিবে। কেহই তোমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারিবে না। যদিও ভূপতি কন্যার বিরহে যারপর নাই দুঃখিত ও কাতর হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিবেন কিন্তু যখন বহু অন্বেষণে পাওয়া যাইবে না তখন তিনি নিরস্ত হইবেন। তাপস-বর! ইহা ব্যতিরেকে তোমার বিপদ্ হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই।

পাপস্পর্শে ব্রাহ্মণের পুণ্যরাশি বিনষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং কুপথেই তাহার মত প্রবর্ত্তিত হইল। তিনি ভূতের পরামর্শানুসারে তৎক্ষণাৎ রাজনন্দিনীকে নিহত করিয়া আশ্রমের প্রান্তভাগে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন।

প্রভাতে রাজকিঙ্করেরা উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ কহিলেন, "রাজকুমারী আরোগ্যলাভপূর্ব্বক স্বইচ্ছায় প্রত্যূষেই পিত্রালয়ে গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণমাত্র কিঙ্করগণ চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল।"

এদিকে ভূত অলক্ষ্যবাণীতে কিঙ্করগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, তোমরা কি অনুসন্ধান করিতেছ? যাহাকে অন্বেষণ করিতেছ সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। যোগী রাজবালার সতীত্বনাশ করিয়া লোকসমাজে অপযশ প্রকাশের ভয়ে অবশেষে রাজকুমারীকে নিহত করিয়া আশ্রম-প্রান্তে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে।"

রাজকিঙ্করেরা শূন্যবাণী শ্রবণমাত্র চমকিতভাবে তৎক্ষণাৎ আশ্রমপ্রান্তে গমনপূর্ব্বক ভূমি খনন করিতে আরম্ভ করিল এবং তখনই রাজকুমারীর মৃতদেহ প্রাপ্ত হইল। তখন কিঙ্করগণ ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রাহ্মণকে বন্ধন করিয়া দারুণ প্রহার করিতে করিতে রাজদ্বারে উপনীত হইল।

নরপতি কিঙ্করগণের নিকট যাবতীয় ঘটনা অবগত হইয়া কন্যাশোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অবিরলধারে অশ্রুবারি পতিত হইতে লাগিল। তিনি বহুবিধরূপে মনকে প্রবোধ দিয়া অবশেষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন তাহার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি ঘন ঘন আরক্তনেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই দুরাত্মাকে কিরূপ শাস্তিবিধান করা উচিত, তোমরা তাহা নির্দ্দেশ কর।

অমাত্যমণ্ডলী ও সদস্যগণ রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র কহিলেন, মহারাজ! এই দুরাত্মাকে জীবনদণ্ডে দণ্ডিত করাই বিধেয়।

তখন মহারাজ ঘাতকগণকে সম্বোধন করিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্মণকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। ঘাতকগণও রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ বধ্যভূমিতে ফাঁসী-রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের জীবননাশে উদ্যত হইল। ইত্যবসরে সেই ভূত সহসা অলক্ষ্য ভাবে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের কাণে কাণে কহিল, "তাপস! তুমি যদি আমার উপদেশানুসারে কার্য্য কর তাহা হইলে অনায়াসে জীবনরক্ষা হইবে। আমি অদ্ভুত শক্তিবলে তোমাকে গগনমার্গে সমুত্তোলিত করিয়া অবিলম্বে সহস্র ক্রোশ দূরে লইয়া যাইব। এ রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে গমন করিয়া তুমি অনায়াসে অবস্থিতি করিতে পারিবে। নরপতি কিছুতেই তোমার অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ভক্তিভাবে আমার অর্চ্চনা ও আমার স্তুতি কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে পরিত্রাণ করিব।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে তোমার অর্চ্চনা করিব। করযোড়ে মিনতি করি, তোমার চরণে ধরি, তুমি আমাকে অন্তিম সময়ে উদ্ধার কর।"

ভূত কহিল, "কেবল মুখের কথায় আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে

পারি না। তুমি এখন একবার আমার উপাসনা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে লইয়া রাজ্যান্তরে প্রস্থান করিব।"

ভূতের বচনে ব্রাহ্মণের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মিল, তিনি প্রাণের দায়ে ভূতলে জানু পাতিয়া ভক্তিভাবে ভূতের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, আমি যতদিন জীবিত থাকিব ততদিনই তোমাকে একমাত্র প্রভুজ্ঞানে তোমারই স্তুতিবাদ করিব, তুমিই আমার একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা।

ভূতের আরাধনা করিলে, ভূতের স্তবপাঠ করিলে দেহান্তে যে ঘোর নরক মধ্যে নিমগ্ন হইতে হইবে, ব্রাহ্মণের হৃদয়ে তখন আর সে জ্ঞানের উদয় হইল না। তিনি করযোড়ে ভূতের স্তবপাঠ করিলেন। তখন ভূতের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এতদিনে তাহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল। সে উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করিয়া কহিল, "নাস্তিক! এতদিনে আমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইল, এতদিনে যমালয়ে তোর জন্য নরকের দ্বার উদঘাটিত হইল। এখন তাহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ কর এই বলিয়া ভূত তথা হইতে তিরোহিত হইল।"

ব্রাহ্মণ তখন ভূতকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল, রে দুরাত্মন্! আমি যদি তোর কথা না শুনিয়া নিজের কর্ত্তব্যপথকে কণ্টকময় না করিতাম, তাহা হইলে তোর কি ক্ষমতা যে আমায় এমন বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন করিস্। আমি যেমন করিয়াছি তেমনি কষ্টভোগ করিতেছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বহু বিলাপ করিতে লাগিল।"

ব্রাহ্মণের বিলাপ শুনিয়া এক সন্ন্যাসী আসিয়া রাজকন্যাকে বাঁচাইয়া দিল এবং ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিতে বলিল। রাজা তখন খুসী হইয়া ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন এবং নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

গজপতি দিগ্‌গজ।

এক দেশে এক ধনী বণিক বাস করিত। বণিক তাহার জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়া রাজার তুল্য ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছিল. তাহার হাতিশালে হাতী বাঁধা, ঘোড়াশালে ঘোড়া, দাসদাসী চাকর নফর অনেক ছিল। কিন্তু তাহার পরিজনের মধ্যে বণিক ও তাহার স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্র গজপতি, এই তিন প্রাণী মাত্র। গজপতি একমাত্র পুত্র বলিয়া বণিকের অতি আদরের ছিল। পুত্র যখন যাহা আবদার করিত বণিক তাহা সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াও পুত্রের মনোরঞ্জন করিত। এদিকে বাপের আহ্লাদে ছেলে বলিয়া গজপতির লেখাপড়া নামের অনুরূপই হইল। ক্রমে গজপতি একজন মহাস্বেচ্ছাচারী হইয়া নিজের নাম গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ নামে জাহির করিল।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইয়া যায় এমন সময় একদিন হঠাৎ বিসূচিকারোগে বণিক মানবলীলা সম্বরণ করিল। বণিকের মৃত্যুর পর গজপতিই সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা মালিক, সুতরাং তাহার স্বেচ্ছাচারিতায় কেহ কিছু বলিতে সাহসী হইত না।

ক্রমে গজপতি একজন মহাসৌখীন লোক হইয়া উঠিল। বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া গজপতি একটী রামায়ণ দল গঠন করিল। প্রথম প্রথম ধনিপুত্র গজপতির দলের রামায়ণ গান অনেকে খাতিরে পড়িয়া

শুনিতে আসিত কিন্তু যখন দেখিল যে এ রামায়ণ কেবল গোলমাল মাত্র, হাতে গানের কিছুই নাই কেবল বিকট চীৎকার আর চেঁচামেচি, তখন এক এক করিয়া সকল শ্রোতাই গা ঢাকা দিল। এখন গজপতি পাড়ায় পাড়ায় নিমন্ত্রণ করিয়াও আর শ্রোতা জুটাইতে পারে না: যাহাকেই নিমন্ত্রণ করে, সেই বলে—কি করি ভাই! আজ আমার অমুক কাজ—তমুক কাজ ইত্যাদি ওজর আপত্তি করিয়া গজপতিকে বিদায় দেয়। গজপতি কি করে ভাবিয়া আকুল হইল, তখন গজপতি বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সাব্যস্ত করিল যে—চল, আজ অমুক গ্রামে অমুকের বাড়ী গিয়া রামায়ণ-গান করিয়া আসি। এই বলিয়া গজপতি দলবল সহ তথায় যাইয়া নিজেরাই পাল খাটাইল—আসর সাজাইল, আলো ও পান তামাকের ব্যবস্থা করিয়া রামায়ণ গান জুড়িয়া দিল। গৃহস্থ কি করে, চক্ষুলজ্জা খাতিরে অগত্যা আর না বলিতে পারিল না। দুই চারিজন শ্রোতা জুটিল, কিন্তু গান সুরুমাত্র যে যার এদিক ওদিক করিয়া পলাইয়া বাঁচিল কিন্তু দলের এদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই তাহারা সমানে গান চালাইতে লাগিল।

ক্রমে এইরূপে গ্রামের লোক সকলেই রামায়ণ-গানে অস্থির হইয়া উঠিল। যদি কেহ দেখিল যে, ঐ রামায়ণের দল আসিতেছে—অমনি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গায়ে কাঁথা চাপা দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, ভাই, বড় জ্বর আসিয়াছে আর বাঁচিবার আশা নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া গজপতি সদলে ফিরিয়া আসিত।

এইরূপে যখন গজপতি দিগগজের সখের রামায়ণদলের মহিমা ও যশঃ সৌরভ সর্ব্বত্র পূর্ণমাত্রায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন ইহাদিগকে কে আর বাটীর চতুঃসীমানায় প্রবেশ করিতে দিত না। যখন গজপতি দেখিল যে, ভাড়া করিয়া লোক আনিয়াও আর শ্রোতা পাওয়া যায় না, তখন গজপতি প্রমাদ গণিল—তাহার সখের দল ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল

না, রামায়ণ গাহিতে না পারিলে যে তাহার সোয়াস্তি হইতেছে না, তার পেটের মধ্যে রামায়ণগুলো গজগজ করিতেছে তখন দলের প্রধান গায়ক তিনি বলিলেন, এস ভাই, সকলে এক কাজ করা যাক অমুক গ্রামে যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করে, চল সকলে মিলিয়া তার নিকট যাই, সে অবশ্যই আমাদের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিবে না এই বলিয়া সকলেই তথায় যাইয়া সেই ব্রাহ্মণকে বলিল, দেখ ভাই! তুমি ত ভিক্ষা করিয়া খাও কিন্তু আজ থেকে তুমি আর ভিক্ষা করিতে বাহির হইও না, আমাদের নিকটে রামায়ণ-গান শুনিবে।

রামায়ণের নাম শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "দেখ ভাই! আমি অতি গরীব ভিক্ষা করিয়া আনি দিন খাই, তোমাদিগের যথোপযুক্ত আদর-অভ্যর্থনা করা আমার ক্ষমতার অতীত, সুতরাং তোমরা আমায় ক্ষমা কর।"

তখন দলপতি বলিল, "ব্রাহ্মণ! তোমার কোন ভয় নাই, পঞ্চপাত্র যাহা লাগিবে আমরাই বহন করিব পরন্তু তোমাকে আমরা রোজ নগদ চারি আনা করিয়া পয়সা দিব তুমি শুধু বসিয়া বসিয়া আমাদের গান শুনিবে।"

নগদ চারি আনার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অবাক হইয়া গেল এবং ভাবিল আমি সারাদিন ভিক্ষা করিয়া কোনদিন হয়ত একমুষ্টি চাউল সংগ্রহ করিতে পারি, আবার কোনদিন হয়ত অন্নাভাবে উপবাস করিয়াও থাকি তাহা কিছুই করিতে হইবে না, ঘরে বসিয়া একেবারে চারি আনা সুতরাং ব্রাহ্মণ সানন্দচিত্তে তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইল। যেমন কথা—তেমনই কাজ। রামায়ণের দল তখনি জায়গা পরিষ্কার করিয়া খাটাইয়া গানের আসর সাজাইল এবং গান আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণের মনে বড়ই আনন্দ। কেন না, গান শোনার দক্ষিণা এক দিনে চারি আনা। ব্রাহ্মণ এ পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়া কাহারও নিকট হইতে নগদ একটী পয়সাও ভিক্ষা পায় নাই, তাই আজ তাহার

আনন্দ ধরে। তিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন। এদিকে রামায়ণওয় গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ সদলবলে তাহাদের সেই ... বিনিন্দিত ধুর কণ্ঠস্বরে ব্রাহ্মণের আশে পাশের দুই চারি... গ্রাম পর্য্যন্তব্যস্ত করিয়া তুলিল। এইরূপে গান প্রায় রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত চলিল। অনন্তর ব্রাহ্মণকে চারি আনা পয়সা দিয়া তাহারা ... করিল। আর আগামী কল্য তাহারা আসিয়া গান শুনাইবে ... ব্রাহ্মণকে তার নিমন্ত্রণ করিয়া গেল।

আবার ১দিন রামায়ণের দল আসিয়া যথাসময়ে গান আরম্ভ ... দিল এবং গান্তে ব্রাহ্মণকে চারি আনা পয়সা দিয়া প্রস্থান ... এইরূপে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গজপতির রামায়ণ গান হইতে লাগি... থাকে

গজপতির দয়াতে ব্রাহ্মণের সংসার একরূপ সুখে স্বচ্ছ... চক্ষুলজ্জা লাগিল কি... হইলে কি হইবে, তাহাদের সেই বিকট চীৎ...তা জুটিল, ব্রাহ্মণ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কর্ণ বধির ...চিল কিন্তু উপক্রম হইল। একদিন ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ...গিল। ... ঢুকিয়া অসুখের ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল কিন্তু শুইয়া রহিলে কি হই... তাহারা আসিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় গান করিয়া যাইবার কালীন ব্রাহ্ম... ডাকিয়া তাহার ঘরের দরজায় চারি আনা পয়সা রাখিয়া গেল।

নিরন্তর এইরূপ বিকট চীৎকার শুনিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণের পয়সায় অরু... ধরিল—কিন্তু উপায় কি? তাহারা ছাড়ে কৈ? ব্রাহ্মণ ভাবিতে লা... এইরূপ গান শোনা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া সপ্তাহে একদিন এ... ওয়াও ভাল তথাপি এইরূপ বিকট চীৎকার আর শোনা যায় না। ... ব্রাহ্মণ পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া তাহার ঘটী, কাঁথা, বাটী ... কিছু বাপদাদার আমলের সম্বল ছিল, তাহা লইয়া একটি পুঁটুলী বাঁধি... নয়নে জননী জন্মভূমিকে প্রণাম করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ... ছাড়িল।